মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৯৮

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية
جلد: ١ عدد: ١٢، ربيع الثانى ١٤١٩هـ
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০ টাকা
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০ টাকা
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০ টাকা
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০ টাকা
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০ টাকা
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০ টাকা

কারিগরী তথ্যঃ
* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি . ৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রণঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৫৬
* প্রচ্ছদঃ এক রঙা অফসেট

০ স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

Monthly AT-TAHREEK
Edited by: Dr.Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525. Ph & Fax (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ১২তম সংখ্যা
রবী'উছ্ ছানী ১৪১৯ হিঃ
শ্রাবণ ১৪০৫ বাং
আগষ্ট ১৯৯৮ ইং

সম্পাদক
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৭
- প্রবন্ধ ঃ
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ৯
    -আব্দুস সামাদ সালাফী
  - আল-হেরাঃ শুধু পর্বতের নামই নয় ১০
    -সাইমুম ইসলাম
  - অশ্লীলা ১২
    -মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - ইসলামে নামের গুরুত্ব ১৪
    -গোলাম রহমান
  - বার্মায় আলেম নির্যাতন ১৬
    -মোহাম্মদ ফারূক হোসেন
- চিকিৎসা জগৎ
  (ক) ডায়াবেটিস ১৭
    -ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
  (ক) বাড়িতে নিরাপদ খাদ্য তৈরির নিয়মনীতি ১৮
- ছাহাবা চরিত
  আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ১৯
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
  বিয়াই সাহেব বিড়াল ধরতে কত দেরী ২৬
    -মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
- হাদীছের গল্প ২৭
    -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- কবিতা ২৮
- মহিলাদের পাতা ৩০
- সোনামণিদের পাতা ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৬
- সংগঠন সংবাদ ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ও সংশোধনী ৪৯
- বর্ষসূচী ৫৫

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

(ক) বন্যায় বিপন্ন মানবতা

৩৭টি জেলা বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। হাযার হাযার মানুষ ও লক্ষ লক্ষ প্রাণী অসহনীয় কষ্টে ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় দিনাতিপাত করছে। ইতিমধ্যে পৌনে তিন শতাধিক মানুষ মারা গেছে। অন্যান্য প্রাণী ও গবাদিপশুর কোন হিসাব নেই। বন্যার পানি সরছে না। দুষিত পানি পান করে ব্যাপকহারে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশের পাহাড়ী ঢল, ফারাক্কার খোলা গেইটের উপচে পড়া পানির স্রোত ও সাথে আকাশ বন্যার ত্রিমুখী চাপে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের আজ ত্রিশংকু অবস্থা। জনসেবার সোল এজেন্সী নিয়ে যারা রাজনীতির ময়দানে আছেন, তারা বন্যাকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গুছানোয় ব্যস্ত। মধ্যসত্বভোগী বেসরকারী দেশী-বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলির (N.G.O.) তৎপরতা যৎসামান্য। দেশের বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থার কাজ আগে যেমন চোখে পড়ত, এখন তেমন দেখছিনা। সম্ভবতঃ এর কারণ সর্বত্র সন্ত্রাস ও ব্যাপক চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ জনগণ বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাওয়াকে কোন্ ভাবে নিবে, সেটা আঁচ করেই হয়তবা কেউ ময়দানে নামার সাহস পাচ্ছে না। সরকারী সাহায্যের অবস্থা হ'ল 'সাজনার চাইতে বাজনা বেশী'। যা বাজেট রেডিও-তে শোনা যায়, তা আমলা ও ক্যাডারদের পার্সেন্টেজ বাদ দিয়ে বন্যার্তদের পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে কিছু তলানি থাকলেও থাকতে পারে। ফলে আল্লাহ ব্যতীত অসহায় বন্যার্তদের সত্যিকার অর্থে দেখার কেউ নেই। নদীমার্তৃক বাংলাদেশ। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা এ দেশের সঙ্গীসাথী। তার সাথে আছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অঘোষিত পানিযুদ্ধ। শুকনা মৌসুমে পদ্মার পানি আটকে রেখে তারা আমাদেরকে শুকিয়ে মারে। আবার বর্ষা মৌসুমে পদ্মার বাড়তি পানি ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে ডুবিয়ে মারে। সেই সাথে রয়েছে আসামের পাহাড়ী ঢল। এরি মধ্যে ১২ কোটি মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সকলেই বিষয়টি বুঝেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বও বিষয়টি বুঝেন। কিন্তু সবাই শক্তির পূজারী। গরীবের হক কথা শক্তিমানের হৃদয়কন্দরে আঘাত হানতে সক্ষম হয় না।

তাই আমাদেরকেই আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। অপরের করুণা ভিক্ষা নয়। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিজেদের যা সম্পদ আছে, তাই নিয়ে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল নৈতিক স্খলনের কারণে একটি জাতির উপরে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে বলে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই বন্যা প্রতিরোধের চাইতে অনৈতিকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রতি সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাথে সাথে সরকারের সকল প্রচার মাধ্যম এবং সকল ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনকে এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তৎপর হ'তে হবে। সর্বোপরি নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণকে ব্যক্তি জীবনে সৎ ও আমানতদার হিসাবে প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

(খ) বর্ষশেষের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ। আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে **আত-তাহরীক** -এর বয়স এক বছর পূর্ণ হ'ল। দু'হাযার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গ্রাহক সংখ্যা ছয় হাযার ছাড়িয়ে গেছে। **আত-তাহরীক** ইতিমধ্যেই উভয় বাংলার ইসলামী পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার আন্দোলনে অগ্রপথিক হিসাবে **আত-তাহরীক** ইতিমধ্যেই রুচিশীল পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি কেড়েছে। আমাদের ছহীহ দলীল ভিত্তিক আলোচনা ইতিমধ্যেই অনেকের চিন্তাজগতে দাগ কেটেছে। তাই **আত-তাহরীককে** যারা আন্তরিকভাবে ভালবাসেন এবং এর স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি কামনা করেন, সেই সব ভাই-বোনের প্রতি অনুরোধ- আপনারা প্রত্যেকে একজন করে গ্রাহক বৃদ্ধি করুন, বিজ্ঞাপন দিন কিংবা একাধিক কপি খরিদ করে সুধী মহলে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতীষ্ঠান বা লাইব্রেরীতে দান করুন। তাতে দাওয়াতের ময়দান প্রসারিত হবে এবং সমাজে অন্যায়ের পরাজয় ও নেকীর বিজয়ে আপনার সহযোগিতার স্বাক্ষর বজায় থাকবে। যা 'ছাদকায়ে জারিয়া' হিসাবে আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। বর্ষশেষে আমরা আমাদের সকল সম্মানিত লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, এজেন্ট, গ্রাহক-অনুগ্রাহক ভাই-বোনকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরাম -এর উপরে বর্ষিত হউক!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

সমাজ বিপ্লব

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ ، وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ - وَ آخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

১. উচ্চারণঃ হুওয়াল্লাযী বা'আছা ফিল উম্মিইঈনা রাসূলাম মিন্হুম ইয়াত্লূ আলাইহিম আ-য়া-তিহী ওয়া ইয়ুযাক্কীহিম ওয়া ইয়ু'আল্লিমুহুমুল কিতা-বা ওয়াল হিকমাহ; ওয়া ইন্ কা-নূ মিন ক্বাব্লু লাফী যালা-লিম মুবীন। ওয়া আ-খারীনা মিন্হুম লাম্মা ইয়াল্হাক্বূ বিহিম ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম।-জুম'আ ২-৩।

২. অনুবাদঃ তিনি সেই মহান সত্তা যিনি নিরক্ষরদের নিকটে তাদের মধ্য হ'তে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল (২)। তিনি প্রেরিত হয়েছেন অন্যদের নিকটেও যারা এখনও তাদের (আরবদের) সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় (৩)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (ক) হুওয়াল্লাযী- তিনি সেই সত্তা যিনি (খ) বা'আছা- প্রেরণ করেছেন (গ) ফিল উম্মিইঈনা -নিরক্ষরদের মধ্যে বা নিকটে। এক বচনে উম্মি (أُمِّىّ)। 'উম্মুন' (أُمٌّ) অর্থ 'মা'। মায়ের পেট থেকে সন্তান নিরক্ষর অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়। পরবর্তীতে ঐ অবস্থায় বড় হ'লে তাকে মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে 'উম্মি' বা নিরক্ষর বলা হয়, যে লিখতে বা পড়তে শিখেনি। দু'একজন বাদে ঐ সময় আরবদের কেউ লেখাপড়া জানত না। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে 'উম্মিইঈনা' বলতে সমস্ত আরব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। চাই সে লেখাপড়া জানুক বা না জানুক। কেননা তারা ঐ সময় কেউ কিতাব ধারী (ইহুদী বা নাছারা) ছিল না'।[১] বরং মক্কাবাসীগণ নামকা ওয়াস্তে ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী 'হানীফ' ছিল।[২] (গ) রাসূলাম মিনহুম- একজন রাসূল তাদের মধ্য হ'তে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ যিনি মক্কার উম্মীদের দলভুক্ত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إنا أمة أمّيّة لانكتب ولا نحسب 'আমরা উম্মী উম্মত। না লিখতে জানি, না হিসাব করতে জানি'।[৩] বুছেরী (بوصيرى) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

كفاك بالعلم فى الأمّى معجزة + فى الجاهلية والتأديب فى اليُتم -'জাহেলী যুগে একজন ইয়াতীমের নিকট থেকে এমন আদব এবং একজন উম্মীর নিকট থেকে এমন ইল্ম পাওয়াটাই মু'জেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট'। (ঘ) ইয়াত্লূ আলাইহিম-পাঠ করেন তাদের উপরে (ঙ) আয়া-তিহী -তাঁর আয়াত সমূহ। এখানে তাঁর আয়াত সমূহ -এর মধ্যে 'তাঁর' সর্বনামটি 'হুওয়াল্লাযী' -সেই সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধিত। (ঙ) ইয়ুযাক্কীহিম- পরিচ্ছন্ন করেন তাদেরকে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের অনুসারী তাওহীদপন্থী এই উম্মীদের আক্বীদার মধ্যে যেসব শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জাল অনুপ্রবেশ করেছিল, সেই সব ভ্রান্ত আক্বীদা হ'তে তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও খাঁটি তাওহীদ পন্থী করে তোলেন। (চ) ইয়ু'আল্লিমুহুমুল কিতা-বা, শিক্ষা দেন তাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন। (ছ) ওয়াল হিকমাহ- অর্থাৎ সুন্নাহ যা কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'অহি' মারফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সেমতে জনগণকে স্বীয় কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। (জ) ওয়া আখারীনা মিনহুম- 'এবং তারা ব্যতীত অন্যদের নিকটে'। পূর্ববর্তী আয়াতের উপরে 'আত্ফ' (عطف) বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। (ঝ) লাম্মা ইয়াল্হাক্বূ বিহিম- 'এখনও যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি'। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু এখনো হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যারা এখনই ঈমান এনেছে তারা এবং আগামীতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ঈমান আনবে সেই আরব-অনারব সকল মানুষের নবী হিসাবে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. ব্যাখ্যাঃ মক্কায় আরবদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে অন্যূন চার হাযার বছর পূর্বে কা'বা গৃহ নির্মানকালে পিতা ইবরাহীমের কৃত দো'আ কবুল হওয়ার বিষয়ে এই আয়াতটিকে এলাহী সত্যায়ন বলা চলে।[৪]

১. কুরতুবী ১৮/৯২।

২. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১/২০৮।

৩. বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসাঈ ইবনু ওমর হ'তে; আহমাদ মুছতফা আল-মারাগী, তাফসীর (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৮০/১৯৬১) ভলিউম ২৮-৩০, পৃঃ ৯৪।

৪. ইবনু কাছীর ৪/৩৮৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

সেদিন কা'বা নির্মাণ শেষে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে এই মর্মে দো'আ করেছিলেন যে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

'হে আল্লাহ আপনি এদের মাঝে এদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকটে আপনার আয়াত সমূহ তেলওয়াত করবেন ও তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে (শিরক হ'তে) পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী ও কুশলী' (বাক্বারাহ ১২৯)।

এই আয়াতটিকে সমাজ বিপ্লবের আয়াত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। একটি অধঃপতিত ও নোংরা সমাজকে কিভাবে সভ্যতার ও মনুষ্যত্বের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে ফিরিয়ে আনা যায়, তার রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে অত্র আয়াতে। জাহেলী যুগের পশুত্বের দৈত্য আরও বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আরও হিংস্র হয়ে সে মানব সভ্যতাকে গুড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, মনুষ্যত্বকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে। এক্ষণে যারা এ পৃথিবীকে বাসোপযোগী করে রাখতে চায়, পশুত্বের উপরে মনুষ্যত্বের বিজয় কামনা করে, তাদেরকে অত্র আয়াতে বর্ণিত পথে জান, মাল, সময়, শ্রম সবকিছু নিয়ে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মানুষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সমূহ জাহেলিয়াতের বিষবাষ্পে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিভাসিত আলোকচ্ছটা ব্যতীত যা বিদূরিত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। **অত্র আয়াতে বর্ণিত তিনটি মৌলিক বিষয় বাস্তবায়িত হওয়া ব্যতীত সমাজ থেকে জাহেলিয়াত দূর করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।** প্রকৃত সমাজ বিপ্লব উক্ত তিনটি বিষয় বাস্তবায়নের উপরেই নির্ভর করে। উক্ত আয়াতে আরও কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। যেমন-

(১) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ নবী ছিলেন, নূরের নবী নন। 'আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা, মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা' বলে যে কথা বিদ'আতী আলেমরা বলে থাকেন, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। (২) তিনি নিরক্ষর ছিলেন, তাই বলে তিনি মূর্খ ছিলেন না। এ কারণেই বলা চলে যে, Muhammad was Unlettered, Not illiterate. (৩) তিনি ইহুদী-নাছারার ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি বরং ইবরাহীমী মিল্লাতে জন্মগহণ করেন। যারা ঐ সময় 'উম্মী' ও 'হানীফ' নামে পরিচিত ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ ঘরের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (৪) জীবনের দুই তৃতীয়াংশ সময় অর্থাৎ ৪০ বৎসর যাবৎ শেরেকী বা জাহেলী সমাজে বসবাস করেও জাহেলিয়াত তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। (৫) চল্লিশ বৎসরের পরীক্ষিত নিরক্ষর এই মানুষটির মুখ দিয়ে হঠাৎ করে কুরআন ও হাদীছের মত সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মান সম্পন্ন এবং অকাট্য সত্য ভাষণ বের হয়ে আসাটাই ছিল তাঁর নবুঅতী জীবনের সবচেয়ে বড় মু'জেযা। যা যেকোন বুদ্ধিমান মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে ফেলে। (৬) তাঁর আগমনের মাধ্যমে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা প্রমুখ বিগত নবীদের সুসংবাদ বাস্তবতা লাভ করে। (৭) আরবদের সামাজিক অবস্থার সাথে তাঁর অবস্থার মিল ছিল। (৮) আগে থেকেই 'আল-আমীন' হিসাবে পরিচিতি লাভের কারণে তাঁর আনীত শিক্ষা ও বর্ণিত আয়াত সমূহের সত্যতা সম্পর্কে কারু মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে যে শত্রুতা ছিল, তা যেকোন সংস্কারকের বিরুদ্ধে সমসাময়িক কালের হিংসুকদের যেমন থাকে, তেমনই ছিল। দেখা গেছে যে, জানী দুশমন আবু সুফিয়ানও তাঁর প্রশংসা করেছেন।

নবী প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্যঃ

(১) তিনি তাদের নিকটে কুরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন, যার মধ্যে মানবজাতির ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির পথ বাৎলে দেওয়া হয়েছে। আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ আয়াত সমূহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ভাষাগর্বী আরবদের অহংকার চূর্ণ হয় এবং তারা উম্মী নবীর নবুঅতকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

(২) তিনি তাদেরকে শিরকী আক্বীদা ও জাহেলী প্রথা সমূহ হ'তে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে ফেরেশতা, মানুষ ও পাথরের মূর্তিপূজা হ'তে পাক করে, ফেলে আসা ইবরাহীমী তাওহীদের পথে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হন।

(৩) তিনি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। নিজের কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে তাঁর আনীত শরীয়তের ব্যাখ্যা দান করেন, যা তিনি অহি-র মাধ্যমে প্রাপ্ত হন।

সমাজ বিপ্লবের তিনটি হাতিয়ারঃ

নবী প্রেরণের উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমাজ বিপ্লবের তিনটি হাতিয়ার বর্ণিত হয়েছে। (১) একটি অভ্রান্ত আদর্শ সম্বলিত এলাহী গ্রন্থ প্রয়োজন, যার কাছে সকল মানুষ মাথা নত করে। আর সেটি হ'ল অহি-র বিধান সম্বলিত আল-কুরআন (২) সর্বপ্রথম মানুষের চিন্তাধারা বা আক্বীদায় বিপ্লব আনতে হবে। আল্লাহ ও ত্বাগূত পূজার দ্বিমুখী শিরক হ'তে তাদেরকে মুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে কখনোই সমাজের সার্বিক ও স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়। (৩) কুরআন ও সুন্নাহ তথা অহি-র বিধানের আলোকেই

http://islaminonesite.wordpress.com

সমাজের উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান দিতে হবে। ব্যক্তির নিজস্ব রায় বা সংখ্যাগরিষ্ট জনমতকে অহি-র বিধানের সম্মুখে কুরবানী দিতে হবে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী দেশ। কিন্তু এদেশবাসীর মধ্যে আজ অনুপ্রবেশ করেছে জাহেলী আরবদের মত অসংখ্য শেরেকী আক্বীদা ও বিদ'আতী প্রথা। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান পণ্ডিতদের প্রণীত ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি ও মারামারি করার বিভেদাত্মক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এদেশের মানুষের আক্বীদার মধ্যে প্রবেশ করেছে। 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' একথা বলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে ছিনতাই করে তা জনগণের নামে দলনেতা বা নেত্রীর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা' একথা বলে মানুষের বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হ'তে আল্লাহ্র আইনকে বিতাড়িত করা হয়েছে। 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এই জাহেলী আক্বীদা চাপিয়ে দিয়ে মৌলিক আইন রচনার ক্ষেত্র হ'তে অহি-র বিধানকে কৌশলে হটানো হয়েছে। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানমন্ত্রী যা খুশী তাই করে যান। এমনকি নিজ দলের সংসদ সদস্যদেরও সেখানে কিছু বলার থাকে না। কারণ দলনেতার রোষে পড়লে সংসদ সদস্যপদ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ওদিকে বিরোধী দলের সদস্যদের চিৎকার ও হট্টগোল করা কিংবা টেবিল চাপড়ানো বা ওয়াকআউট করা ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা। কেননা তারা সংখ্যালঘু। তাই তাদের প্রস্তাব যত সুন্দর ও জনগুরুত্ব সম্পন্ন হৌক না কেন, তা সংখ্যাগরিষ্টদের কণ্ঠ ভোটে চাপা পড়ে যায়। গণতন্ত্রের এই বাজারে পুঁটি মাছ আর ইলিশ মাছের মূল্য সমান। এখানে গুণী ও নির্গুণের ভোটের মূল্য সমান। হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রের গল্পেও তৈল ও ঘি-এর মূল্য এক করে দেখানো হয়েছে। আজকের গণতন্ত্র বিগত যুগের হবু ও গবুদের আধুনিক সংস্করণ বৈ-কি? আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে তাই চরিত্রবান ও আদর্শবান রাজনীতিকদের আকাল দিনদিন প্রকট হ'য়ে উঠছে। আর তাই সর্বত্র মারামারি, কাটাকাটি আর অশান্তির দাবানল জ্বলছে।

আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এ জাহেলিয়াত সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং কতিপয় মানুষকে মানুষের জন্য রব-এর মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুবাদী শক্তিগুলি তাদের স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক প্রভুদেরকে উক্ত আসনে বসিয়েছে। ধর্মীয় শক্তিগুলিও স্ব স্ব ধর্ম নেতাদেরকে নামে বেনামে উক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকটে শরীয়তের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে কখনও জাল হাদীছ শুনানো হচ্ছে। কখনোবা কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনোবা মাযহাবী স্বার্থে স্পষ্ট ছহীহ গায়র মানসূখ হাদীছকে 'মানসূখ' বা 'হুকুম রহিত' ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যেকোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। এদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দল গুলিও প্রচলিত মাযহাবী তাকলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জাহেলী চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এরাও অহি-র বিধানের উপরে অধিকাশের লালিত মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় আইন রচনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে। অথচ এটাই সত্য যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকাতেই সম্ভব। পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে কখনোই নয়।

সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যে তিনটি বিষয় দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে তিনটি হাতিয়ার এদেশে মওজুদ আছে কি-না এবং মওজুদ থাকলে তা বাস্তবায়নে বাধা কোথায়- এক্ষণে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বাধা কোথায়?

(১) প্রথম হাতিয়ার পবিত্র কুরআন বাংলাদেশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অবস্থান করছে। কিন্তু তার দ্বারা বাস্তবে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য যে, তা আছে ঘরের তাকে গেলাফে মোড়ানো কিংবা হাফেযদের স্মৃতিতে বা বক্তাদের মুখে মুখে। নেই কোন গবেষণাকেন্দ্রে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শ্রেষ্ঠ গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে। নেই সর্বোচ্চ সমাদরের মাধ্যমে তার মধ্য হ'তে মুক্তা আহরণের কোন আন্তরিক ও সম্যক প্রচেষ্টা। ফলে অভ্রান্ত আদর্শ সম্বলিত আল-কুরআন এদেশের মুসলিম জীবনের বিস্তীর্ণ বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয়েছে।

(২) আক্বীদায় বিপ্লব আনা। এদেশের মানুষ নিঃসন্দেহে তাওহীদ বাদী। কিন্তু সে তাওহীদ আজ মক্কার উম্মীদের ন্যায় অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতী প্রথার হাতে বন্দী। আজ ধর্মের নামে কবরপূজা চলছে, যা প্রকাশ্য শিরক। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নেক আমল বাদ দিয়ে অন্য এক মৃত মানুষকে অসীলা বা মাধ্যম ধরা হচ্ছে। ফলে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য কেবল মুখের কথায় পরিণত হয়েছে। সমস্ত ভক্তির অর্ঘ অসীলা রূপী মাধ্যমরাই পেয়ে যাচ্ছে। আমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। মানুষের স্বাধীন উন্নত ললাট আর এক মৃত মানুষের নিকটে লুটিয়ে পড়ছে। নূহ (আঃ)-এর সময় থেকেই এ শিরক সমাজে শিকড় গেড়ে আছে। যার বিরুদ্ধে সকল নবী উত্থান

http://islaminonesite.wordpress.com

করেছেন। ইসলামকে ধর্ম ও রাজনীতি, হকীকত ও তরীকত, শরীয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবে উপস্থাপন করার বিদ'আতী রীতি চালু করা ও মুখে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা স্বীকার করে বাস্তবে তাকে ঠুটো-অকর্মা বানিয়ে রাখার আত্মঘাতি কর্মপন্থা অনুসরণ করা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি হ'তে শুরু করে বস্তিবাসী পর্যন্ত সকলের নিয়মিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত শরীয়তকে পরিত্যাগ করে নিজেদের রচিত বিধান দিয়ে দেশ ও সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। ধর্মীয় কাজে আল্লাহ্র আইন ও বৈষয়িক কাজে মানুষের আইন- এই দ্বিমুখী শেরেকী রীতি ও আক্বীদা থেকে আমরা মুক্ত হ'তে পারিনি। ফলে তাওহীদের স্বচ্ছ সলিলে শিরকের নোংরা পানি মিশ্রিত হ'য়ে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সর্বযুগের সকল নবী মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল প্রকারের আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করার আহবান জানিয়েছিলেন। কেউ তা মেনে নিয়ে মুমিন হয়েছিল। কেউ না মেনে মুশরিক হয়েছিল। আমরা মেনে নিয়েই মুসলিম হয়েছি। কিন্তু আরবীয় মুশরিকদের মত আমরাও বৈষয়িক জীবন থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করেছি। ফলে শেরেকী আক্বীদা থেকে আমরা আমাদের চিন্তা জগতকে পরিচ্ছন্ন করতে পারিনি। মানুষের আক্বীদাকে উক্ত শেরেকী চিন্তাধারা হ'তে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে নিবৃত্ত করার জন্য বিদ'আতী আলেমরা 'তাযকিয়ায়ে নফ্স'-এর নামে ছয় লতীফার যিকর চালু করেছে। দিনরাত 'ক্বলব' ছাফ করার অযৌক্তিক কসরতের মাধ্যমে তারা ধর্মের নামে ধোকা দিয়ে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার পথ পরিষ্কার করছে। অথচ নবী ও ছাহাবীদের জীবন কেটেছে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের রুদ্র কষাঘাতে, বিরোধীদের অমানুষিক অত্যাচারের দুর্বহ ক্লেশের মাঝে, হিজরত ও জিহাদের কাঁটা বিছানো খুনরাঙ্গা পথে।

ফলে তাওহীদ আমাদের কাছে থাকলেও তা শিরক মিশ্রিত হওয়ার কারণে তা সমাজ পরিবর্তনে কোনরূপ বাস্তব ফল আনয়নে সক্ষম হচ্ছে না।

(৩) সমাজ বিপ্লবের তৃতীয় হাতিয়ার হ'ল কিতাব ও সুন্নাহ্র শিক্ষা বিস্তার ও তার অনুসরণ করা। বাংলাদেশে এটা কমবেশী চালু আছে। কিন্তু সেটা ধর্মীয় শিক্ষা নামেই প্রচলিত। এছাড়া সাধারণ শিক্ষা নামে বৃটিশ আমল থেকে পৃথক ভাবে আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে চালু আছে। ১৯৩৬ সালে লর্ড মেকলে এই দ্বিমুখী শিক্ষা সিলেবাস চালু করেন। এটা ছিল ইসলামকে অপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণিত করার একটি সুক্ষ্ম বিজাতীয় কৌশল। ইংরেজদের এই কুট কৌশলের শিকার হিসাবে আমরা আজও মার খাচ্ছি। দেশে দ্বিমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত দু'ধরণের মানুষ পরস্পরে বিদ্বেষ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ দ্বন্দ্ব আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে সর্বদা বিষাক্ত করে রেখেছে। বৃটিশ বেনিয়ারা মূলতঃ এটাই চেয়েছিল।

অতঃপর কিতাব ও সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শিক্ষার নামে এদেশে যতটুকু চালু আছে, তা আছে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবী শিক্ষা। বিগত ও আধুনিক যুগের কিছু মাযহাবী আলেমের রচিত কিছু ফিক্হ গ্রন্থ এবং তাদের রচিত তাফসীর গ্রন্থ ও মাযহাবী ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রন্থ -যা আপোষ মতভেদ ও ইখতিলাফী মাসায়েলে ভরপুর। যা পড়ে পাঠকের মনে এটাই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ইসলাম একটা বিরোধপূর্ণ ধর্ম। এতে আছে কেবল আলেমে-আলেমে ও মাযহাবে মাযহাবে ঝগড়া আর মতবিরোধ। যে সম্বন্ধে অনেক আগেই আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'দীনে কাফির ফিক্র ও তাদবীর ও জিহাদ; দীনে মোল্লা ফী সাবীলিল্লাহ ফাসাদ'। তাই ঐসব ফিক্হ পড়ে 'সব সমস্যার সমাধান, আল-কুরআন, আল-কুরআন'। একথার বাস্তবতা বুঝানো যেকোন শিক্ষিত লোকের জন্য বড়ই কঠিন। অথচ সকল সমস্যায় কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়াই হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশ (নিসা ৫৯) এবং এটাই হ'ল বিরোধ নিরসনের ও ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায়।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এক্ষণে আমাদের করণীয় কি, সে বিষয়ে আসুন কিছুক্ষণ মনোনিবেশ করি।-

করণীয়ঃ

১. অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস হিসাবে আল্লাহ প্রেরিত অহি-কে মেনে নিতে হবে ও তদনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে হবে।

২. তাওহীদকে শিরক বিমুক্ত করতে হবে। নফ্সকে দ্বিমুখী ভালোবাসা থেকে পরিশুদ্ধ করে কেবলমাত্র আল্লাহ মুখী করতে হবে। ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্র নিকট থেকেই সমাধান নিতে হবে।

৩. অহি-ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কুরআন ও হাদীছের গবেষণাগার কায়েম করতে হবে ও সেখান থেকে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব সংগ্রহ করতে হবে।

৪. অহি-র বিধানকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দানের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ একদল নেতা ও কর্মী তৈরী করতে হবে, যারা স্ব স্ব জীবনে তা কায়েম করবেন।

৫. কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে উক্ত দাওয়াতকে গণ আন্দোলনে রূপদান করতে হবে। অতঃপর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা কায়েম করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এভাবেই সামাজিক বিপ্লব সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনকে অহি-র বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

ইসলাম বিশ্বজয়ী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن المقداد أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يقولُ : لا يَبْقَى على ظَهْرِ الأرضِ بيتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإسْلامِ بعزِّ عَزِيْزٍ و ذُلِّ ذَلِيْلٍ، إما يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أهْلِهَا أوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ : فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلهِ

رواه أحمد باسناد صحيح -

১. অনুবাদঃ হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। আল্লাহ যাঁদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দিবেন। পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে অসম্মানিত করবেন, তারা (কর দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে।' রাবী মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে আমি বললাম) 'তখন তো তাহ'লে গোটা দ্বীন আল্লাহ্র হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয়ী হবে)। -আহমাদ, সনদ ছহীহ; আলবানী, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৪২। আহমাদ, তাবারাণী কাবীর, হাকেম ও বায়হাক্বী হাদীছটি 'মরফু' সূত্রে তামীম দারী (রাঃ) হ'তেও বর্ণনা করেছেন।- মির'আত ১/৬৯ পৃঃ।

২. রাবীর পরিচয়ঃ

মিক্বদাদ বিনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী বলে প্রসিদ্ধ ইসলামের এই ৬ষ্ঠ তম মহান ছাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপঃ

নাম মিক্বদাদ বিন আমর বিন ছা'লাবাহ বিন মালিক বিন রাবী'আহ বিন আমির বিন মাত্বরূদ আল-বুহরানী আল-হাযরামী। ইবনুল কাল্বী বলেন যে, তাঁর পিতা আমর স্বীয় গোত্রের লোকদের নিকটে প্রহৃত হ'য়ে রক্তাক্ত হ'লে হাযারামাউত চলে যান ও কিনদাহ্র সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেখানে তিনি বিবাহ করেন ও মিক্বদাদের জন্ম হয়। মিক্বদাদ বড় হ'লে সেখানে একজনের দ্বারা প্রহৃত হয়ে পায়ে তরবারির আঘাতে আহত হন ও মক্কায় পলায়ন করেন। সেখানে তিনি আসওয়াদ বিন আব্দ ইয়াগূছ-এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ও তিনি মিক্বদাদকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে 'মিক্বদাদ বিনুল আসওয়াদ' নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হন। পরে নিজ পিতার নামে ডাকার নির্দেশ জারি করে সূরায়ে আহযাবের ৫ম আয়াত (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ) নাযিল হ'লে তিনি 'মিক্বদাদ বিন আমর' বলে পরিচিত হন। কিন্তু পূর্ব নামের প্রসিদ্ধি এত বেশী ছিল যে, ঐ নামেই লোকে তাকে বেশী চিন্ত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বীয় চাচাতো বোন যুবা'আহ বিনতে যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব-এর সাথে বিবাহ দেন।

তিনি আবিসিনিয়া ও মদীনা দু'স্থানেই হিজরত করার গৌরবের অধিকারী বদরী ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে শরীক হন। তিনিই ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ্র রাহে প্রথম ও একমাত্র ঘোড় সওয়ার সৈনিক হিসাবে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إن الله عز و جل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي و المقداد و أبو ذرّ و سلمان-

'আল্লাহ আমাকে চারজনকে (বিশেষভাবে) ভালোবাসার নির্দেশ দান করেছেন এবং তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তারা হলেনঃ আলী, মিক্বদাদ, আবু যর ও সালমান ফারসী'।[১] তিনি মিসর বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৩৩ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে তিনি মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'জুরুফ' (جرف) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন ও সেখান থেকে লোকেরা তাঁর লাশ কাঁধে বহন করে মদীনায় আনে। খলিফা ওছমান গণী (রাঃ) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। 'বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ৪২টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ও তিনটি মুসলিম এককভাবে সংকলন করেছেন। হযরত আলী, আনাস, আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা প্রমুখ ছাহাবী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২]

৩. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছটি ইসলামের বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে এবং এটিকে পবিত্র কুরআনের সূরায়ে ছফ-এর ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক হাদীছ বিশারদ পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন।[৩] উক্ত আয়াতে আল্লাহ

---

১. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান।

২. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ জীবনী সংখ্যা ৮১৭৮ (কায়রোঃ মাকতাবা কুল্লিয়াত, ১ম সংস্করণ ১৩৯৬/১৯৭৬ আল-ইস্তি'আব সহ) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৩-৭৪; ইবনু সা'দ, তাবাক্বাতুল কুবরা (বৈরুতঃ দার ছাদির ১৪০৫/১৯৮৫) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬২-৬৩; ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ (লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮০/১৯৬১) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮, হাদীছ সংখ্যা ৪২ -এর টীকা অবলম্বনে।

বলেন,

هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (الصف ٩)-

তিনি সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটাকে অপসন্দ করে' (ছফ ৯)। অনেকেই বলেন যে, এই আয়াতের মর্মার্থ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন বা পরবর্তী নেককার খলীফাগণের আমলে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং তাঁদের মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল মুজাহিদ বান্দাদের মাধ্যমে উক্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হ'তে থাকবে এবং এক সময় ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পরে বিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন কায়েমের মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণভাবে কার্যকর হবে।[৪] নিম্নোক্ত হাদীছটি এব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করে। যেমন 'একদা আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে রাসূল! আপনার আগমনের মাধ্যমে আমি মনে করি সূরায়ে ছফ-এর ৯ নং আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ 'নিশ্চয়ই তার কিয়দংশ ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন'- মুসলিম প্রভৃতি। (খ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল পারসিক রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এবং রোমক রাজধানী রোম- এদু'টি প্রধান রাজধানী শহরের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম মুসলমানেরা জয় করবে? তিনি তাঁর নিকটে লিখিতভাবে সংরক্ষিত একখানা হাদীছ সংকলন বের করে তা পড়ে বল্লেনঃ হেরাক্লিয়াসের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল প্রথমে বিজিত হবে'।[৫] রাসূলের এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রথমে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার হাতে ৪৯ বা ৫১ হিজরীতে[৬] এবং পরবর্তীতে ওছমানীয় খেলাফত কালে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (১৪৫১-৮১ খৃঃ) -এর মাধ্যমে প্রায় ৮০০ বছর পরে পূর্ণতা লাভ করে, যা ওছমানীয় খেলাফতের রাজধানী ছিল এবং বর্তমানে তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরী হিসাবে পরিচিত। ২য় ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ইতালীর রাজধানী রোম সহ সমগ্র ইউরোপ ইনশাআল্লাহ সত্বর বিজিত হবে।

(গ) অন্য হাদীছে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে-

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة علي منهاج النبوة ثم سكت رواه أحمد باسناد صحيح-

'তোমাদের মধ্যে (১) নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন (২) এরপরে নবুঅতের তরীকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা সেটা রেখে দিবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন (৩) অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে রেখে দিবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন (৪) অতঃপর জবর দখলকারী শাসকদের যুগ শুরু হবে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে রেখে দিবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন (৫) এরপরে নবুঅতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পর্যন্ত বলে আল্লাহ্‌র রসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন'।[৭]

১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে নবুঅতের যুগ শেষ হয়। অতঃপর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফতে রাশেদাহ্‌র ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়।[৮] এরপরে উমাইয়া ও আব্বাসীয় ও তৎপরবর্তীদের মাধ্যমে অত্যাচারী রাজাদের যুগ শেষ হয়। অতঃপর বর্তমানে অধিকাংশ দেশে নামে বেনামে জবর দখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার সবকিছুই এযুগে শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্র দ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও দলতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে, পূর্ণাংগ সামাজিক বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়। সে হ'ল ইসলাম। আল-হেরা ও আল-মদীনার ইসলাম, আল-কিতাব ও আল-হাদীছের ইসলাম, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র ইলাহী জীবন বিধান। এক্ষণে চাই আদর্শবান ও আদর্শের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল মানুষ- একটি জামা'আত।।

৩. মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা, তাবি) ১/১১৬; মির'আত ১/৬৮; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) হাদীছ সংখ্যা-১, ১/৬ পৃঃ।
৪, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩, ৫৪৫৪।
৫. আহমাদ, দারেমী, হাকেম; সনদ ছহীহ।
৬. ফৎহুলবারী ৬/১২০-২১; আল-বিদায়াহ ৮/১৫৩ পৃঃ।
৭. আহমাদ ৪/২৭৩; সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হাদীছ সংখ্যা-৫ ; মিশকাত রিক্বাক্ব অধ্যায়, হা/৫৩৭৮।
৮. আবুদাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ প্রভৃতি; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
*অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যদি মনে চায় তাহ'লে পড় (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) 'রাসূল পাঠানোর আগে আমরা কাউকে আযাব দেইনা'। এ হাদীছে (আয়াতে) স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেল যে, রাব্বুল আলামীন যাঁর নামটি অতি বরকতময়, তিনি রেসালাতের দাওয়াত না পৌঁছা পর্যন্ত এবং দলীল কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা পাকড়াও করেন না।

এই হাদীছের উপর কেউ প্রশ্ন তুলে বলেছেন যে, আখেরাত তো বদলা ও হিসাবের জায়গা। ওটাতো কোন আমল ও পরীক্ষার জায়গা নয়। তাহ'লে তাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে আমল করার নির্দেশ দেয়া হবে কেমন করে বা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে শায়খুল ইসলাম (ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ) বলেন যে, বদলার স্থানে অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর তার আমল বন্ধ হবে। কবরে তো তারা পরীক্ষা ও প্রশ্নের বা ফিৎনার সম্মুখীন হবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে "من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি ছিল? এবং তোমার নবী কে ছিলেন? এমনি করে ক্বিয়ামতের মাঠে বলা হবে, প্রত্যেকটি গোত্র যে যার ইবাদত করতে তার অনুসরণ কর। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, আমল তখনই বন্ধ হবে যখন দারুল জাযায় বদলা গ্রহণ করা হবে এবং তার পূর্বে পরীক্ষা ও মুছীবত হবে। আর এভাবেই হাফেয ইবনে হাজার ও অন্যান্যরা উত্তর দিয়েছেন।

আমরা যে মতটি গ্রহণ করেছি সেটিই সঠিক, অন্য মত গুলো নয়। এর জন্য মযবুত ও অকাট্য প্রমাণ হ'ল উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) আবু জাহাম বিন হোযায়ফাকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন, সেখানে একজন লোক তার যাকাতের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হ'ল এবং ঝগড়া আরম্ভ করল। আবু জাহাম মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। এতে সে নিহত হ'ল।

তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে প্রতিশোধ (ক্বিছাছ) দাবি করল। নবী করীম (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা এই পরিমাণ (মাল) নিয়ে দাবি প্রত্যাহার কর। তারা রাযী হ'ল না। তিনি বললেন, তোমরা এই পরিমাণ নাও। তাতেও তারা রাযী হ'ল না। তিনি বললেন, তোমরা এই পরিমাণ নাও। তখন তারা রাযী হয়ে গেল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আজকে সন্ধ্যার পর জনগণের সামনে বক্তব্য রাখব এবং তোমাদের রাযী হওয়ার খবরটি জানিয়ে দেব? তারা বলল, হাঁ (আমাদের কোন আপত্তি নেই)। নবী করীম (ছাঃ) বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'লায়ছ' গোত্রের লোকেরা এসে আমার নিকট হ'তে ক্বিছাছ দাবী করেছিল। আমি তাদেরকে এই পরিমাণ (মাল) দিতে চাইলে তারা এই ফিদইয়াতে রাযী হয়েছে। এতে কি তোমরা রাযী আছ? তারা (লায়েছ গোত্রের লোকেরা) বলল, না। মুহাজিরগণ তাদেরকে কতল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন (কারণ তারা নবী (ছাঃ)-এর কথাকে অস্বীকার করেছে, কাজেই তারা হত্যা যোগ্য)। রাসূলে করীম (ছাঃ) মুহাজিরদের নিবৃত্ত হ'তে বললেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুনরায় ডাকলেন এবং আরো কিছু বেশী দিতে চেয়ে বললেন, এবার রাযী আছ? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি লোকদেরকে সম্বোধন করে জানিয়ে দিব যে, তোমরা রাযী হয়েছ। তারা বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) এ সংবাদ ঐ গোত্রের লোকদেরকে জানিয়ে বললেন, তোমরা কি এতে রাযী আছ? তারা বলল, হ্যাঁ।

আবু মুহাম্মদ বিন হাযাম বলেন যে, এই হাদীছে জাহিলদের ওযর (গ্রহণযোগ্য) প্রমাণিত হয়েছে। আর এখানে এও জানা গেল যে, জাহিলের অজ্ঞতার কারণে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন আলেম জেন শুনে এধরনের আচরণ করে, তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ ঐ লায়ছ গোত্রের লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছিল (যার কারণে মুহাজিরগণ তাদেরকে কতল করতে উদ্যত হয়েছিলেন)। আর এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে ও তাদের নিভৃত পল্লীতে থাকায় সামাজিকতা না জানার কারণে তাদের এই অজ্ঞতাকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করা হয়নি।

এধরণের হাদীছ অনেক আছে। যেমন- হযরত মু'আযের নবী করীম (ছাঃ)-কে সিজদা করা, যখন তিনি শাম থেকে ফিরে আসলেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম একবার রাসূলে পাক (ছাঃ)-এর নিকট 'যাতে আনওয়াত' চাইলেন, যাতে তারা তার নিকট ('যাতে আনওয়াত' এর নিকট) দণ্ডায়মান

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে এবং যেমন করে মুশরেকেরা এর দ্বারা বরকত হাছিল করে থাকে তেমনিভাবে তারাও করবে। এধরনের আরো হাদীছ আছে। এসব সত্ত্বেও নবী করীম (ছাঃ) হযরত মু'আযকে কাফের বলেননি এবং লায়ছ গোত্রের লোকদেরকেও কাফের বলেননি, যেমন 'যাতে আনওয়াত' তলবকারীদেরকে কাফের বলেননি। এতে বুঝা গেল যে, অজ্ঞদের অজ্ঞতাকে ওযর হিসাবে মেনে নিতে হবে যতক্ষণ না তাদের নিকট দলীল প্রমাণ পৌঁছে যায়। কারণ তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের লোক এবং তারা মানুষদের মধ্যে উত্তম মানুষ ছিলেন। যদি রাসূলের যুগের লোকদের এই অবস্থা হয়, তাহ'লে অন্যদের ব্যাপারে আমরা কি ধারণা রাখতে পারি? যখন অজ্ঞতা বেড়ে গেছে এবং নবী (ছাঃ)-এর যুগ অনেক দূরে পড়ে গেছে। ইমাম শাওকানী বলেছেন যে, (অজ্ঞতা বশতঃ) হযরত মু'আয নবী করীম (ছাঃ)-কে সিজদা করাটাই এবিষয়ের উপর দলীল যে, কোন জাহিল যদি তার জেহালতের কারণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে, তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না।

হাফেয ইবনে হযম বলেন, এ কারণে যদি কোন মূর্খ নির্দিষ্ট কোন লোককে আল্লাহ বলে অথবা মনে করে যে, আল্লাহ তাঁর কোন মাখলুক বা সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশ করে আছেন, অথবা সে মনে করে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পর ঈসা বিন মরিয়ম বাদে আরো কোন নবী হবে, তাহ'লে তার কুফরীর ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কারণ সবার নিকট এ বিষয়ে সমস্ত দলীল পৌঁছে গেছে। অসম্ভব হলেও যদি মনে করা হয় যে, এধরনের আক্বীদার লোক আছে যার নিকট এগুলোর (কোন মানুষকে আল্লাহ বলা, বা আল্লাহ অমুক বস্তু বা সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে আছেন, অথবা হযরত ঈসা ছাড়া নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও কোন নবী হ'তে পারে) বিরুদ্ধে কোন দলীল পৌঁছেনি তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না।

উত্তম কথা যা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেছেন যে, এই কথা বলা (সরাসরি) কুফরী। যেমন- ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জকে অস্বীকার করা, যেনা, মদ, জুয়া ও মুহরামদের বিবাহ করাকে হালাল মনে করা ইত্যাদি। এধরনের কথা যদি কখনও একারণে হয় যে, তার নিকটে কোন দলীল পৌঁছেনি। যেমন- সে নতুন মুসলমান অথবা সে নিভৃত পল্লীতে বসবাস করার কারণে ইসলামের কোন হুকুম-আহকাম তার নিকট পৌঁছেনি, এই ধরণের লোক যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা না জানার কারণে যদি তা অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না।

(চলবে)

আল-হেরাঃ শুধু পর্বতের নামই নয়

-সাইমুম ইসলাম

ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন চিন্তাশীল মস্তিষ্কে একটি সুপরিচিত নাম 'আল-হেরা'। এটি একটি পর্বতের নাম। আরব উপদ্বীপের সঊদী আরব নামক রাষ্ট্রের মক্কা নগরীর সন্নিকটস্থ একটি পর্বতের নাম 'হেরা'।

'আল-হেরা' একটি বিশেষ্যবোধক শব্দ। কিন্তু আরবীতে চার অক্ষরের এই শব্দটির রয়েছে বহু বিশেষত্ব। যেমনঃ

(১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুসলিম জাতির পিতা। কারণ আল-কুরআনে রয়েছে 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরা-হীমা হুয়া সাম্মা-কুমুল মুসলিমীন' অর্থাৎ-'পিতা ইব্রাহীম (আঃ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান'। তাঁরই সদ্য প্রসূত শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে স্নান ও পান করানোর উদ্দেশ্যে সহধর্মিনী বিবি হাজেরা কর্তৃক 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতে আরোহন-অবরোহনে মুসলিম জাতির হাজীদের জন্য সুন্নাত অবধারিত হয়েছে 'সাঈ' করা। 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতের চেয়ে 'হেরা' পর্বতের গুরুত্ব এদিক দিয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে, সকল নবী ও রাসূলের সর্দার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং চল্লিশ বৎসর রয়েছে এখানেই নবুঅত লাভ করেন।

(২) ইসলামের প্রথম ফরয জ্ঞানার্জন করা। জ্ঞানার্জনের যে নির্দেশ 'ইক্বরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব, খালাক্বাল ইনসা-না মিন 'আলাক্ব' এই নির্দেশ 'আল-হেরা'তেই নাযিল হয়। যেখানে পড়ার নির্দেশ নাযিল হয়েছে ইসলাম প্রিয় যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সেই স্থানটি অধিক পবিত্রতার ও গুরুত্বের দাবী রাখে। মুসলিম হিসাবে 'আল-হেরা'কে স্মরণ করে আমরা জ্ঞানার্জনের স্পৃহা পাই।

(৩) 'আল-হেরা' এমন একটি স্থান, যেখানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে অহি নাযিল হয়। তাই অহি-র বিধান বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক মুমিনের নিকটে 'আল-হেরা' একটি স্মরণীয় ও বরণীয় নাম।

(৪) মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সময় যৌবনকাল। এসময়ে মানুষ মানুষের সংস্পর্শে থাকতে খুব ভালবাসে। কিন্তু এ বয়সে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিরিবিলি পরিবেশে একাকী থাকতে ভালবাসলেন জনমানবশূন্য একটি স্থানে, সেই স্থানটিই হল 'হেরা' পর্বত গুহা।

(৫) যারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যথার্থ ভালবেসে ঈমানদার হ'তে চায়, তারা তাদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম 'আল-হেরা' রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। 'আল-হেরা' নামটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই মানায় বেশী।

(৬) ইসলামে 'হক' বা সত্য সম্পর্কে বলা আছে-'ওয়া কুলিল হাক্কু মির-রাব্বিকুম, ফামান শা-আ ফাল ইউমিন, ওয়ামান শা-আ ফাল ইয়াকফুর, ইন্না আ'তাদনা লিয যোয়ালিমীনা নারা' অর্থাৎ 'হক আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে চায় সেটা গ্রহণ করুক, যে চায় সেটা অস্বীকার করুক। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে

http://islaminonesite.wordpress.com

রেখেছেন' (কাহাফ ২৯)।

আধুনিক যুগের বহু দার্শনিক যেমন হকের বা সত্যের উৎসস্থল হিসাবে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিচারবাদের ন্যায় বহু মতবাদের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মুসলিম দার্শনিকগণও বিশেষ করে হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাবে ভূষিত আল্লামা ইমাম গায্যালী (রঃ) বলেন, সত্য হলো অহি। অহি ব্যতীত আর কিছুই সত্য হ'তে পারে না।

এবার যদি আমরা বিবেচনা করি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে অহি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসেছিল, তার প্রথম অবতরণস্থল কোথায়? নিশ্চয় বলবেন, 'হেরা' গুহায়। অতএব হক বা সত্যের সাথে 'আল-হেরার' একটা গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মিথ্যাবাদীদের নিকট সেটা গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন নাও করতে পারে।

তাইতো 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর একটি পরিচিতি মূলক ইসলামী জাগরনী হল-

'আল-হেরা'র আলোকছটা পড়িল ধরায়।
নিখিল ভুবন আলোকিত, আলোক ইশারায়
জ্ঞানের উৎস আল-হেরা, ধ্যানের উৎস আল-হেরা
আল-হেরা তোমাকে চায়, হাটি হাটি পায়
খুঁজিয়া বেড়ায়, আল-হেরা। ঐ
সেই থেকে শুরু হয় জ্ঞান প্রভাব
সৃষ্টি করে রাসূলের ধৈর্যস্বভাব
বিশ্ববাসীর অহি-র জ্ঞান, পূর্ণ আছে আল-কুরআন
এর আলোকে তুমি জীবন গড়
গড় আল্লাহ্র নামে জীবন গড়। ঐ
চমকে উঠে আল-হেরা আতংকে
গায়েবী সালাম হয় আশংকে
সামনে দেখে সেই সে লোক
ভয়ে পায় আত্মা লোপ
বলে মুহাম্মাদ তুমি পড়
পড়, আল্লাহ্র নামে তুমি পড়।

(৭) মানবীয় জ্ঞানে পরিচালিত এই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই অশান্তি লেগে আছে। শুধু কি অশান্তি? সার্বিক বিবেচনায় এ বিশ্বের কিছু কিছু দেশে এখন নারকীয় তান্ডব অবিরত। জাহেলী যুগের চেয়েও যা অধঃপতিত। নষ্ট উড়োজাহায কিংবা নষ্ট ঘড়ি মেরামত করতে যেমন তার প্রস্তুতকারক (Maker) প্রয়োজন। তেমনি এই নষ্ট সমাজকে সংস্কার করার জন্য মানুষের স্রষ্টা (Creator) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আগত 'অহি-র বিধান' প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অহি-র বিধানের অবতরণ স্থল হিসাবে 'হেরা' পর্বতের একটি বিশেষণ রয়েছে। যেমন- তাজমহলের বিশেষণে আগ্রা বিশেষিত।

(৮) 'আল-হেরা'কে শুধু একটি গুহা হিসাবে মূল্যায়ন করা এদিক দিয়ে যথেষ্ট নয় যে, এটি সত্য ও ইসলামী শিক্ষার উৎসস্থল। এই গুহাই ইসলামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। জগত-জীবন ও মানুষের পরিচয় উন্মোচন করার দীক্ষা কেন্দ্র। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি রহস্যকে উপলব্ধি করার মূল কেন্দ্র হিসাবে 'আল-হেরা' ইতিহাসের পাতার জ্ঞানী সম্প্রদায়ের কদর ও সম্মানদানে পরিপাটিতা অর্জন করেছে। সেখানে এই ইংগিতও দেয়া হয়েছে যে, যে লেখাপড়া মানুষকে তার প্রভু থেকে বিরত রাখে, সে লেখাপড়া প্রকৃত মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। আর তাই নাস্তিক পণ্ডিতরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 'আল-হেরা' তাই ডাক দিয়ে যায় ওহে দুনিয়ার জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমাদের জ্ঞান যদি আল্লাহ্র রাহে সমর্পিত না হয়, তবে এই জ্ঞানই তোমাদেরক ধ্বংস করবে।

(৯) জ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করে সূরা আলাকের প্রথমোক্ত আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- তুমি যতই জ্ঞানের অধিকারী হওনা কেন তুমি যে অপবিত্র পানি হ'তে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিতে তোমার কোন হাত নেই, একথা খেয়াল রেখে লোক সামাজে বিচরণ কর।

(১০) জ্ঞানের গর্ভস্থান হিসাবে 'আল-হেরা'কে যদি মায়ের সাথে কল্পনা করা যায়, তবে জ্ঞানীরা হবেন তার সন্তান। সন্তানের উচিৎ জ্ঞান গরিমা না দেখিয়ে, 'হেরা'র প্রতি নমনীয় থাকা, তার প্রতি সুসন্তান সুলভ আচরণ করা। এ পৃথিবীতে মায়ের কদর এতটুকুও কমে না, যদি সন্তান সুখ্যাতির উচ্চশিখরেও আরোহণ করে। অতএব রশ্মি যতই আলোকময় হৌক না কেন, উৎসস্থলকে অবমাননা, অস্বীকার কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

(১১) অহি নাযিলের জন্য আল্লাহ্র পসন্দনীয় স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও এটি একটি গোপন স্থান। যেখানে বজায় ছিল কলহমুক্ত পরিবেশ। গোপন বলেও এটির বিশেষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ মানুষের এত যে সংগ্রাম, এত যে অন্তহীন হৈচৈ সবই অর্থের জন্য। আর অর্থ তৈরীর জন্য টাকশালের পরিবেশ হ'তে হয় নীরব। অতএব টাকশালের স্থান অনেকের জানা না থাকলেও এটির কিন্তু স্থানগত একটা মূল্য আছে। অর্থগত দিক দিয়ে টাকশালের স্থানটি যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, জ্ঞানগত দিক দিয়ে 'আল-হেরা'র মর্যাদা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

যবনিকাঃ

'আল-হেরা' বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল-এই যে, নামটি ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি যেন মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রমশঃই মুছে যাচ্ছে। অনেকের দুরভিসন্ধি কেটে যাক এ লেখায়। ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি প্রাণে উৎসারিত হৌক 'আল-হেরা'র প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্র অহি-র প্রথম অবতরণস্থল হিসাবে যথাযথ মর্যাদায় আসীন হৌক-'আলহেরা'। সংকীর্ণমনা হৃদয় গুলি প্রশস্ত হৌক 'আল-হেরা'র জ্ঞানরশ্মিতে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত ঐশী আলোকবর্তিকার সন্ধানে খুঁজে পাক 'আল-হেরা'র প্রকৃত পরিচয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

অসীলা

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*

অসীলার সংজ্ঞাঃ

'অসীলা' (وسيلة) শব্দের আভিধানিক অর্থঃ القربة। অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করা।[১] শারঈ পরিভাষায় 'অসীলা' হচ্ছে- ভাল কাজের মাধ্যমে প্রভুর নৈকট্য অর্জন করা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ। 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় জলীলুল ক্বদর ছাহাবী হযরত ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, "تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه" 'আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে'। অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।[৩]

অসীলার প্রকারভেদঃ

অসীলা তিন প্রকার। যেমন-

(১) শরীয়ত সম্মত অসীলা (توسل مشروع)

(২) নিষিদ্ধ অসীলা (توسل غير مشروع)

(৩) বিদ'আতী অসীলা (توسل بدعى)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

(১) শরীয়ত সম্মত অসীলা হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্র নাম সমূহের, তাঁর গুণাবলীর এবং নেক আমলের অসীলা। আর এটি আমাদের সকলের একান্ত কাম্য।

আল্লাহ বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আর উত্তম নামসমূহ আল্লাহর-ই জন্য, সুতরাং তোমরা সেই নামে তাঁকে ডাক।[৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার যত নাম আছে তার প্রত্যেকটির মাধ্যমে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। যে ছাহাবী বা যিনি বেহেশতে নবী (ছাঃ)-এর সাহচর্যের আশা ব্যক্ত করেছিলেন, তাকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি তোমার মনস্কামনা পূরণের জন্য অধিক সিজদা অর্থাৎ অধিক ছালাতকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করবে (মসুলিম)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সৎ আমলের দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত। এর প্রমাণে গুহাবাসীদের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা বিপদগ্রস্থ হয়ে তাদের সৎ আমলের অসীলা গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেই সৎ আমলের অসীলায় বিপদ মুক্ত করেছিলেন।[৫]

(২) নিষিদ্ধ অসীলাঃ মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করতঃ তাদের নিকট দু'আ, শাফা'আত এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নিকট গিয়ে কিছু চাওয়া। এ জাতীয় অসীলা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ ধরণের অসীলা মারাত্মক শিরক। অথচ বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশের নামধারী মুসলমানেরা বড় বড় খানকা ও মাযারে গিয়ে তথাকথিত পীর, অলী, দরবেশ ও বুযর্গদের কাছে নযর-নেওয়ায পেশ করে তাদের কাছে রোগমুক্তি, সন্তান লাভ, পাপ মোচন, চাকুরীর পদোন্নাতি ও ভোটে জয়লাভ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকে, যা "شرك أكبر" বা বড় শিরক্। আর এই শিরককারীর এহেন পাপ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

যেমন- আল্লাহ বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ- 'আর (নির্দেশ হয়েছে) আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবেনা, যে তোমার ভাল করবেনা এবং মন্দও করবেনা। বস্তুতঃ তুমি যদি এরূপ কাজ কর, তাহ'লে তুমিও তখন যালেমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৬]

(৩) বিদ'আতী অসীলাঃ যেমন- কোন ব্যক্তি যদি বলে, হে প্রভু! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার অসীলায় আমাকে নিরাময় দান কর। এই ধরণের অসীলা মানা স্পষ্ট বিদ'আত। কেননা ছাহাবয়ে কেরাম কখনও এরূপ করেননি।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর অসীলায় আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টির আশা করেননি। বরং তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় ইসতিস্কা'র তথা পানি বর্ষণের দো'আ করেছিলেন।[৭]

---

* গ্রাজুয়েট, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সউদী আরব। শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১। ফাতহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড ৩৮ পৃঃ।
২। সূরা মায়েদা, ৩৫।
৩। তাফসীর ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড ৫ পৃঃ।
৪। সূরা আরাফ, ১৮০।
৫। এটি হাদীছের মর্মার্থ, যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। মিশকাত, দিল্লী ছাপা ৪২০ ও ৪২১ পৃঃ।
৬। সূরা ইউনুস, ১০৬।
৭। বুখারী।

http://islaminonesite.wordpress.com

রাসূল (ছাঃ) একজন ছাহাবীকে তাঁর শাফা'আত লাভের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন এই ভাবে- اللهم شفعه فىّ। 'হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে [মুহাম্মাদ (ছাঃ)]। আমার জন্য শাফা'আতকারী করে দিন।[৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন- انى اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا-

'আমি আমার দো''আকে ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত স্বরূপ সংরক্ষণ করে রেখেছি তাদের জন্য, যারা আমার উম্মতের মধ্যে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে।[৯]

জীবিত ব্যক্তির নিকটে সুপারিশঃ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি জীবিত লোকদের নিকট পার্থিব ব্যাপারে শাফা'আত বা সুপারিশ করতে পারি?

হ্যাঁ আমরা তা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, مَّنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا 'যে লোক সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক মন্দ কর্মের জন্য সুপারিশ করবে, সে তাঁর বোঝারও একটি অংশ পাবে।[১০]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اشفعوا تؤجروا 'উপযুক্ত পাত্রের জন্য সুপারিশ করে পুণ্য হাসিল কর'।[১১]

এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনা হ'তে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নিকট দো''আ ও তাঁকে ডাকতে কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা একবাক্যে বলব, না। আল্লাহ্‌র নিকট দো''আ করতে কিংবা তাঁকে ডাকতে কোন মৃত মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

'আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখন সে আমাকে ডাকে'।[১২]

এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إنكم تدعون قريبا وهو معكم

'তোমরাতো ডাকছ এমন এক নিকটতম সত্তাকে যিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন'।[১৩]

অনেকেই প্রশ্ন করেন, জীবিত ব্যক্তিদের নিকট দো'আ কামনা করা কি জায়েয? উত্তরে বলা যাবে হ্যাঁ, জায়েয। তবে মৃত ব্যক্তিদের নিকট নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং ক্ষমা প্রর্থনা করুন মুমিন নারী-পুরুষের জন্য'।[১৪]

তিরমিযীর ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে মাফ করার জন্য আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করুন!

উপরোল্লিখিত আলোচনা হ'তে আমরা বুঝতে পারি যে-

(১) সৎ কাজের মাধ্যমে বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকট অসীলা গ্রহণ করতে পারে।

(২) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে বা তাঁকে ডাকতে কোন মৃত মানুষের অসীলার প্রয়োজন নেই।

(৩) কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে ডাকা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নিকট কিছু কামনা করা চাই নবী, রাসূল, অলী, পীর, ফকীর, দরবেশ এক কথায় যে কেউ হোক না কেন এরূপ করা বড় ধরণের শিরক-যা অমার্জনীয়।

(৪) জীবিত লোকদের নিকট পার্থিব ব্যাপারে বা সুপারিশ কামনা করা শরীয়ত সম্মত।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শরীয়ত অনুযায়ী চলা ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

৮। তিরমিযী, সনদ হাসান-ছহীহ।
৯। মুসলিম।
১০। সূরা নিসা, ৮৫।
১১। আবু দাঊদ, হাদীছ ছহীহ।
১২। সূরা বাক্বারা, ১৮৬।
১৩। তিরমিযী, সনদ ছহীহ।
১৪। সূরা মুহাম্মাদ , ১৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসলামে নামের গুরুত্ব

*-গোলাম রহমান**

পরিচয়ের জন্য নামের উদ্ভব। অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর নামের প্রয়োজন হয়েছে সনাক্ত করণের তাকীদেই। আল্লাহপাক সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সমস্ত কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে-

– وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا 'তিনি আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন' (বাক্বারাহ ৩১)।

নামকরণের দ্বারা মানুষের আক্বীদা, চিন্তাধারা ও মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানুষের নামে থাকে তার জাতির নিশানা। আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, যায়েদ, খালেদ ইত্যাদি নাম বললেই আমরা বুঝতে পারি যে, এঁরা মুসলমান।

বর্তমানে মানুষ ছেলে-মেয়েদের এমন নাম রাখতে আরম্ভ করেছে, যার কোন দ্বীনী ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য নেই। হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও বৌদ্ধদের নামের সাথে তাল মিলিয়ে নামকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এমনও পরিবার আছে, যারা চিত্র তারকাদের নামে নাম রাখতে বেশী উৎসাহ বোধ করে। যেমন- ববিতা, কবিতা, শাবানা, কাজল, রোযিনা, সুচরিতা, সুস্মিতা, সুনীল মুহাম্মাদ, চমৎকার শেখ, বিষ্ণু মণ্ডল, মুল্লুক চাঁদ, পলক, চঞ্চল, চন্দন, গোপাল, ব্যাংগা, ঝন্টু, মিন্টু, পিন্টু, বিন্টু, রবিন, নিউটন, অনিকেতা, জরিনা, রুবিনা, জ্যোৎস্না, নিপা, নিনা, পপি, শেলী, চম্পা, সম্পা, টুম্পা, বকুল, মুকুল, তুতু, তুতুল, মিতুল, কচি, দুখে, পচা, বিউটি, বন্যা, স্বাধীন, নুপুর, ঝুমুর ইত্যাদি বহু অর্থহীন উদ্ভট নাম সমাজকে আকৃষ্ট করছে। এই সমস্ত অনৈসলামিক নামের বিপরীত ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর অর্থপূর্ণ নামের সন্ধান দান করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করনে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ প্রথম ও শেষ (দলের) সকলকে একত্রিত করবেন। তারপর সেদিন প্রত্যেক খেয়ানতকারী ব্যক্তির জন্য একটা করে পতাকা উত্তোলন করবেন। তারপর বলা হবে- এটা অমুকের পুত্র অমুকের কৃত খেয়ানত'।[১]

উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে যেমন নামের গুরুত্ব আছে, তেমনি আখেরাতেও নামের গুরুত্ব আছে।

ইসলামী প্রথা অনুযায়ী মুসলিম নাম সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন- ইস্‌ম, কুনইয়াত, নাসব, নিসবাত ও লক্বব। ইসম -এর পূর্বে বসে কুন্‌ইয়াত, বাকীগুলো পরে। যেমন- আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী আর-রাসূল। এখানে আবুল কাসেম (কুনইয়াত), মুহাম্মাদ (ইসম), আব্দুল্লাহ (নাসব), আল-মাদানী (নিস্‌বাত) এবং আর-রাসূল (লক্বব)। ইসলামী নামের এই শ্রেণীবিভাগের কোন একটি বা একাধিকের দ্বারা কেউ না কেউ পরিচিত। **শুধুমাত্র ইসমের দ্বারা পরিচিত নবীগণ** যেমন ঃ আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রমুখ। নাম ছাড়া **শুধু কুনইয়াতে** পরিচিত যেমন ঃ আবুবকর, আবু হুরায়রাহ, আবু দাউদ আরও অনেকে। **শুধু নাসবে পরিচিত** যেমনঃ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে তায়মিয়াহ প্রমুখ। শুধু **নিসবাতে পরিচিত** যেমনঃ বুখারী, জীলানী, বাগদাদী প্রমূখ। **লক্বে** পরিচিত যেমন ঃ সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ও আরও অনেকে।[২]

আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকটে তোমাদের নামগুলির মধ্যে প্রিয়তম হলঃ *আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান*।[৩]

আল্লাহ্‌র যে আল-আসমাউল হুসনা বা সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে, তার পূর্বে আব্‌দ শব্দ যোগে নামকরণ আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। এই ধরনের নামের মধ্য দিয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করা হয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে এটিই চান এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকটে এসব নাম এতই পসন্দনীয় ছিল যে, অনেক ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে তিনি আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান রেখেছিলেন। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ নামকরণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে আব্‌দ যোগ করে নামকরণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র বান্দা'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মন্দ নামের পরিবর্তনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভাল নাম রাখার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সম্মুখে কেউ এলেই প্রথমে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং তা পসন্দ হ'লে খুশী হতেন এবং সে খুশীর ভাব প্রতিবিম্বিত হত তাঁর পবিত্র অবয়বে। কিন্তু অপসন্দ হ'লে তাঁর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেত। কোন গ্রাম, পাহাড় বা ময়দানে প্রবেশের আগে সে স্থানের নাম জিজ্ঞেস করতেন। নাম পসন্দ বা শুভ হ'লে সেখানে প্রবেশ করতেন। একবার তাঁর যাত্রা কালে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই পাহাড় দুটোর নাম জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানানো হল, فاضح (ফাযেহ) (দোষ প্রকাশকারী/কলঙ্কিত), مخز (মুখযে) (অসম্মানকারী/কলঙ্ক প্রকাশ কারী)। এই নাম শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কাফেলার মোড় ঘুরালেন অন্য দিকে।[৫]

---

* দিঘল গ্রাম, হাতিয়ান্দহ, সিংড়া, নাটোর।

১. বুখারী, মিসরী ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ৫৫ পৃঃ; মুত্তাফাক আলাইহ্ মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৩৭২৫।

২. বশীর বিন হুমায়ূন, ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি, কলিকাতা ছাপা ১৯ পৃঃ।

৩. মুসলিম, মিশকাত, 'আদাব' অধ্যায়, 'নাম' পরিচ্ছেদ, হা/৪৭৫২।

৪. মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৭৬০।

৫. আবু দাউদ, মিশকাত, ৩য় খণ্ড, বৈরুত ছাপা হাদীছ সংখ্যাঃ ৪৭৮২, সনদ যঈফ আল্‌বাণী।

http://islaminonesite.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটা দুগ্ধবতী ছাগলের জন্য বললেন, কে এটাকে দোহন করবে? তখন একজন উঠে দাঁড়ালো এবং বলল, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল, মুর্রা (তিক্ত)। তিনি তাকে বললেন, বস। পুনরায় বললেন, কে এটাকে দোহন করবে? তাই অন্য একজন উঠে দাঁড়াল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল, হারব (যুদ্ধ)। তাকেও বললেন, বস। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন, কে এটাকে দোহন করবে? অপর একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল, ইয়ায়ীশ (সে বাঁচবে)। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি দোহন কর।[৬]

ইবনে উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমরের একটি মেয়ের নাম ছিল 'আছিয়া' অর্থাৎ অবাধ্য বা শক্র। তখন নবী করীম (ছাঃ) উক্ত নাম পরিবর্তন করে দিয়ে বললেন, তুমি 'জামীলা' অর্থাৎ সুন্দরী।[৭]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যায়নাবের নাম ছিল বার্রা (অত্যন্ত ধার্মীকা)। বলা হ'ল যে, সে নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাম রাখলেন, যায়নাব (সুগন্ধিময় ফুল)।[৮]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বর্ণনা করেন, তিনি তার দাদা থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসাইয়েবের দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল, হাযন (রুক্ষ বা শক্ত মাটি)। তিনি বললেন, তুমি সাহ্ল (নরম মাটি)।[৯]

হাদীছ গ্রন্থ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় ৬০ জনেরও বেশী সংখ্যক ছাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন এবং তার পরিবর্তে ভাল নামকরণ করেছেন।[১০]

সবচেয়ে মন্দ নাম সমূহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে নিকৃষ্টতম নাম হ'ল 'মালিকুল আমলাক' অর্থাৎ শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ'।[১১] এতদ্ব্যতীত যাবতীয় শেরেকী নাম অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন- আব্দুল উয্যাহ, আব্দ হুবল, আব্দ আমর, আব্দুল কা'বা, আব্দুন্নবী, আব্দুল হাজার, আব্দুর রাসূল, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহ্মাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম হুসায়েন, গোলাম হাসান, গোলাম আলী, আব্দুশ্ শাম্স, আব্দুদ দার, নবী বখ্শ, মাদার বখ্শ, পীর বখ্শ ইত্যাদি। এই সমস্ত নাম থেকে আমাদের সবাইকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

ভাল ও মন্দ নামের প্রভাবঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্দর নামকরণ করতে বলেছেন। কেননা সুন্দর নামধারী ব্যক্তি তার নামের কারণে অনেক সময় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নামের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। এ জন্য দেখা যায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নাম সুন্দর ও উঁচু মানের। পক্ষান্তরে ইতর জনের নাম তাদের জীবন যাত্রার মতই অশুভ, অর্থহীন ও অসংগতিপূর্ণ।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব হ'তে বর্ণিত, তিনি তার দাদা থেকে শুনেছেন, তার দাদা বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি বললাম, হায্ন (কর্কশ, রুক্ষ, শুষ্ক মাটি)। তিনি বললেন, তুমি সাহ্ল (নরম, কোমল)। সে বলল, আমার পিতা যে নামকরণ করেছেন তা পরিবর্তন করব না। ইবনে মুসাইয়েব বলেন, তখন থেকেই আমাদের বংশের মধ্যে ঐ কর্কশতা ও রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল।[১২]

হুসায়েন (রাঃ) মদীনা ত্যাগ করে 'কুফা' অভিমুখে রওনা হয়ে 'ফুরাত' নদীর সন্নিহিত এক ময়দানে এসে ঐ ময়দানের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে জানানো হ'ল 'কারবালা'। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কারব' (দুঃখ) ও 'বালা' (দুর্দশা) দুটোরই সমন্বয়ে নাম। পরবর্তী ইতিহাস হুসাইনের জীবনাবসানের করুণ কাহিনীর নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, নামকরণের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক যে আদর্শ তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অবজ্ঞা, অবহেলা বা আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ছেলে-মেয়ের জন্য আকীকা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি সুন্দর নামকরণ করাও সুন্নাত। যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ নামকরণ করেছেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হ'ল অনুগ্রহ করে নামটা পরিবর্তন করবেন। তাতে একদিকে দুনিয়া ও আখেরাতে ভাল নামকরণ হবে। অপর দিকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপরে আমল করা হবে।

পরিশেষে বলব, সর্বোত্তম নাম হিসাবে আল্লাহ্র নামের সাথে 'আব্দ' যোগ করে নামকরণ করা আবশ্যক* এবং সর্বদা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত ও তাওহীদ ভিত্তিক নাম রাখা কর্তব্য।।

৬. বুখারী 'মাগাযী' অধ্যায়।
৭. মুওয়াত্তা মালেক।
৮. বুখারী, ৪র্থ খণ্ড ৫৬ পৃঃ; মুসলিম, ঐ; মিশকাত হা/৪৭৫৬।
৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।
১০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।
১১. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫।
১২. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।

* ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহপাকের ৯৯টি আসমাউল হুস্না (সুন্দর নাম সমূহ) অর্থসহ সহজে পাওয়ার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত আরবী ক্বায়েদা' ১৭ হ'তে ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

http://islaminonesite.wordpress.com

বার্মায় আলেম নির্যাতন

-মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

আরাকানে সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হন আলেম সমাজ। বর্মী সেনা ও কর্তৃপক্ষের এক নম্বর টার্গেট হ'লেন এ আলেম সমাজ। তারা আরাকানকে মুসলিম শূন্য করার নীল-নকশা বাস্তবায়নের পথে এক নম্বর বাধা মনে করে আলেম সমাজকে। তাই আলেম সমাজের ওপর চালানো হয় পৈশাচিক নির্যাতন। বহুল আলোচিত একটি ঘটনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি ১৯৯৫ সালের এবং এর শিকার হন আরাকানের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ব্যক্তি মাওলানা জিয়াউল হাকীম। তিনি নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং সাংবাদিকদের নিকট তার নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় সে ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রতিবেদনের লেখক উক্ত মাওলানা জিয়াউল হাকীমের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে তার করুণ কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করেন তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো।

গত ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে কুমিরখালী এলাকায় আমরা বেশ কিছু লোক সেনা ক্যাম্প থেকে একটি হুকুমনামা পাই। তাতে লেখা ছিল, প্রত্যেক গ্রাম থেকে ১০ জন যুবতী যারা অবিবাহিত তাদের পিতা যেন তাদের মেয়েদের নিয়ে অবিলম্বে কুমিরখালী ক্যাম্পে হাযির হয়। হুকুমনামার সাথে প্রত্যেক গ্রামের ১০ জন মেয়ের একটি লিস্টও প্রেরণ করা হয়- যা ছিল প্রথম শ্রেণীর আলেম ব্যক্তিদের মেয়েদের তালিকা। শেষে লেখা ছিল, এসব মেয়েদের নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ছ'মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণ কোর্সের সময় মেয়েদের ক্যাম্পের বাইরে আসতে দেয়া হবে না বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে দেয়া হবে না। অবশেষে হুমকি দেয়া হয়, যদি কোন পিতা তার মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হ'তে না চায় তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

এ ছিল আরাকানের আলেমগণকে মানসিকভাবে নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত হানার ভয়ঙ্কর এক পূর্বপরিকল্পিত নীল-নকশা। এর পূর্বে প্রায়ই গ্রাম থেকে সেনারা মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের নাম করে তাদের লাইগেশন (চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব) করিয়ে ক্যাম্পে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালাত। তাই মেয়েদের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে কারিগরি শিক্ষা দেয়ার নামে কি ঘটে তা সকলেই জানত। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আবার সবাই তটস্থ হয়ে পড়ে এ ভেবে যে, সরকারী বাহিনী যা বলে তা করে ছাড়ে।

২৬ ডিসেম্বর সোমবার ফজরের ছালাতের সময় সেনারা গ্রামে আগমন করে এবং মসজিদে ছালাতরত মুছল্লীদের মাঝে মেয়েদের লিস্ট বিতরণ করে তাদের নিজ নিজ মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাযির হ'তে বলে। আমরা ক'জন গ্রামবাসী মেয়েদের না নিয়েই ক্যাম্পে হাযির হই। অফিসার আমাদের একা হাযির হ'তে দেখে রাগান্বিত হয় এবং ধমক দিয়ে মেয়েদের না আনার কথা জিজ্ঞেস করে। আমরা উত্তর দেই, শরীয়তে আমাদের মেয়েদের একা একা কোন স্থানে থাকা নিষেধ আছে। পরে আমাদের ঝিমুরখালী ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। সেখানের অফিসাররাও মেয়েদের সাথে না দেখে রাগান্বিত হয় এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করে। আমরা তাকেও একই উত্তর দেই। তখন সে আবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় তোমাদের এই আইন লেখা আছে। উত্তর দেই, কুরআন শরীফের ১৮ পারায়।

এর উত্তরে অফিসার ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে আমাদের জামা (জুব্বা) খুলে নেয়। এরপর সেনা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নোংরা ও আবর্জনাময় স্থান পরিষ্কার করতে আমাদের বাধ্য করে। আমার সাথে মাওলানা সিরাজুল ইসলাম নামের ১১৫ বছরের একজন অতি বৃদ্ধ আলেম ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বসে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। সেনারা তাঁর তাসবীহ কেড়ে নিয়ে তাঁকেও আবর্জনা পরিষ্কার করতে বাধ্য করে। যোহরের ছালাতের সময় হ'লে আমরা অফিসারের কাছে ছালাত আদায় করার সময় চাই। কিন্তু তারা আমাদের সময় দিতে অস্বীকার করে। বেলা দু'টোর দিকে উর্ধ্বতন অফিসার আমাদের ডেকে পাঠায়। সেখানে আলেমদের একলাইনে এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের আরেক লাইনে বসানো হয়। এ অফিসারও আমাদের মেয়েদের সাথে না নিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করে। আমরা শরীয়তের আইনের কথা বললে সেও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বলে, 'তোমাদের শুধু শরীয়ত নয়, সরকারী আইনও মানতে হবে'।

যদি সরকারী আইন শরীয়তের বিরুদ্ধে না হয় তবে আমরা মানব, আর যদি বিরুদ্ধে হয় তবে আমরা মানব কিভাবে? আমি অফিসারকে এ কথা বললে সে আমাকে প্রশ্ন করে, অন্যান্য মুসলিম দেশের মেয়েরাতো পর্দা মেনে চলে না, তারা একা একা রাস্তায় বের হয়। তারা পারে, তবে তোমাদের মেয়েরা তা পারবে না কেন? আমি বললাম, অফিসার তোমাদের ধর্মে তো চুরি করা, মানুষ খুন করা, যেনা করা মহাপাপ, অথচ তোমাদের সমাজের অনেকেই তা মানছে না। তাই বলে কি তোমাদের মেয়েরা ধর্ম অস্বীকার করে? ধর্মবিরোধী কাজকে পসন্দ করে? এর

http://islaminonesite.wordpress.com

কোন উত্তর না দিয়ে অফিসার থ মেরে যায়। কিন্তু দাম্ভিক কি শোনে যুক্তির কথা। সে আমাকে গাছের সাথে বেঁধে বেত্রাঘাত করার জন্য সেনাদের নির্দেশ দেয়। সেনারা আমাকে গাছের সাথে বেঁধে বেত্রাঘাত করে আর বলে, তোমার আল্লাহ তোমায় মারছে।

আমি মুখ বুজে আঘাত সহ্য করতে থাকি আর যিকির করতে থাকি। একসময় আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আমাকে একটি রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সংজ্ঞা ফিরে এলে সেখানে এক বীভৎস দৃশ্য দেখতে পাই; যা আমি জীবনে কল্পনাও করিনি। আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। আমি দেখতে পাই আমার সামনে সুন্নাতী দাড়ির স্তূপ। আরাকানের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের দাড়ি কেটে স্তূপ করে রেখেছে নরপশুরা। এসব আলেমদের মধ্যে তাবলীগ জামা'আতের আমীর মাওলানা নবী হোসেন, বার্মার মুফতীয়ে আযম মাওলানা সুলতান আহমাদ ও মাওলানা জা'ফর আলী অন্যতম। আমাকে দেখে তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখেন। তাঁদের একটাই অপরাধ সেনাদের মর্জি মাফিক তাঁরা তাঁদের মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাযির হ'তে অস্বীকার করেছিলেন। পরে আমার পালা এলো। হায়ানার দল জোর করে আমার সযত্নে লালিত রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত দাড়ি কেটে ফেলল। সুন্নাতের এ অপমান দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। কিন্তু হায়! আমি যে অসহায়। পরে উপস্থিত ১০টি গ্রামের নির্দিষ্ট করা ১০০ মেয়ের পিতাকে আমাদের অবস্থা দেখিয়ে সাবধান করা হয়। তাদের হুমকি দেয়া হয়, কেউ যদি সরকারী আইন মানতে অস্বীকার করে তবে তার অবস্থা এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে। আমাদের পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে হাযির হ'তে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি ঐদিন বাড়ী ফিরে রাতেই পরিবার-পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসি।

এই ঘটনা আরাকানে হাযারো নির্যাতনের মধ্যে ক্ষুদ্রতর একটি মাত্র। প্রতিদিন আলেম সমাজকে টার্গেট করে এ ধরনের অসংখ্য লোমহর্ষক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

[সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ২ জুলাই ১৯৯৮]

চিকিৎসা জগৎ

ডায়াবেটিস

*-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

ডায়াবেটিস-এর অপর নাম 'গ্লাইকোসুরিয়া' (Glycoswria)। বাংলায় একে 'বহুমূত্র' পীড়া বলে। এটি একটি জীবন ধ্বংসকারী ব্যাধি। বর্তমান সমাজে প্রায়শঃ লোকের মধ্যে পীড়াটি বিরাজমান এবং তাদের মধ্যে কারো কারো জীবনসাথী রূপে এটি স্থান নিয়েছে। তবে গরীব অপেক্ষা ধনীদের মধ্যে এবং পরিশ্রমী অপেক্ষা অলস ব্যক্তিদের মধ্যে পীড়াটি বেশীরভাগ দৃষ্ট হয়। শরীরের দিকে তাকালে এদেরকে তেমন চেনা যায় না। কিন্তু রেস্তরায়, মিষ্টান্নের দোকানে, বিবাহশাদী বা কোন খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিনতে মোটেও ভুল হয় না। যেমন- 'আমার মিষ্টি চলে না, চিনি ছাড়া চা দাও, আলু খাওয়া ছেড়েছি, ভাত তেমন খাই না, রুটি খাই তবুও পরিমাণে অল্প' ইত্যাদি কথাবার্তা যাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তারাই হচ্ছে ডায়েবেটিস আক্রান্ত রোগী। কিন্তু বড়ই আফসোস! এই পীড়ার জন্যই আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত এসমস্ত সুখাদ্য থেকে যে কতজনকে দূরে থাকতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমরা দৈনন্দিন ক্ষুধার তাড়নায় ভাত, আটা-ময়দা'র তৈরী খাদ্য, আলু প্রভৃতি (ষ্টার্চি ফুড) এবং চিনি, গুড়, মিষ্ট দ্রব্য (Cane sugar) প্রভৃতি যে সমস্ত খাদ্য খেয়ে থাকি তা অন্ত্র মধ্যে পরিপাক হয়ে রস রূপে রসবহা নাড়ীর মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে যখন যকৃতে (Liver) ফিরে আসে, তখন লিভার একে 'গ্লাইকোজেনে' (সুগারের পূর্ববর্তী অবস্থা) পরিণত করে যকৃত কোষের বা লিভার সেলের ভিতরে রেখে দেয়। পরে সেই গ্লাইকোজেন লিভার থেকে 'পোর্টাল ভেনে' (Portal Vein) প্রবেশ করে ও তথায় 'সুগারে' (Grape Sugar) পরিণত হয় এবং তথা হ'তে এটি 'ইনফিরিয়র ভেনাকাভা' দিয়ে হৃৎপিণ্ড (Heart), পরে 'ফুসফুসে' (Lung) ও ফুসফুস হ'তে পুনরায় ঘুরে এসে রক্তের সাথে হৃৎপিণ্ডে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে আবশ্যক মত সরবরাহ হয়।[১] এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম, আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত বিধান।

---

* ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা), হক হোমিও ক্লিনিক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. A Text Book of Anatomy & Physiology. Calcutta print.

http://islaminonesite.wordpress.com

এই সুগার শরীরের ক্ষয় পূরণ করে। শরীরের তাপ (Vital heat), সঞ্জীবনী শক্তি (Vital force) বৃদ্ধি করে, মনে স্ফুর্তি আনয়ন করে।

কিন্তু যখন কোন কারণ বশতঃ লিভারে উক্ত ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, গ্লাইকোজেন তখন সুগারে (grape sugar) পরিণত হ'তে পারে না, এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থাতে এটি প্রস্রাবের পথে বের হয়ে আসলে এটিই হচ্ছে 'গ্লাইকোজুরিয়া'।

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ

ডায়াবেটিস দুই প্রকারঃ

১। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মিলাইটাস (Diabetes mellitus)ঃ এতে প্রস্রাবের সাথে সুগার নির্গত হয়।

২। *ডায়াবেটিস ইন্‌সিপিডাস (Diabetes Insipidus)*ঃ এতে প্রস্রাবের সাথে সুগার থাকে না। কিন্তু প্রস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয়। প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা কমে যায়।

ডায়াবেটিস উৎপত্তির কারণঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে এই পীড়ার কারণ বলা যেতে পারে।[২]

১। অধিক হারে ষ্টার্চ্চি ফুড আহার ও মদ্যপান।

২। বংশগত ডায়াবেটিস দোষ (৩০% বংশগত দোষের জন্য হয়)।

৩। হঠাৎ স্থূলকায় হয়ে পড়া। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

৪। মস্তিস্ক, মেরু মজ্জা বা লিভারে আঘাত।

৫। কোনও কঠিন প্রকারের জ্বর কিংবা কোনও তরুণ পীড়া আরোগ্য অবস্থায়।

৬। নার্ভ সিষ্টেমে প্রবল শক্। যেমন- ভয়, আতঙ্ক, মর্মাহত, অতিরিক্ত চিন্তা, অধ্যয়ন, মানসিক প্রপরিশ্রম ইত্যাদি।

৭। হুপিং কাশি, হাঁপানি, গেঁটে বাত, গর্মি পীড়া, ম্যালেরিয়া, প্যানক্রিয়াসের পীড়া প্রভৃতি।

৮। মৃগী, সন্ন্যাস, মস্তিষ্কে টিউমার, টিউবারকুলার, পেরিটোনাইটিস, স্নায়ুর পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

৯। ক্লোরোফরম আঘ্রানের পর এবং স্ট্রীকনিয়া প্রভৃতির দ্বারা শরীর বিষাক্ত হওয়া।

২. প্র্যাকটিসনার্স গাইড, কলিকাতা ছাপা।

এগুলো ছাড়াও অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে স্নায়ুর গোলযোগই এই পীড়ার প্রধান কারণ। এতে শরীরের যন্ত্রাদির কোনও পরিবর্তন হয় না।

প্রতিকারঃ

ডায়াবেটিসের প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।-

১। চিকিৎসার পাশাপাশি আহারের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

২। যাবতীয় নেশা দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

৩। উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৪। প্রত্যহ সকাল-সন্ধায় ভ্রমণ, ব্যয়াম ও ম্যাসেজ (অঙ্গ মর্দন) করতে হবে। ব্যয়ামের ফলে প্রস্রাবে সুগারের পরিমাণ কম হয়।

৫। পীড়া কঠিন প্রকারের হ'লে সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ ও ম্যাসেজই যথেষ্ট।

৬। শরীরের কোনও স্থানে অস্ত্রো পচার, পায়ের কড়া কাটা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে জীবন ধ্বংসকারী ব্যাধি ডায়াবেটিস হ'তে নিরাপদ থাকার তাওফীক দিন। আমীন!

বাড়িতে নিরাপদ খাদ্য তৈরির অতি মূল্যবান নিয়মনীতি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ব্যাপকভাবে খাবারে রোগ সংক্রমণ হয় মাত্র কয়েকটা কারণে এবং এর জন্য দায়ী সাধারণ ভুলগুলো, যা সহজে সমাধান করা যায় কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে ঃ

(১) হাত ধোয়া ঃ

* শিশুর খাবার যারা তৈরী করেন, খাবার তৈরীর আগে পরিষ্কার পানি ব্যবহার করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
* মলত্যাগের পরে বাড়ীর সকলকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* শিশুর পায়খানা পরিষ্কার করার পরেও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* খাবার খাওয়ার আগে, পরিবেশনের আগে বা খাবারে হাত দেয়ার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
* শিশুদের পেটের অসুখের প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কারণ হল এটা-সেটা মুখে দেয়া বা মুখে হাত দেয়া যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।
* হাতে কারো ঘা থাকলে সে যদি ঐ হাত দিয়ে খাবার তৈরী বা পরিবেশন করে, তাহ'লে সহজেই রোগ ছড়াতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

(২) মাছি, পোকা-মাকড়, ইঁদুর বা অন্যপ্রাণী যাতে খাবার দূষণ করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক থেকে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে।

(৩) ভালভাবে রান্না করলে রোগ-জীবাণু সহজে ধ্বংস করা যায়। ফল বা সালাদের উপকরণগুলো খাবার আগে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। ভালভাবে সিদ্ধ করলে নিরাপদ খাদ্য তৈরী হবে।

(৪) রান্নার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার খেয়ে নেয়া ভাল। রান্নার পরে সময় যত বাড়তে থাকে রোগ সংক্রমিত হবার ঝুঁকি তত বেড়ে যায়।

(৫) রান্না করা খাবার ভালভাবে যত্ন করে ঢেকে রাখতে হবে, যা সহজেই রোগ সংক্রমন প্রতিরোধ করতে পারে।

(৬) রান্না করা যদি দু'ঘন্টার বেশী হয় তাহ'লে আবার ফুটানো পর্যন্ত গরম করে তারপর ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।

(৭) রান্না করা খাবারের সাথে কাঁচা খাবার একত্রে রাখা যাবে না।

(৮) রান্না ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য তৈরী ও পরিবেশনের জন্য যে সকল থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল, গ্লাস, চামচ ব্যবহার হবে সে সব বিশুদ্ধ টিউবওয়েলের পানিতে পরিষ্কার করে ধুতে হবে। ধোয়া, মাজামোছার কাজে ব্যবহার করা কাপড় অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত হওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব খুবই বেশী।

(৯) ফলমুল, শাক-সবজি ছাড়া অন্যান্য খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে রোগ সংক্রমণ না হয়।

(১০) শুধু পানি ফুটিয়ে খেলেই চলবে না বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- মুখ ধোয়া, গোসল করা, থালা-বাসন ধোয়া ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে, একশ্রেণীর গ্রামবাসী বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জের মা-বোনেরা উপরোক্ত কার্যগুলো পুকুরের (ময়লা) পানি দ্বারা সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত থাকেন না। উপরন্তু ঐ দুষিত পানি দ্বারা ভাত-তরকারী সহ সকল খাবার রান্না করে থকেন। এদের যুক্তি হ'ল পুকুরের পানি ছাড়া খাবারের রং, সিদ্ধ, ইত্যাদি ভাল হয় না। কথাটি একেবারেই অযৌক্তিক। বিশেষকঃ শহরের লোকজন যদি টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপের পানি দ্বারা রান্না করে উত্তম খাবার তৈরী করতে পায়েন তাহ'লে গ্রামের লোকজন কেন পায়বেন না? আসল অর্থে এটা আমাদের অবহেলা ছাড়া কিছুই নয়। তাই এই অবহেলা বা মনমানষিকতাকে পরিবর্তন করা আমাদের একান্ত দরকার। নতুবা এতে পেটের পীড়া ও বিভিন্ন রোগসহ এর মারাত্মক পরিণতি আপনার সংসারে যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে।

ছাহাবা চরিত

হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আশারায়ে মুবাশ্‌শাহ্‌র অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ। তিনি 'আমীনুল উম্মাহ' (উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।[১] যে দশজন ছাহাবী পৃথিবীতে বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম।[২] নবুঅতের প্রথমাবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারী এই ছাহাবী অসংখ্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইসলামের একনিষ্ট সেবক হিসাবে নিজেকে সমুন্নত রেখেছেন। বিশেষ করে রাজ্য জয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থাকতেন। ধর্মের প্রতি তাঁর ভালবাসা এত প্রগাঢ় ছিল যে, নিজ পিতাকে হত্যা করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৩] তাঁর গুণাবলী, কৃতিত্ব ও প্রশংসা সমূহ পাঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই মহান ব্যক্তির জীবন পরিক্রমার কিছু দিক আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম আমের। কুনিয়াত- আবূ উবায়দাহ। উপাধি- 'আমীনুল উম্মাহ'। পিতার নাম-আব্দুল্লাহ, দাদার নাম জাররাহ।[৪] তাঁর পিতার নাম যদিও আব্দুল্লাহ ছিল তবুও তিনি তাঁর দাদার সাথে সম্পর্কিত হয়ে ইবনুল জাররাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫]

১. শামসুদ্দীন আয-যাহবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃঃ ১২৫; ইব্‌নু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ১৬৩; মাওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, আশারা মোবাশ্‌শরা (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ২৬৬।

২. ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৮৫; তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, وقتل أباه يوم بدر كافراً দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮।

৪. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫; আশারা মোবাশশরা, পৃঃ ২৬৬।

৫. ইবনুল আছীর বলেন,

اشتهر بكنيته و نسبه إلى جده فيقال أبو عبيدة بن الجراح

দ্রঃ উসদুল গাবাহ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫; আশারা মোবাশশরা, পৃঃ ২৬৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলমানদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি কিছুদিন কুলছুম বিনুল হাদমের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।[১৬] মহানবী (ছাঃ) হিজরতের পর আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি (ছাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহ ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন।[১৭]

জিহাদে অংশ গ্রহণঃ

হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) মুসলিম বীর সেনানীদের অন্যতম ছিলেন। বদর ওহোদ সহ সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।[১৮] তিনি সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন।[১৯] বদর যুদ্ধে তিনি স্বীয় কাফির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) মহব্বত অনেক উর্ধে। আল্লাহ বলেন,

لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ـ

'আপনি এমন কোন জাতি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে, অথচ তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষীয়দের সাথে ভালবাসা রাখে। সেই বিপক্ষীয়গণ তাদের পিতা হউক কিংবা সন্তান হউক, তাদের ভাই হউক বা পরিবারের অন্য কেউ হউক। তারাই সেই মুসলমান আল্লাহপাক যাদের অন্তরে ঈমান খোদাই করে দিয়েছেন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন'(মুজাদালা ২২)।

উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধে হযরত আবূ উবায়দাহর পিতা আব্দুল্লাহ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল একটিই যে, আপন পুত্র বাব-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছে, তাকে নিঃশেষ করা। আর সে কারণেই আপন পুত্রকে লক্ষ্য করে সে প্রথমে তীর নিক্ষেপ শুরু করে। একাধিক তীর নিক্ষেপের পরও কোন কাজ হ'ল না। হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) প্রথমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ প্রেম ও জিহাদী চেতনায় তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারলেননা। অবশেষে পিতা আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রথম তীরের আঘাতেই তার জীবনাবসান ঘটল। প্রকৃত পক্ষে এটি ইসলামের প্রতি নির্মল প্রেম এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত, যেখানে পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং সমুদয় আত্মীয়-স্বজনকে অপরিচিত শত্রুর ন্যায় দেখায়।[২০]

বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তৃতীয় হিজরীতে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধ 'ওহোদ যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও আবূ উবায়দাহ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সামান্য ভুলের কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে। মহানবী (ছাঃ) আহত হন। শত্রু পক্ষের লৌহ বর্মের দু'টি কড়া তার পবিত্র বদনে বিদ্ধ হয়। এতে রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি রাসূলের (ছাঃ) কপালে বিদ্ধ কড়াদ্বয় স্বীয় দাঁত দ্বারা সজোরে টেনে বের করেন। এতে তাঁর সামনের দু'টি দাঁত পড়ে যায়। এরপর থেকে তিনি সম্মুখের দু'দাঁত বিহীন ছিলেন।[২১]

হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (ছাঃ)-কে একা পেয়ে পূর্বদিক থেকে পাখির মত উড়ন্ত গতিতে হুযুরের (ছাঃ) দিকে এগিয়ে আসছে। আমিও তাঁকে হেফাযতের জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ! কল্যাণ হোক।

১৬. বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০; আশারা মোবাশশারা পৃঃ ২৬৬।

১৭. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৬; ইবনে ইসহাক বলেন,

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه و بين سعد بن معاذ

দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

১৮. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২।

১৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

২০. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৬; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

২১. মুসতাদরাক আলাছ-ছাহীহায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, হাদীছ সংখ্যা ৭৫৮; আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৭; আয-যাহবী বলেন,

و أبلى يوم أحد بلاء حسنًا، و نزع يومئذ الحلقتين اللّتين دخلتا من المغفر فى وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته، فانقلعت ثنيّتاه-

দ্রঃ সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

এমন সময় দেখলাম যে, সেই ব্যক্তি যিনি আমার আগে সেখানে পৌঁছেছেন, তিনি হলেন আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)। তখন জনৈক কাফেরের তরবারীর আঘাতে শিরস্ত্রানের অংশ বিশেষ রাসূলের (ছাঃ) গণ্ডদেশে ঢুকে পড়েছে। আবূ উবায়দাহ সামনে অগ্রসর হয়ে সেই বস্তু নিজের দাঁত দিয়ে ধরে টান দিলেন এবং তা বাইরে বের হয়ে গেল। কিন্তু এই চেষ্টা চালাতে গিয়ে আবূ উবায়দাহ্র (রাঃ) সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল।[২২]

ওহোদ যুদ্ধের পর হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বনু কোরায়যার উৎখাতে তৎপরতার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ৬ষ্ট হিজরী সনে 'সা'লাবা' ও 'আনমার' গোত্রের লোকেরা খাদ্যাভাবে মদীনার আশে পাশে লুণ্ঠন ও ডাকাতি আরম্ভ করলে মহানবী (ছাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ)-কে উক্ত লুটেরাদের দমনে মনোনীত করেন। রবী'উছ ছানী মাসে আবূ ওবায়দাহ ৪০ জন মুজাহিদ নিয়ে এই লুটেরাদের দমনে অগ্রসর হন এবং তাদের কেন্দ্রস্থল 'যিল কিস্সা'র উপর অতর্কিত আক্রমন করেন। ফলে অনেক দস্যু নিহত হয়। অবশিষ্ট সকলে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা আর ডাকাতি করার সাহস পায়নি। এই অভিযানে একজন দস্যু ধৃত হয়ে মদীনায় আনীত হ'লে স্বেচ্ছায় সে ইসলাম গ্রহণ করে।[২৩]

ঐ বৎসরই 'বায়আতে রিযওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই 'বায়'আতে রিযওয়ানে' অংশগ্রহণ করেন। এমনকি হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি পত্রেও তার স্বাক্ষর ছিল। অতঃপর হিজরী সপ্তম সনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার বিজয়েও তিনি অত্যধিক সাহসিকতার পরিচয় দেন।[২৪]

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খবর পেলেন যে, 'কাযায়াহ' গোত্রের লোকেরা মদীনা আক্রমনের পরিকল্পনা করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমর বিনুল আছকে তিনশ' মুজাহিদ সহ তাদের নির্মূল করার জন্য 'যাতুস সালাসিলে'র দিকে প্রেরণ করলেন। আমর বিনুল আছ শত্রু সৈন্য অধিক জানতে পেরে আরো সৈন্য চেয়ে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট এক পয়গাম প্রেরণ করেন। মহানবী (ছাঃ) পয়গাম পেয়ে হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র নেতৃত্বে পুনরায় দু'শ মুজাহিদ প্রেরণ করেন। আর এ বাহিনীর মধ্যে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মত মহান মর্যাদাবান ছাহাবীগণও ছিলেন।[২৫]

৮ম হিজরীর রজব মাসে মহানবী (ছাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহকে তিনশ সওয়ার সহ সমুদ্রোপকুলে প্রেরণ করেন কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। ইতিহাসে এই অভিযান 'সারিইয়াহ সাইফুল বাহার' অথবা 'সারিইয়াহ -এ খাবত' নামে প্রসিদ্ধ। সাইফুল বাহার (সমুদ্রের উপকূল) এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, সমুদ্রের উপকূলে মুজাহিদদেরকে অবস্থান নিতে হয়েছিল। আর 'খাবত' নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এই অভিযানে রসদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মুজাহিদদেরকে গাছের পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে যে পাতা গাছ থেকে পাড়া হয়, তাকে 'খাবত' বলা হয়।[২৬] ছহীহ বুখারী শরীফে এই অভিযানের বর্ণনা নিম্নরূপ ভাবে পাওয়া যায়।-

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমুদ্র সৈকতের দিকে তিনশ' সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাদল পাঠান এবং আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্কে তার আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমরা পথে ছিলাম এমন সময় খাদ্য শেষ হয়ে গেল। আবূ উবায়দাহ হুকুম জারী করে সমগ্র সেনাদলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে নিলেন। তা ছিল খেজুরের দু'টি থলে। তিনি সামান্য সামান্য করে আমাদেরকে দিতেন। একদিন তাও শেষ হয়ে গেল। এখন একটি করে খেজুর ছাড়া আর আমরা কিছুই পেতাম না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি জাবেরকে বললাম, একটা খেজুর খেয়ে কতটুকুন পেট ভরবে। জাবের বলেন, আল্লাহ্র কসম! সেই একটি খেজুর পাওয়াও যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমরা তার কদর বুঝলাম। তারপর আমরা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম বিরাটকায় একটি তিমি মাছ। সমগ্র সেনাবাহিনী সে মাছটি আঠারো দিন ধরে খেলো। তারপর আবূ উবায়দাহ সেই মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় খাড়া করার হুকুম দিলেন এবং তার নীচে দিয়ে একটি সাওয়ারী পার করালেন। সওয়ারী তা স্পর্শ না করেই নীচে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল।[২৭] উল্লেখ্য যে, এই অভিযানে কোন যুদ্ধ হয়নি।

২২. বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২; গৃহীতঃ ত্বাবাক্বাতু ইবনে সা'দ।
২৩. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৭; বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২।
২৪. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৭।
২৫. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৭; বিশ্বনবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩, গৃহীতঃ মাদারিজুন নবুওয়াত, ২য় খণ্ড।
২৬. বিশ্বনবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩।
২৭. সহীহ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬), 'মাগাযী' অধ্যায়, পৃঃ ২৩২-২৩৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

কাজেই মুজাহিদগণ নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২৮]

রাজ্য বিজয়ঃ

রাজ্য বিজয়ে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, তা ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির সমুজ্জল হয়ে থাকবে। দামেস্ক, জর্দান, হেমছ, বায়তুল মোকাদ্দাস প্রভৃতি বিজয়ে তিনি চমৎকার রণ নৈপুন্য প্রদর্শন করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার পর হযরত আবূ উবায়দাহকে সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োগ করেন।[২৯] তাঁর সেনাপতিত্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রায় দু'লক্ষের বিশাল রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ৩০/৪০ হাযার মুজাহিদ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন।[৩০]

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ

হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ মহানবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকেও অনেক ছাহাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন- জাবির বিন আব্দুল্লাহ, সামুরা বিন জুনদুব, আবূ উমামাহ, আব্দুর রহমান বিন গানাম আল-আশ'আরী, ইরবায বিন সারিয়াহ, আবূ ছা'লাবা আল-খুশনী, 'আয়ায বিন গাত্বীফ, আসলাম (ওমরের গোলাম), মাইসারা বিন আবূ মাসরূক, আব্দুল্লাহ বিন সুরাক্বাহ, কায়েস বিন আবী হাযিম, নাশিরাহ বিনতে সুমাই প্রমুখ।[৩১]

মর্যাদা ও চারিত্রিক গুণাবলীঃ

মর্যাদা ও চারিত্রিক গুণাবলীর দিক দিয়ে হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। আল্লাহ ভীতি, সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ, পরহেযগারীতা, নম্রতা, সরলতা, দয়া-মায়া-মমতা প্রভৃতি অগণিত গুণের সমাহার তাঁর জীবনকে মর্যাদার শীর্ষে আসীন করেছিল।

ইমাম-যাহবী বলেন, كان رجلا حسن الخلق، ليِّن الشِّيمة

'তিনি স্বচরিত্রবান ও নম্রস্বভাবের মানুষ ছিলেন'।

তাঁর মর্যাদা সম্পর্কিত কতিপয় হাদীছ নিম্নরূপঃ

(১) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। হে আমার উম্মত! আমাদের সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ।[৩২]

(২) হিজরী নবম সনে নাজরান বাসীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য এমন একজন ধর্ম শিক্ষক দিন, যিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের মধ্যেকার বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের বিচারকও হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এমন একজনকে প্রেরণ করব, যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানতদার।' মহানবী (ছাঃ)-এর এ কথা শ্রবণে উপস্থিত সকল ছাহাবী অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে দেখতে লাগলেন যে, কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এ মর্যাদা লাভ করেন? তখন রাসূল (ছাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহ্‌র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "ওঠ-হে আবূ উবায়দাহ"। হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) ওঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজরান বাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই আবূ উবায়দায়ই উম্মতের আমীন। আমি তাঁকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি।[৩৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালে হযরত আবূ উবায়দাহ্‌র (রাঃ) ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। তবুও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। খলীফা নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই আনছাররা সক্বীফায়ে বনী সা'এদাহ (سقيفة بني ساعدة)-তে একত্রিত হয়ে খিলাফতের প্রশ্ন উঠালে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন,

---

২৮. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৮।
২৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২২।
৩০. শামসুদ্দীন আয-যাহবী বলেন,
كان أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك، التى استأصل الله فيها جيوش الروم، وقُتِلَ منهم خلقٌ عظيم-
দ্রঃ সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২; ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, وفتح الله عليه اليرموك والجابية
দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।
৩১. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

৩২. عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح-
দ্রঃ সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬১, হা/৩৪৬১।
৩৩. عن حذيفة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعنى عليكم يعنى أمينًا حقَّ أمينٍ فاشرفَ أصابُهُ فبعثَ أباعبيدة-
দ্রঃ সহীহ আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬১; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২; আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة

'আমি তোমাদের জন্য ওমর বিনুল খাত্ত্বাব ও আবূ উবায়দাহ্‌র মধ্যে যেকোন একজনের উপর রাযী আছি।[৩৪] অতঃপর আপনারা এই দুই জনের একজনের নিকট বায়'আত করুন।[৩৫]

সেদিনের সেই সংকটময় মুহূর্তে এই দুই মহা মানব যে ভূমিকা পালন করেন, তা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে। তৎক্ষনাৎ তারা উভয়েই আপন আপন নাম তুলে নিলেন এবং হযরত আবূবকরের (রাঃ) হাতে বায়'আত হলেন। অতঃপর মুহাজির ও আনছারদের প্রত্যেকেই নিঃসকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) হাতে বায়'আত হন।[৩৬]

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম কোন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, হযরত আবূবকর (রাঃ)। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, ওমর (রাঃ)। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কে? তিনি বললেন, হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ।[৩৭]

(৫) হযরতম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আবূবকর উত্তম ব্যক্তি, ওমর উত্তম ব্যক্তি, আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ উত্তম ব্যক্তি।[৩৮]

(৬) আমর বিনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল আপনার নিকট কে অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)। আবার প্রশ্ন করা হ'ল পুরুষদের মধ্যে কে ? তিনি বললেন, হযরত আবূবকর (রাঃ)। পুনরায় প্রশ্ন করা হ'ল তারপর কে? তিনি বললেন, হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জা ররাহ।[৩৯]

(৭) একদা এক ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে এসে দেখল যে, তিনি কাঁদছেন। লোকটি আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আবূ উবায়দাহ! আপনার কি হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের বিজয়াভিযান এবং ধন-সম্পত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শাম দেশের কথা বলেন এবং বিশেষ ভাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আবূ উবায়দাহ! যদি তুমি তখন পর্যন্ত জীবিত থাক, তবে মাত্র তিনজন খাদেম তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একজন তোমার নিজের জন্য, একজন তোমার পরিবারের জন্য এবং তৃতীয় জন সফরে সঙ্গে নেওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে সওয়ারীর জন্য শুধু তিনটি জন্তু যথেষ্ট হবে। একটি তোমার জন্য, একটি তোমার খাদেমের জন্য এবং তৃতীয়টি মাল-সামান বহন করার জন্য।" কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, আমার ঘর খাদেমে পরিপূর্ণ এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভর্তি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কিভাবে মুখ দেখাব? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়, যে এমন অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাব।"[৪০]

হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) পরহেযগারী এবং আল্লাহ ভীতির অদ্বিতীয় নমুনা ছিলেন। পৃথিবী এবং এর সমুদয় নে'মত তাঁর দৃষ্টিতে অতি নগন্য ছিল। শাম দেশের বড় বড় ছাহাবীদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) শাম দেশে সফরের সময় সামরিক অফিসার ও সরকারী অফিসারগণকে মূল্যবান এবং সুন্দর পোষাক পরিহিত দেখে এতই রাগান্বিত হন যে, ঘোড়া থেকে নেমে প্রস্তর খণ্ড উঠিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন এবং বলতে লাগলেন, 'তোমরা এত শীগ্রই আজমী এবং অমুসলমানদের চরিত্র গ্রহণ করলে'? কিন্তু হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) যে অবস্থায় হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন, তা ছিল আরবদের সেই সাদাসিধে পোষাক। এমনকি উটের লাগামটা পর্যন্ত সাধারণ রশি দিয়ে তৈরি ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন আবূ উবায়দাহ (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন, তখন সেখানের অবস্থা আরো অধিক সাদাসিধে ছিল। অর্থাৎ ঢাল-তলোয়ার এবং উটের কাজাওয়া* ব্যতীত অপর কোন আরাম-আয়েশের বস্তু সেখানে ছিলনা। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'আবূ উবায়দাহ! জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নিলে ভাল হ'ত। কারণ অনেক সময় তা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) উত্তর দিলেন, 'হে

---

৩৪. সিয়ার আ'লাম অন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

৩৫. ইবনে ইসহাক বলেন, دعا أبو بكر يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقيفة بنى ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبى عبيدة

দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৯।

৩৬. আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৬৯; বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫।

৩৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮।

৩৮. মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ।

৩৯. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০।

৪০ আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৭৭; গৃহীতঃ মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬।

* উটের পিঠে বসার জন্য যা আগে উটের পিঠে লাগানো হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমীরুল মোমেনীন! আমার জন্য এই যথেষ্ট'।[৪১]

একদা হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ)-এর জন্য চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং চার হাযার দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পুরস্কার হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) সেই সমস্ত অর্থ মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরন করে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) তা অবগত হয়ে বললেন, আলহাম্দুলিল্লহ, এখনও মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন'।[৪২]

বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহকে (রাঃ) হাসি-খুশীভাবে এবং খোশ মেযাজের সঙ্গে বললেন, 'ভাই অন্যেরা তো আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমাকে দাওয়াত দাওনি। তুমিও আজ আমাকে দাওয়াত কর।' হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) আরয করলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এই ধারণায় চুপ ছিলাম যে, হয়ত আপনি আমার দাওয়াত পসন্দ করবেন না। নচেৎ আমি নিজের গরীবখানায় আপনার জন্য সব সময় অপেক্ষায় থাকব'। ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) কয়েক টুকরো শুকনো রুটি আমীরুল মুমিনীন -এর সামনে এনে দিলেন এবং বললেন, 'আমীরুল মুমেনীন! আমিতো এই খাই। দু'বেলাই এই শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নেই।' তখন হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'সিরিয়া এসে সবাই বদলে গেছে। কিন্তু আবূ উবায়দাহ! একমাত্র তুমিই পূর্বের অবস্থায় রয়েছ'।[৪৩]

সিরিয়ার শক্তিধর গভর্ণর এবং প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবূ উবায়দাহ (রাঃ) এত বিনয়ী ছিলেন যে, তিনি কখনো মূল্যবান বা স্বতন্ত্র ধরণের কোন পোশাক পরিধান করেননি এবং কোন উঁচু স্থানে বৈঠকখানা বানাননি। সাধারণ পোশাকে সিপাহীদের মধ্যে মাটির বিছানায় বসে পড়তেন। রোমকদের দূত আসলে জিজ্ঞেস করা ছাড়া জানতে পারত না যে, মুসলামনদের আমীর কে? মোটকথা তিনি বিনয় ও সাম্যের বিস্ময়কর উদাহরণ কায়েম করেছিলেন।[৪৪]

মৃত্যুঃ

হিজরী ১৮ সনে সিরিয়া ও ইরাকে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রদুর্ভাব দেখা দেয়। ইসলামের ইতিহাসে এই মহামারী 'তাউনে আমওয়াস' (طاعون عمواس) নামে খ্যাত। এই মহামারীতে মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং অনেক মুসলমান মারা যান। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবূ উবায়দাহকে (রাঃ) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার কথা বললে তিনি এতে অসম্মত হয়ে স্বীয় তাকদীরের উপর অবিচল থাকেন। অবশ্য পরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অনুরোধে তিনি নীচু, আর্দ্র ও অসাস্থ্যকর এলাকা থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাস্থ্যকর স্থান 'জাবিয়া'-তে স্থানান্তরিত হন। 'জাবিয়া' পৌঁছার পর তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠল, তখন তিনি হযরত মু'আয বিন জাবাল আনছারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ঐক্যবদ্ধ থাকার অছিয়ত করেন। অতঃপর ১৮ হিজরীর কোন এক সময় তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৫] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর।[৪৬]

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁর কাফন-দাফনের বন্দোবস্ত করেন এবং উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত বিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধুগণ! আজ এমন এক ব্যক্তি আমাদেরকে নিঃসঙ্গ করে চলে গেলেন, যাঁর মত নির্মল ও কোমল অন্তর, নিঃস্বার্থ, অহিংসুক, দূরদর্শী এবং জনগণের হিতাকাঙ্খী আমি আর দেখিনি। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে সকলেই দো'আ করুন'।

উপসংহারঃ

পরকালীন জীবন চির শান্তিময় করার জন্য মহানবী (ছাঃ) ও তাঁর হেদায়াত প্রাপ্ত ছাহাবীগণের জীবনাদর্শ আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বাস্তবায়ন একান্ত যরূরী। এছাড়া নাজাতের আশা কল্পনাতীত। আশারা মোবাশশারাহ্র অন্যতম ছাহাবী হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র (রাঃ) জীবনী পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, তাঁর পুরো জীবনটিই ছিল আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে বিমোহিত করেছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন যেমন আমাদেরকে আদর্শ রাজনীতিক হওয়ার প্রেরণা যোগায়, তেমনি তার সামরিক জীবনও আমাদেরকে আল্লাহ্র পথের নিবেদিত প্রাণ একজন মুজাহিদ হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেম, নেতার আনুগত্য, তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস, সাধারণ জীবন যাপন, অল্পে তুষ্ট থাকা, সদাচার, সত্যবাদিতা, পরহেযগারী প্রর্ভৃতি বহুমুখী গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তার জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সকলকে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর হেদায়াত প্রাপ্ত ছাহাবীগণের অনুসরণে আদর্শ মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮; গৃহীত; ত্বাবাক্বাতু ইবনে সা'দ।
৪৩. বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭; আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ২৭৮।
৪৫. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩; তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২।
৪৬. ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

مات شهيدا بطاعون عمو اس سنة ثماني عشرة - وله ثمان وخمسون سنة-

দ্রঃ তাক্বরীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

জুন'৯৮ সংখ্যার জবাবঃ হাদীছে আছে যে, মানুষের স্বপ্ন তিন রকম হয়ঃ (১) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (২) শয়তানের পক্ষ থেকে (৩) সারাদিনের কল্পনার ফল।

এখানে ঐ ব্যক্তি 'নিজের স্ত্রী তালাক' বলে বাদশাহ্র নিকটে দৃঢ়ভাবে কথা বলায় বাদশাহ সারাক্ষণ ঐ লোকের বর্ণিত ৩০টি ইয়াকূত বা মুক্তার কথা চিন্তা করেছেন, যা তাঁর আগামী ত্রিশ বছর রাজত্ব করার গ্যারান্টি। ফলে তিনি ঘুমে ঐ স্বপ্নই দেখেছেন। এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির অতি চালাকির প্রমাণ হয়েছে।

-আব্দুস সামাদ সালাফী।

বিয়াই সাহেব বিড়াল ধরতে কত দেরী

*-মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ**

এক এলাকায় ছিল একজন মোটা হুঁশের লোক। বুঝ হওয়ার পর থেকে তার কোন বিয়ের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়নি। সে কারণে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নিতান্তই কম। ইতিমধ্যে জনৈক নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে তার যাওয়ার সুযোগ হলো।

বেচারা তো আনন্দে আত্মহারা। ভাবলো যে, আজকে বিয়ে অনুষ্ঠানের আদ্যপান্ত দেখব এবং আগাগোড়া সব কিছু শিখে নিব। করলোও তাই। ঘটনাক্রমে একটা বিড়াল দুষ্টামী করায় বাড়ীর মালিকের নির্দেশে বাচ্চারা ওটাকে ধরে মাছধরা পলোতে আটকিয়ে রাখে।

ব্যস আর যায় কোথায়? ভদ্রলোক এবার শিখে নিলো যে, বিয়ে অনুষ্ঠানের ১ম কাজ হলো পলো দিয়ে বিড়াল আটকিয়ে রাখা। আর এ মতেই তার বিশ্বাস মযবুত হলো। পরবর্তীতে তার নিজের বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ছোটদেরকে বিড়াল ধরার নির্দেশ দিলে তারা জিজ্ঞেস করল, চাচা বিড়াল ধরবো কেন? চাচা বিয়ের অনুষ্ঠানের শুরুতে বিড়াল ধরতে হয় বলে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী বংশধরগণ এটা শিখে নিল। এভাবে চলতে থাকলো। এ নিয়ম ইতিমধ্যেই রেওয়াজে পরিণত হয় সাধারণ মানুষের কাছে। কারণ আলেম, ফাযেল, মুফ্তী, সুন্নী অনেকের চোখেই পড়েছে বিড়াল ধরার দৃশ্য। কিন্তু তারা কেউবা লজ্জায় কেউবা ভয়ে আর কেউবা উপেক্ষা করে আর কেউবা অন্য কোন কারণে এ বিষয়ে কোন কথা তুলেননি।

ঘটনাক্রমে ঐ এলাকায় জনৈক শায়খুল হাদীছ ছাহেবের আগমন ঘটে বরযাত্রী হিসাবে। বিয়ের কাজ শুরু করতে দেরী হওয়ায় বরযাত্রীদের পক্ষ হতে তাগাদা করলে কন্যা পক্ষ জানালেন, বিড়াল ধরতে দেরী হচ্ছে বিধায় আমরা শুরু করতে পারছিনা। শায়খ ছাহেব তো শুনে হতভম্ব! বলে কি! সাত পাঁচ ভাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, বিড়াল ধরা কিসের?

শুরু হলো তুলকালাম কাণ্ড। কেউ বলছেন, আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, হাদীছে না থাকলে কি এমনিই চলছে? কেউ বলে, আরে ও মৌলবী ঐ হাদীছ পর্যন্ত এখনও পৌঁছেনি। আদার বেপারীর জাহাযের খবর! যত্তোসব! কেউ বলে, আরে ওরা তো ওয়াহ্হাবী, নবীর দুশমন! ওদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তা করা ঠিক হবে না।

** ছাত্র, হাদীছ অনুষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।*

টোনা মুন্সী নামক জনৈক মুন্সীজী তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তৎক্ষণাৎ সে বেরিয়ে পড়ল বড় হুযূরকে ডাকার জন্য শায়খ ছাহেবকে শায়েস্তা করবে এ আশায়। পীর ছাহেবের কাছে বলা মাত্র তিনি গগণ ফাটানো ধমক দিয়ে বললেন, তোরা যাস কেন ঐ সব ইতর-ফাতরদের সাথে কথা বলতে, সব কথা হাদীছে থাকে নাকি? মুন্সীজী ধমক খেয়ে হাটে আর ভাবে ইসলাম যদি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হয়, তবে সব কথা হাদীছে থাকবে না কেন? এক পা দু'পা করে প্রিন্সিপাল ছাহেবের বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। কারণ গত জুম'আয় তিনি 'আজকের দিনে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ণ করলাম' এ আয়াত উল্লেখ করে খুৎবা প্রদান করেছেন। তাকে বলা মাত্র খুব দৃঢ় কণ্ঠে ও মায়ার সুরে বললেন, বাবা এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ফেৎনা করো না। জানোনা হাদীছে আছে-

'ফেৎনা করা হত্যার চেয়েও জঘন্য'। যাও এসব ছেড়ে দিয়ে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা কর। দ্বীন কায়েম হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুন্সীজী বিফল মনোরথ হয়ে পথ চলেন আর ভাবেন বিড়াল ধরা যদি হাদীছে নাই থাকে তাহ'লে তো বিদ'আত। আর বিদ'আতের প্রতিরোধ করা কি দ্বীন কায়েমের অংশ নয়? ইটের গায়ে শেওলা রেখে ঐ ইট দিয়ে যদি বিল্ডিং তৈরী করা সম্ভব না হয়, তবে সমাজ দেহে শিরক ও বিদ'আত রেখে দ্বীন কায়েম করা কেমন করে সম্ভব?

মুন্সী ছাহেব শায়খ ছাহেবের কাছে পৌঁছা মাত্র মুচকি হেসে শায়খ বললেন, কি ব্যাপার মুন্সীজী কিছু পেলেন? মুন্সী ছাহেব সব কথা বললেন। শায়খুল হাদীছ ছাহেব তাকে অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহকারে বুঝালে তিনি শিরক বিদ'আত ছেড়ে দিবেন আর কুরআন ও সুন্নাহ মাফিক জীবন যাপন করবেন বলে দৃঢ় সংকল্প করেন।

এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। বড় মুফতী ছাহেব ঘটনার সময় সফরে ছিলেন। তিনি বাড়ী আসলে তাঁকে উল্টা পাল্টা বুঝানোতে তিনি রেগে আগুন হ'লেন। শায়খকে দুরস্ত করার জন্য পরিকল্পনা নিলেন। পিরানী নেওয়ার জন্য শায়খ ছাহেব এলে মুফ্তী ছাহেবের সাথে লড়াই হবে বলে কথা পাকা হলো। অতঃপর অপেক্ষমান ঐ দিন এসে গেল। সবাই হতবাক হল দু'জনের কাণ্ড দেখে। শায়খ ছাহেব মুফ্তী ছাহেবকে দেখে দৌড়ে গিয়ে উস্তাদজী কেমন আছেন বলে জড়িয়ে ধরলেন। তুমি কেমন আছ বাবা বলে মুফ্তী ছাহেব তাকে কুশল বিনিময় করলেন। মুফ্তী ছাহেব বুঝতে পারলেন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল জাব্বার তার ছাত্র। উল্টা পাল্টা কথা বলেনি বরং সমাজের লোক তাকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই তিনি অকপটে স্বীয় ছাত্রকে বললেন, বাবা জনৈক মৌলবী উল্টা- পাল্টা বলে শুনে এসে দেখি তুমি। মনে কষ্ট নিওনা। শায়খ ছাহেব সব ঘটনা খুলে বলায় মুফ্তী ছাহেব বললেন, আমাদের এলাকার মানুষ যে বিড়াল ধরে রাখে তা তো আমার জানা ছিল। এক দু'বার চোখে পড়লেও ভেবেছি যে, দুষ্টামী করার কারণে ধরা হয়েছে। আসলে আমাদের সকলেরই উচিৎ, যেকোন কাজ বা কথা যাচাই করে নেওয়া। যাতে শিরক ও বিদ'আত সমাজে ঢুকতে না পারে।

মুফতী ছাহেব ইসমাঈল প্রামানিককে বিষয়টি তদন্ত নেয়ার দায়িত্ব দিলেন যে, কোত্থেকে কিভাবে চালু হলো? দীর্ঘ তদন্তের পরে প্রামানিক ছাহেব এর ইতিহাস তুলে ধরলে সকলের ধুম্রজাল কাটল।

* (লেখন প্রণীত 'ধুম্রজাল যখন কাটল' বইয়ের পাণ্ডুলিপির ১ম গল্প হ'তে সংক্ষেপায়িত)

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছের গল্প

কুরআনে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনা অবলম্বনে

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন চার জন। দু'জন মুসলমান ও দু'জন কাফির। মুসলমান দু'জন হচ্ছেন, হযরত সুলায়মান বিন দাঊদ (আঃ) ও হযরত যুলক্বারনাইন এবং কাফির দু'জন হচ্ছে 'নমরূদ' ও 'বখতে নাছর'।

রাজা 'বখতে নাছর' এক সময়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করেন। জনবসতিটি একেবারে শশ্মানে পরিণত হয়। তখন ঐ জনপদ অতিক্রম করছিলেন হযরত উযায়ের (আঃ)। তিনি দেখেন জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে। তথায় না আছে কোন বাড়ী-ঘর, না আছে কোন মানুষ। গাছ-পালা, তরু-লতা কিছুই নেই। এ অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোনদিন জনবসতিপূর্ণ হ'তে পারে? আল্লাহ এই শহরকে আবার কিরূপে পূর্বের ন্যায় করবেন? আল্লাহ তা'আলা তার এ সন্দেহের অবসান কল্পে এবং তাঁকে স্বচক্ষে আল্লাহ্র লীলা প্রদর্শনের জন্য তাঁর চোখে তন্দ্রা নামিয়ে দেন এবং তাঁকে মৃত্যু দান করেন। হযরত উযায়ের (আঃ) মৃত অবস্থাতেই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়। পলাতক বনী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যেই শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। নিমিষের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাস সবুজ-শ্যামল পরিবেশে নয়নাভিরাম হয়ে উঠে। ইতিমধ্যে একশত বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। সর্বপ্রথম তাঁর চক্ষুকে জীবন্ত করেন, যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণাঙ্গ দেহ প্রাপ্ত হন, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কত দিন ধরে মৃত অবস্থায় ছিলে? উত্তরে তিনি বলেন, একদিন বা তার কিছু অংশ। এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং শত বছর পর যখন তিনি জীবিত হন, তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ তাঁকে বলেন, তুমি পূর্ণ একশত বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য কর! পাথেয় হিসাবে যে খাদ্য তোমার নিকটে ছিল, তা একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐ রূপই রয়েছে। পঁচেও নি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি। ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর ও ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি কিংবা আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিস স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান আছে'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে সে দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার চোখের সামনেই তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি স্বয়ং তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন করতে চাই, যেন ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। হযরত উযায়ের (আঃ) গাধার দিকে তাকাতেই বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি স্ব স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামো রূপে দাঁড়িয়ে যায়। ওগুলোতে গোস্ত মোটেই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা গোস্ত, শিরা ইত্যাদি সংযোজন করে দেন। অতঃপর ফেরেশতা পাঠিয়ে তার নাসারন্ধ্রে ফুক দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তৎক্ষনাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। মহান আল্লাহ্র কারিগরী তাঁর চোখের সামনেই সংঘটিত হ'তে থাকে, যা হযরত উযায়ের (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করতে করতে বলে উঠেন, 'আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলই যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশী জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী'। আল্লাহ বলেন, তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপরেই ক্ষমতাবান। -ইবনু আবী হাতেম, ইবনু জারীর, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হ'তে।

[ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৯ আয়াত

* *প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, গাংনী কলেজ, মেহেরপুর।*

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

তব তারুণ্যে

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

হে তরুণ! তব তারুণ্যে
উজ্জ্বল হোক দিগ্বিদিক
অন্ধকার কালো কলুষিত দূরি
আলোকিত হোক চতুর্দিক।
বাধার পাহাড় প্রাচীর ভাঙিয়া
সম্মুখ পানে হও আগুয়ান
পশ্চাতে ফেলি অতীত কাহিনী
ভবিষ্যতের গাহিয়া গান।
তোমাদের নব উত্থানে আজ
পড়ুক বিশ্বে নতুন সাড়া
মুছে ফেলে দাও বিশ্ব থেকে
কলুষিত যত জাহেলী ধারা।
দ্বীনের তরে পৃথিবীর পরে
চালাও তোমার নব অভিযান
বিশ্বের বুকে রয়ে যাক শুধু
আল্লাহ্‌র দেওয়া পাক বিধান।

***

যৌবনেই জিহাদ

-তোফায়েল আহমাদ
জামালপুর।

এক পাও দেবেনা উঠাতে
ছায়াহীন শেষ বিচার দিনে
আমার যৌবনে, জাতীর এমন দুর্দিনে
আমি যদি জিহাদে না যাই।
সভ্য শিরোনামের এ নির্লজ্জ সমাজে
আমি যদি যুদ্ধে না নামি।
সব অনিয়ম দেখেও যদি বসে থাকি
অবহেলায়, চরম অলসতায়
তবে মানব জন্মই আমার বৃথা হবে।
আজও দেখা যায় মাজার নামি কবরে
নামধারী ধার্মিক মানুষের নোয়ানো মাথা
ফুলের তোড়া হাতে মুসলমানরাও করছে পূজা
খবরের কাগজে এখনো আসে প্রতিদিন
ধর্ষিতা কিশোরির মলিন চেহারা।
বিচারের নামে সাজা হয় অবিচার
পাপে পাপে পূর্ণ করে জীবন
ধ্বংস করে জগৎ, সমাজ ও সংসার।
আমার যৌবনে, জাতির এমন দুর্দিনে
ফরয এখনই আমার জিহাদে নামার।

***

জাগো মুসলিম

-শেখ আশারাফুল আউয়াল
বুলারাটী, সাতক্ষীরা।

অন্ধকার ভরা এই পৃথিবীতে আজ
ইসলামের শত্রুরা পরছে যে তাজ।
ইসলামের শত্রু ওরা চিরদিন,
তুমি কি জানো না?
সালমান রুশদী, তাসলীমা নাসরীন,
কার কাছে লাই পেয়ে আজ ওরা বেদ্বীন?
শান্তির বসনিয়া কবরেতে পূর্ণ
রুশদের অস্ত্রে সব নিশ্চিহ্ন।
এখনো সময় আছে, যাও ছুটে যাও,
ভাই-বোন অসহায়, তাদের বাঁচাও।
চারিদিকে হাহাকার সব যেন শূন্য
মরছে সে তোমারই ভাই, হে মুসলিম বিশ্ব!
তবু কেন খালি হাতে হচ্ছ তুমি নিঃস্ব?
তুলে নাও অস্ত্র, ছুড়ে ফেল দাও মমতা
যালেমকে মারতে কিসের অক্ষমতা?
ভুলে কি গেছ তুমি? তোমার দেহের শক্তি,
হাত-পা-নাক-কান সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।
তবু কেন পিছপা-তাঁর সংগ্রামেতে?
মরলেও লাভ আছে যাবে জান্নাতে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিপ্লবী সেনা

-মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হে রাসূলের বিপ্লবী সূর্য সেনা!
বেলাল, ওমরের পথ তোমায় আছে চেনা।
গ্রাস করছে তোমায়-করছে দিকে দিকে,
ইসলাম বিমুখী সভ্যতায়।
নিমজ্জিত হচ্ছে-অন্ধ ও বধির মানুষ
সু-স্বপ্নের গভীর তিমিরে।
ধুকে মরছে -আল্লাহ বিমুখ অভিশপ্ত জীবনে
প্রতিটি মহূর্তে প্রতিটি ধাপে
সুন্দর সুদূর হাস্যোজ্জ্বল অতীত থেকে,
বর্তমান দ্বন্দ্বের ময়দানে
পুঞ্জীভূত ভুল তোমাকে ভাঙ্গতেই হবে
আঁধারের পর্দা ছিড়ে জ্বলন্ত আভায়
কারো সুর্যোকরোজ্জ্বল জীবন্ত রেখায়।
এবার এসেছে দিন সেই প্রতীক্ষিত,
ওঠো জেগে নির্ভয়ে দীপ্ত অকম্পিত।
সারা বিশ্বে চালাও উত্তাল আলোড়ন,
প্রয়োজন তাওহীদের জ্যোতির বিচ্ছুরণ।
তুমি দুর্জয়-দুর্বার, আছে কে? সাধ্য কার?
করিবে কে গতিটারে বাধাদান।
রাত্রি রুদ্ধ কণ্ঠ হতে-
ঝরবে এবার দ্বীনের গান।
শোনাও সকলকে সেই দুরাগত প্রত্যয়,
দীপ্ত অবিনাশী ঘোষণা মুক্তির।
মৃত্যুর কফিনের কথা স্মরিয়ো সবাইকে,
শোনিবে কেউ বিস্ময়ে, কেউ ক্রোধে,
কেউ একরাশ অনাবিল মুগ্ধতায়।

***

আত-তাহরীক

- মুহাম্মাদ আমীর হোসাইন
গ্রামঃ ঘিওন
নাচোল, চাপাইনবাগঞ্জ।

ফুটিল আশার কুসুম হৃদয় কাননে,
যাহা মুকুলিত ছিল এতদিন অতীব সংগোপনে
তোমারি প্রতীক্ষায় রত বসে আছি,
পৌঁছিবে কবে তোমার এ শুভাগমন বারতা
খোশ-আমদেদ! খোশ-আমদেদ! হে আত-তাহরীক!
তব আগমনে, নব জাগরণে মহা বিপ্লবের ধারায়
রচিত হ'ল ইসলামী তাওয়ারীখ।
তুমি আগত, তুমি স্বাগত, তুমি বরণীয় অতিথি,
মহাকালের মহাদর্শের তুমি সুত্রধর,
তোমার নিখুঁত রূপ রেখা হয়ে থাক চিরঞ্জীব।
তব আগমনে কলরব করে পাখিকুল বনে,
প্রক্ষালিত করে পালক তাদের খুশির সাগরে,
গুণ গুণ রবে মধুর করে গুঞ্জন
দোয়েল, শ্যামা, চকোরী, পাপিয়া বসে তমাল ডালে
খুশিতে মাতিয়া নাচিয়া নাচিয়া গায় তব জয়গান।

***

দাওয়াত ও জিহাদ

-হাফেয রহমাতুল্লাহ
রাউত নগর
রাণী শংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উষ্ণ মরুর পথটি বেয়ে দ্বীনের নবী চলেন
দরদ ভরা বক্ষে কেবল দ্বীনের কথা বলেন।
কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে চলেন অবিরাম
পেলব শরীর বেয়ে কেবল টপকে পড়ে ঘাম।
কালিমা আঁকা পতাকা হাতে দ্বীনের নবী ছোটে
লক্ষ তরুণ কাতার ধরে বাধার পাহাড় টুটে।
কখনোবা রক্ত ঝরে নবীর বদন বেয়ে
দুষ্ট কাফির কখনোবা আসে ভীষণ ধেয়ে।
এ 'দাওয়াত ও জিহাদে'র পথটি কঠিন ভাই
এ পথ ছাড়া অন্য পথে মুক্তি কভু নাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

মহিলাদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্বিয়াম

*সংকলনেঃ নূরুন্নাহার বিনতে আব্দুল মতীন**

'ক্বিয়াম' আরবী শব্দ। যার বাংলা অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া। মানুষের দাঁড়ানো তিন প্রকার। (১) আল্লাহ তা'আলার জন্য। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে। এরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যই একনিষ্ঠভাবে দাঁড়াও' (সূরা বাক্বারাহ ২৩৮)। (২) বৈষয়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। যেমন অসুস্থ বা বিপদগ্রস্থ লোককে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ানো। সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। ফলে আনছার ছাহাবীগণ রাছূলের নির্দেশে তাঁকে সওয়ারী থেকে নামানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'ক্বিয়াস' অধ্যায়, হা/৪৬৯৫। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের নির্দেশ পাওয়ার সম্ভাবনায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কথাবার্তা বলতেন। অতঃপর যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন, ছাহাবায়ে কেরামও দাঁড়াতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দেখতে পেতেন যে, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেছেন (মিশকাত)। এসময়ের দাঁড়ানো নিছক কোন সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয় বরং তা মজলিস সমাপ্তির পর প্রস্থানের উদ্দেশ্যে এবং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটা ছিল হয়তবা তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনার কারণে। কেননা অপর আরেকটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, 'আমরা তাঁর চারপাশে বসে থাকতাম। তিনি (কোন প্রয়োজনে) উঠে যাওয়ার সময় পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা করলে নিজের জুতা কিংবা পরিধানের অন্য কিছু রেখে যেতেন। এতে ছাহাবীগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি ফিরে আসবেন। ফলে তাঁরা স্বস্থানে বসে থাকতেন (আবু দাউদ, মিশকাত)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি উঠে দাঁড়ালেও ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন না; কারণ এটা তাঁর বিদায়ী দাঁড়ানো ছিল না।

এমনিভাবে প্রয়োজনে দাঁড়ানোর মধ্যে মেযবান কর্তৃক মেহমানের জন্য দাঁড়ানোও অন্তর্ভুক্ত। এটা অতিথির অভ্যর্থনা, যা তার সাথে উত্তম ব্যবহারের নিদর্শন। আর অতিথিপরায়নতা ইসলামের কাম্য। এ দাঁড়ানোও সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। কেননা সম্মানের দাঁড়ানো শুধুমাত্র উর্ধ্বতনদের জন্য হয়। অথচ মেহমানের তারতম্যের কারণে উর্ধ্বতন মেযবানও অধীনস্থ মেহমানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন- নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্য দাঁড়াতেন যখন তিনি পিতার গৃহে আসতেন। অনুরূপভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন কন্যার গৃহে যেতেন তখন ফাতিমাও (রাঃ) তার জন্য দাঁড়াতেন।

এছাড়া অনেক সময় সান্ত্বনা দানের জন্যও দাঁড়ানো হয়, যাতে বিমর্ষ ব্যক্তিকে অথবা সাফল্য অর্জনকারীকে খুশী করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন- কা'ব ইব্‌নে মালিকের (রাঃ) তওবা কবুল হওয়ার প্রেক্ষিতে ত্বালহা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। আর এসবই হল প্রয়োজনের জন্য দাঁড়ানো যা দোষের নয়। (৩) তা'যীমী ক্বিয়াম বা সম্মানের দাঁড়ানো যাতে নিছক সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত কোন উদ্দশ্যে নেই। যেমন- শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় ছাত্রদের দাঁড়ানো। অনুরূপভাবে শাসক বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপস্থিতিতে অধীনস্থদের দাঁড়ানো এবং মীলাদ মাহফিলে অনুপস্থিত ব্যক্তির স্মরণে অবান্তর দাঁড়ানো ইত্যাদি।

ইসলাম এপ্রকার দাঁড়ানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এবিষয়ে খুশী হয় যে, লোকেরা তাকে দেখে উঠে দাঁড়াক, সে ব্যক্তি জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক। -তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৬৯৯।

ক্বিয়াম পন্থীদের একটি দুর্ভাগ্যজনক আচরণের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর তা হ'ল উল্লেখিত মর্মের হাদীছের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের হীন প্রচেষ্টা জায়েয করার লক্ষ্যে তারা বলছেন, "হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বীয় বিনয়, সরলতা ও ভদ্রতা প্রকাশে দাঁড়ানো পসন্দ করতেন না। এ প্রকার বিনয় বা শিষ্টতা ইত্যাদির উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমাদের ঘরে কোন মেহমান আসলে তাঁকে মেহমানদারী করতে গিয়ে যখন কোন খাদ্যদ্রব্য তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন ঐ মেহমান সৌজন্য ও ভদ্রতা সূচক 'থাক, থাক' বা 'না না, আর দরকার নেই' ইত্যাদি বলে থাকেন। যার প্রকৃত অর্থ এই নয় যে, তাঁর খাওয়া শেষ হয়েছে, বরং তা শিষ্টাচার বা ভদ্রতা জনিত অনিচ্ছা মাত্র। এমতাবস্থায় আমরা কেউ তাঁর অনিচ্ছার প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করিনা, বরং অধিক আগ্রহ সহকারে তাঁর খাওয়ার প্রতি যত্নবান হই।' আর এ কারণেই রাসূলের (ছাঃ) উক্ত দাঁড়ানোর ইচ্ছাজনিত নিষেধাজ্ঞার প্রতি আমল না করে বরং তা লংঘণ করাই মোস্তাহাব'। -আল-বাইয়িনাত, ৩৬ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৬।

উল্লেখ্য যে, মেহমানের ঐরূপ সৌজন্যের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কোন নিষেধাজ্ঞার তুলনা করা সুস্পষ্টভাবে তাঁর সমুন্নত মর্যাদার অবমাননা করার শামিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কখনই ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে তা'যীমী ক্বিয়াম পাবার আশা গোপন করে সৌজন্য মূলক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা

* গ্রামঃ সুলতানপুর (নয়াপাড়া) পোঃ + থানাঃ শিবগঞ্জ, জেলাঃ বগুড়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

কৃত্রিমতা প্রকাশ করেননি। কেননা তিনি কোন কৃত্রিম নবী ছিলেন না। এরশাদ হচ্ছে 'বলুন আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্তও নই' (সূরা ছোয়াদ ৮৬)।

যারা স্বয়ং নবীর (ছাঃ) পুত চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে দ্বিধাবোধ করে না, তারা তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম-এর উপর মিথ্যারোপ করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যেমন তারা বলছে, 'বিশিষ্ট ছাহাবীগণ অনেক ক্ষেত্রে যে সকল আদেশ বা নিষেধ সৌজন্য এবং ভদ্রতা প্রকাশক সে সকল আদেশ বা নিষেধ তার শব্দগত অর্থে গ্রহণ করেননি বা তার উপর আমল করেননি বরং তা লংঘন করাই মোস্তাহাব মনে করেছেন (আল বাইয়িনাত পৃষ্ঠা ১২৭, সংখ্যা ৩৬ আগষ্ট ১৯৯৬)।

আমরা এ হীন অপবাদের প্রতিবাদ আমাদের মুখ দিয়ে নয় বরং ছাহাবায়ে কেরাম-এর সত্যবাদী যবান ও আচরণ দিয়ে করাই শ্রেয় মনে করি। যেমন- আনাস (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট ছাহাবী ও দশবছরের খাদেম ছিলেন, তিনি বলেন, 'ছাহাবায়ে কেরাম-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তথাপি তারা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন যে, এটা তাঁর অপসন্দ ছিল (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮)। অনুরূপভাবে উকবাহ ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, 'আমি মদীনার গলিপথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর সাথে তাঁর উটের লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে বললেন, এসো এবার তুমি আরোহণ করো। আমি চিন্তা করলাম যে তাঁর কথা না শোনা অবাধ্যতা হবে। তাই আরোহণ করতে সম্মত হলাম' (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে কাছীর)।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন, তখন আবূবকর (রাঃ) -এর উপর ইমামতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। একদা তাঁর ছালাত আদায়ের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। ফলে দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। তাঁর এ আগমনের শব্দ পেয়ে আবূবকর (রাঃ) পিছনে সরে আসার উপক্রম করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিতে তাঁকে স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে বলেন এবং নিজে এসে আবূবকর (রাঃ) -এর বাম পার্শ্বে বসে পড়েন। তিনি বসে বসে ছালাতের ইমামতি করেন এবং আবূবকর (রাঃ) দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর অনুসরণ করেন, আর অন্য মুছল্লীরা আবূবকর (রাঃ)-এর ছালাতের অনুসরণ করেন (সার সংক্ষেপ, মুসলিম)।

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার পূর্বে রাসূলের (ছাঃ) অনুপস্থিতির কারণে আবূবকর (রাঃ) আরো একবার ইমামতিতে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছনে সরে আসার উপক্রম করায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে স্বস্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তথাপিও তিনি পিছনে সরে এসে সারিতে দাঁড়ান। ছালাতান্তে তাঁকে বলা হয় হে আবূবকর! আমি নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও কেন তুমি স্বস্থানে থাকলে না? উত্তরে তিনি বলেন, আবূ কোহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে ইমামতি করাটা শোভনীয় নয়। আর এ হাদীছকে কেন্দ্র করে ক্বিয়াম পন্থীরা সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আবূবকর (রাঃ) যেমন রাসূলের ঐ আদেশ অমান্য করেছেন তদ্রুপ ক্বিয়াম না করার হাদীছটিও অমান্য করা জায়েয; কেননা এগুলি তাঁর সৌজন্য মুলক আদেশ।

সত্য কথা কি? শুধু আবূবকর নয় বরং আরো অনেক ছাহাবীর জীবনেই ঐরূপ আপাতঃদৃষ্টির আদেশ অমান্য করার ঘটনা ঘটেছে। যেমন- 'আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদিন আমার ছালাতরত অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে ছালাত আদায় করতে থাকি। ছালাতান্তে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন, ডাকার সাথে সাথে তুমি আসলে না কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) আমি ছালাতে রত ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করেন আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূল যখন তোমাদের জীবনদায়ক কোন কিছুর দিকে আহ্বান করবে তখন তোমরা সে আহবানে সাড়া দিবে। আমি চুপ থাকলাম' (আহমদ, ইবনে কাছীর)।

এমনিভাবে যয়নব (রাঃ) ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত যায়েদ (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু যখন আয়াত নাযিল হয় অর্থাৎ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সেতো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট' (সুরা আহযাব ৩৬)। তখন তাঁরা উক্ত অসম্মতি প্রত্যাহার করে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অনুরূপভাবে আবূবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সামনে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে পরস্পর কথা কাটাকাটি করেন। ফলে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়; যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছার পরিপন্থী ছিল। এ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সূরা হুজুরাতের শুরুর আয়াত সমূহ নাযিল হয়। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র কসম এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির স্বরে কথা বলব (বায়হাক্বী)। ওমর (রাঃ) এর পর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হত (মা'আরেফুল কুরআন)। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রকৃত মর্ম

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুধাবনের পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম দ্বারা বাহ্যতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লেও পরবর্তীতে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতঃ অনুরূপ আচরণের পুণারাবৃত্তি তাদের দ্বারা আর কখনও ঘটেনি। যার প্রমাণ আবূবকর (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের প্রায় শেষ নির্দেশ পালনার্থে ইমামতের স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকার ঘটনাসহ উল্লেখিত অন্যান্য ছাহাবীগণের আচরণ দ্বারা সুস্পষ্ট। সুতরাং দু'একটি ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি দ্বারা তাঁদেরকে আদেশ অমান্যকারীরূপে সাব্যস্ত করা আর সেই সাথে নিজেদের হীন আচরণের বৈধতা নিরূপন করা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ?

স্মর্তব্য যে, কিছু লোক ক্বিয়ামের মনগড়া শ্রেণী বিভাগ করে বলে থাকে যে, 'ক্বিয়ামে হুব্বী' (মহব্বতের দাঁড়ানো) এবং 'ক্বিয়ামে তা'যীমী' (সম্মানের দাঁড়ানো) শরীয়তে জায়েয। তবে 'ক্বিয়ামে তাকাব্বুরী' (অহংকারী দাঁড়ানো) হারাম। অথচ ইসলামী শরীয়তে এরূপ শ্রেণী বিভাগ স্বীকৃত নয়। কেননা আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা 'ক্বিয়ামে হুব্বী' নাজায়েয প্রমাণিত। ফাতেমা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে পারস্পরিক দাঁড়ানোর যে হাদীছ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তা যদি 'ক্বিয়ামে হুব্বী' হয় যেমন অনেকে বলে থাকে, তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরাম -এর 'ক্বিয়ামে হুব্বী' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অপসন্দ করতেন না। আর এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, ওটা 'ক্বিয়ামে হুব্বী' কিংবা তা'যীমী ক্বিয়াম নয় বরং তা মেহমানদারীর হকের মধ্যে গণ্য? অনুরূপভাবে তা'যীমী ক্বিয়ামও মু'আবিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, 'তা'যীমী ক্বিয়ামে'র মধ্যে তাকাব্বুরী নিহিত থাকতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সে সমস্ত অহংকার থেকে মুক্ত ছিলেন। তবুও তিনি তা নিষেধ করেছেন। আর এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্বিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য তাকাব্বুরী কোন শর্ত নয় বরং নিছক উচ্চ মর্যাদা, বুযুর্গী অথবা মহব্বতের কারণে দাঁড়ানোই হারাম, কেননা তা জাহেলী প্রথা। আর এ জন্যই মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর জন্য দাঁড়ানোকে অপসন্দ করে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে শাস্তিযোগ্য হাদীছ শুনিয়ে সাবধান করে দেন। ইমাম বুখারী আল- আদাবুল মুফরাদ-এ 'কারো সম্মানে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদে ঐ হাদীছটি সংযোজন করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, 'একদা মু'আবিয়া (রাঃ) আসেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বসা অবস্থায় ছিলেন। তখন ইবনে আমের উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনে যুবায়ের বসা অবস্থায় থাকলেন। আর তিনি ছিলেন (ইবনে আমের অপেক্ষা) অধিকতর মর্যাদা (জ্ঞান) সম্পন্ন। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দারা তার জন্য দণ্ডায়মান হলে খুশী অনুভব করে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়'। প্রাগুক্ত টীকা নং.....।

সুতরাং এ স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ যুগের স্যার ও হুযূরদের সম্মানে দাঁড়ানো নিষেধ। কেননা তা জাহান্নামে প্রবেশের কাজ। আর মীলাদে দাঁড়ানো যে নিষেধ তা আরো শক্তিশালী। কেননা তা স্পষ্ট বিদ'আত। একথা সকলেরই জানা যে, মানুষ কোন উপস্থিত ব্যক্তির সম্মানেই দাঁড়ায়। অনুপস্থিত ব্যক্তি, তিনি যতই সম্মানী হৌন না কেন তার জন্য কেউ দাঁড়ায় না। আর যার জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর পরিব্যপ্ত, একমাত্র সে সত্তাই বিনা মাধ্যমে মীলাদ মাহফিলগুলির খবর অবগত। বলাবাহুল্য এ গুণের একচ্ছত্র অধিকারী সেই পবিত্র সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুতরাং মীলাদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর উপস্থিতির কল্পনায় দাঁড়ানো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করারই নামান্তর। কেননা এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ফেরেশতারা ভূপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের সালাম আমাকে পৌঁছায়' (নাসাঈ, মিশকাত ছালাত অধ্যায়, হা/৯২৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার রূহে পৌঁছায়। যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দেই' (আবুদাউদ, সনদ হাসাল, মিশকাত হা/৯২৫)। তাই দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সকল অবস্থায় দরূদ পড়া জায়েয হলেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর সম্মানে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়া বিদ'আত।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় হ'ল- ক্বিয়াম নামের যে আমলটি ঈমানের ব্যাপারে হুমকি; তা দ্বারা অশেষ ছওয়াব লাভের আশা পোষণ করে ক্বিয়াম পন্থীরা বনী ইসরাঈলের কথিত ঘটনা বর্ণনা করে বলে যে, তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর নাম মোবারক দেখে এক ব্যক্তি তাতে চুম্বন করে দু'শত বছরের গুনাহ মাফ পেয়েছে। অতএব তাঁর উম্মত তাঁর প্রতি সম্মানার্থে যদি ক্বিয়াম করে তবে সে তার চেয়েও বেশী ফযীলত লাভ করতে পারে (আল-বাইয়িনাত, আগষ্ট ৯৬, ৩৬ সংখ্যা)।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সব চেয়ে নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট তারা, যারা তাদের নবীর আনীত বস্তু হতে বিমুখ হয় এবং অন্য নবী ও সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়' (ইসমাঈলী মোজামে এবং ইবনে মারদুইয়া-এর বর্ণনা, উঁছূলুল ঈমান)। নবীর নির্দেশ হ'ল তাঁর সম্মানার্থে ক্বিয়াম না করা। অথচ নিজ নবীর নির্দেশ অমান্য করে অন্য নবীর উম্মতের প্রতি আকৃষ্ট হ'লে তারা নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট, না বিচক্ষণ আলেম, তা

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

বিবেকবানদের বুঝা উচিত।

আসলে মীলাদে ক্বিয়াম করে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কখনও সম্মান প্রদর্শন করা হয় না বরং তা হয় প্রবৃত্তির (খেয়াল-খুশীর) পূজা। এটা ঐরূপ, যেমন বর্তমান যামানায় কিছু নির্বোধ লোক কোন শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একমিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরশাদ হচ্ছে 'তুমি কি তাকে দেখনা যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে। তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে' (সূরা আল-ফুরকান ৪৩)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, শরীয়ত বিরোধী খেয়াল-খুশী (প্রবৃত্তি) এক প্রকার মূর্তি, যার পূজা করা হয়' (মা'আরেফুল কুরআন)। সুতরাং মীলাদ, ক্বিয়াম ইত্যাদি এক একটা খেয়াল-খুশী, যার পূজা করা হয়।

সম্প্রতি 'মুহাম্মাদীয়া জামিয়া শরীফের পক্ষ থেকে চমক লাগানো একটি চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে 'মীলাদ-ক্বিয়াম নাজায়েয প্রমাণ করতে পারলে দু'হাযার পাউণ্ড পুরস্কার দেয়া হবে (ঢাকা, দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৫শে অক্টোবর/৯৭, সূত্রঃ আল-বাইয়িনাত ফেব্রুয়ারী/৯৮)।

উল্লেখ্য যে, আমরা অর্থের বিনিময়ে কারো চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উৎসুক নই। কারণ সেটা যেমন নেহায়েত বোকামী তেমনি এক প্রকার জুয়াও বটে। বাংলার মানুষের একথা জানা আছে যে, কেউ তাকে বুঝাতেও পারবেনা হালের গরুও খোয়া যাবে না। ঐ চ্যালেঞ্জের প্রতি উত্তর প্রদানের পিছনে ইসলামী ঐতিহ্য সমুন্নত হোক এটাই আমাদের কাম্য।

প্রসংগক্রমে বলতে হচ্ছে যে, চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী দলটি তাদের মুখপত্র মাসিক আল-বাইয়িনাত জুলাই/৯৭-এর সম্পাদকীয়তে বলেছে, (ঈদে মীলাদুন্নবী) 'সকল ঈদের জনক বিধায়, এ ঈদের কাছে আর সব ঈদ এবং তাবত ফযীলত ও বরকতপূর্ণ দিনের আনন্দ নিতান্তই ম্লান'।

স্মর্তব্য যে, ঈদ মুসলিম জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিদর্শন। আর ইসলাম যেহেতু কোন মানব রচিত দ্বীন নয়, সেহেতু ইসলামের ঈদ কোন ইজমা-ক্বিয়াস দ্বারা নয় বরং তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর বাণী দ্বারা নির্ধারিত হ'তে হবে। যেমন হয়েছে 'ঈদুল ফিতর', 'ঈদুল আযহা'। অমনিভাবে জুম'আর দিনগুলিও ঈদরূপে নির্ধারিত। কেননা ঈদ বলা হয় ঐ বিশেষ সমাবেশকে যা প্রতি বছর, মাস কিংবা সপ্তাহান্তে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। ফলে এটা কোন গোপন বিষয় নয় যা হঠাৎ করে কোন এক যুগে জাতির নিকট ঈদরূপে গণ্য হবে। এক্ষণে ঈদে মীলাদুন্নবী বা সীরাতুন্নবী যা নাকি 'ঈদুল ফিতর', 'ঈদুল আযহা' এবং জুম'আর দিনকেও ম্লান করে দেয়, তা কি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত? নাকি বিদ'আতের কারখানা থেকে আবিষ্কৃত? সত্যকথা স্বীকার করুন! ভয় পাবেন না, আমরা আপনাদের পাউণ্ড চাইনা। আমরা চাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বারা কাউকে হেদায়াত দান করুন, যা আমাদের নিকট লাল উট অপেক্ষাও উত্তম (বুখারী)।

সত্য কথা বলতে কি! 'ঈদে মীলাদুন্নবী' অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম তারিখ, মূলতঃ তা-ই সুনিশ্চিত নয়। কেননা এ ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। যেমন ২রা, ৮ই, ৯ই, ১০ই, ১২ই ও ১৮ই রবিউল আউয়াল বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তবে যেটা নিশ্চিত কথা সেটা হল তাঁর জন্মদিন সোমবার। কারণ এ দিনটিতে তিনি ছিয়াম পালন করতেন আর বলতেন, এই দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনেই আমার উপর অহি নাযিল হয়েছে (মুসলিম)। আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, তিনি তাঁর জন্ম তারিখের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি বরং জন্ম দিনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তিনি জন্মবার্ষিকী পালন করতেন না, যেমন এ যুগে তাঁর উম্মতের কিছু লোক করে থাকে।

বস্তুতঃ জন্মবার্ষিকী পালন বিজাতীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফিরআওন জন্মোৎসব পালন করত (ফাতাওয়া নাযিরিইয়াহ ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী), খৃষ্টানরা পালন করে তাদের নবীর জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাসডে'। সুতরাং 'ক্রিসমাসডে' বা বড় দিন আর 'মীলাদুন্নবী'র মধ্যে নামের পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্যে অভিন্ন। আর বিজাতীয়দের সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্য রাখা নিষেধ। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে আমাদের দলের নয় যে আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তোমরা ইহুদীর সাদৃশ্য গ্রহণ করোনা এবং খৃষ্টানদেরও না' (তিরমিযী, মিশকাত; মীলাদুন্নাবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী)।

নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মীলাদুন্নাবী বা নবীর জন্মকাল উপলক্ষে তাঁর উপর দরূদ-সালাম পাঠ করা সে নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন ছিয়াম পালন করলেও ঐ দিন তাঁর জন্ম উপলক্ষে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের কোন নির্দেশ দেননি বরং জুম'আর দিন তাঁর প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন, (আবু দাউদ, মিশকাত, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/ ১৩৬১)।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

জুলাই'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **নওদাপাড়া মাদরাসা থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, হোসায়েন আল-মাহমূদ ও মাস'উদ আলম মাহফূয।

❐ **হাতেমখাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** দেলোয়ার হোসায়েন, মুক্তার হোসায়েন, শফীকুল ইসলাম, রেশমা আখতার, তাসনিম হুদা, সালমা খাতুন, জুবায়দা শাহীনুর, আবূ সায়েম ও আহমাদুল্লাহ।

❐ **মসজিদ মিশন একাডেমী, বড়কুঠি, রাজশাহী থেকেঃ** ওয়ালিউর রহমান, রাশেদুল ইসলাম, নাহিদ হাসান, ফয়সাল ইসলাম, জাহিদ হাসান ও গোলাম রহমান।

❐ **রাজশাহী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** তাসনীমা ইয়াসমীন, নিতু সুলতানা, রাযিয়া খাতুন, শারমীন আখতার, শারমীনা খাতুন, দিলরুবা আলম, শারমীন আখতার ও সাথীয়া খাতুন।

❐ **আযীযুর রহমান খলীফা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলাবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** তামান্না ইয়াসমীন, যয়নাব খাতুন, রুমানা খাতুন, আরেফিনা, জান্নাতুন নাহার, নাসিরা খাতুন, মীযানুর রহমান, নূরুল ইসলাম, হাসান আলী ও আব্দুল মুহাইমিন।

❐ **শেখপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** নাজনীন আরা বিনতে নাজিমুদ্দীন, জান্নাতুল ফেরদৌস, রেহেনা বিনতে আমজাদ আলী, হালীমা বিনতে আলম, ফাহিমা খাতুন, সৈয়দাতুন নেসা, আসমাউল হুসনা, শামীমা আখতার, রাযিয়া আখতার, নাসরীন আরা, জেসমীন নাহার, কমেল্লা খাতুন, সুবেদা আখতার, নাজমা খাতুন, শরীফা আখতার, মারুফা আখতার, খালেদা খাতুন, রাশীদা আখতার, রাহেলা খাতুন, মাহমূদা খাতুন, ময়না খাতুন, মানসূরা ফেরদৌস, আজনীনা আখতার, সালমা আখতার, শামীমা আখতার, নাজমা বিনতে নাজিমুদ্দীন, রীনা আখতার, রেনুয়ারা আখতার, রওশনা খাতুন, রহীমা খাতুন, শাকীলা খাতুন, মাহ্ফূযা, হারূনুর রশীদ, মাহবূব ইসলাম, ইবরাহীম বিন আলম, মিনহাযুল, ইবরাহীম, আনোয়ারুল ইসলাম, রাযু আহমাদ, মুমিনুল ইসলাম, ছিদ্দীকুর রহমান, পিয়ারুল ইসলাম, ইয়াহইয়া, আলমগীর, জয়নাল আবেদীন, হাবীবুর রহমান, আলাউদ্দীন, শামীম, নাজিমুল ইবনে ছালাম, কিবরিয়া ও ইসমাঈল ইবনে নাজিমুদ্দীন।

❐ **নগরপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস বিনতে আব্দুস সাত্তার, মুসলিমা বিনতে শামসুল হুদা, বুলবুল আহমাদ ইবনে আতাউর রহমান, খালেদা বিনতে আব্দুল খালেক, মমতাজ বিনতে নাজিমুদ্দীন, শরীফা খাতুন, সুফিয়া খানম, রাশিদা খানম, ফরিদা খানম, ফরিদা আখতার, জেসমিন আখতার, আফরোযা আখতার, খাইরুন্নাহার, রোযী আখতার, আনোয়ারা আখতার, সামাউল ইমাম ইবনে আব্দুস সাত্তার, আব্দুল আউয়াল, নজরুল ইসলাম, আলাউদ্দীন, আব্দুল্লাহ আল-খালেদা ইবনে মজীবুর ও তারিক বিন হাবীব।

❐ **হড়গ্রাম, আমবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** তানিয়া খাতুন, জুলেখা খাতুন, মোস্তাকিয়া শারমীন, ফাতেমা খাতুন, ফাতেমা জহুরা, তারা খাতুন, মেহের যাবীন, বুলবুলি ও স্বজন হোসায়েন।

❐ **হাড়ুপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মারিয়া খাতুন, উম্মে সীনা, মুশতারী জাহান, জেসমিন আরা, আনজুয়ারা খাতুন, রোযীনা খাতুন, জাহানারা খাতুন ও মাহ্মূদ রহমান।

❐ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** হাবীবা খাতুন, সাবীনা ইয়াসমীন, রীমা খাতুন, লীজা খাতুন, হাসিনা খাতুন, রুনালায়লা ও আবুদাউদ।

❐ **মহিষবাথান উত্তর পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** খুর্শিদা বিনতে জামসেদ আলী, মুহসীনা বিনতে জামসেদ আলী, খালেদা ফেরদৌস, রাযিয়া ইসলাম ইবনে রাকিবুল, আরজুআরা, মেহেরুন নেসা, বাবুল আহমাদ, আমীর আব্বাস ও তাওহীদুর রহমান ইবনে হাবীব।

❐ **মোল্লা পাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** ফারহানা নাহিদ, ফারহানা ইয়াসমীন, সারওয়ার কামাল ও আলিমুল আর-রাযী।

❐ **নতুন ফুদ্কী পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শহীদুল ইসলাম, মাসুদ রানা, সোহেল রানা, আবু সাঈদ, হাসিবুল ইসলাম, ও শারমীন আখতার, হাসিনা খাতুন, সাবিনা খাতুন ও মারুফ হোসায়েন।

❐ **সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** বাবুল হোসায়েন, সানোয়ার হোসায়েন, রাকীবুল ইসলাম, মোযাফ্ফর আলী, আবূ যার রহমান, সারাবান ত্বাহুরা, রোযীনা খাতুন ও তামান্না ইয়াসমীন।

❐ **মঙ্গলপুর, সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** বাবুল হোসায়েন, আবুল হোসায়েন, জয়নাল আবেদীন, রইসুউদ্দীন, বেলাল হোসায়েন, জামাল হোসায়েন, বাবর আলী, শহীদুল, সোহেল রানা, আফরোজা বানু, মিনুফা খামন, মিনারা খাতুন, মমতাজ খাতুন, ডালীম

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

খাতুন, রজুফা খাতুন, খাদীজা খাতুন ও পারুল নেসা।

❐ **হরিপুর সমসপুর বাগরামা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গাফ্ফার ইবনে আফতাব, শফীকুল ইসলাম বিন আফতাব, জেসমিন আখতার ও মাছুমা আখতার বিনতে আফতাব, সামসুজ্জোহা ইবনে আফতাব, আশরাফুল ইবনে জামাল, আব্দুল মতীন ইবনে নজরুল, জাহাঙ্গীর, তোফায্যাল, মঞ্জুআরা খাতুন ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **হাটখুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** শামসুদ্দীন, আশরাফুল আলম, রেযাউল করীম, মনোয়ার হোসায়েন, সাজ্জাদ হোসায়েন, হাকীম উদ্দীন, বাহাদুর আলম, আব্দুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, আয়নাল, মঞ্জুর রহমান, আব্দুল হান্নান, তাজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল করীম, বাপ্পারাজ সরদার, শামসুল আলম, রোযীনা খাতুন, পারুল পারভীন, শিল্পী আখতার, গুলনাহার বানু, আলতাফুন নেসা, ছামেনা খাতুন, শিউলী খাতুন, চম্পা খাতুন, সাদেকা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, আঞ্জুআরা, জোৎস্না খাতুন, রুকসানা খাতুন ও ফাহিমা খাতুন।

❐ **মির্জাপুর আহলে হাদীছ জামে মসজিদ রাজশাহী থেকেঃ** উম্মে সালমা, বুশরা খাতুন, ফাহমীদা নাজনীন ও সাবিনা ইয়াসমীন, সাকেয়া ছিদ্দীকা।

❐ **রাণী বাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** নাহিদা আখতার, ইসমত আরা ও নূরজাহান।

❐ **শহীদ নাজমুল হক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকেঃ** শামসুন নাহার, লাবনী খাতুন, মুনিরা আখতার, নাজনীন নাহার, দিল আফরোজ, ফারহানা ইসলাম ও রুমানা সুলতান।

❐ **দড়িখরবনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী থেকেঃ** হাবীবুল্লাহ, উম্মে হানী, আয়েশা খাতুন, রনজিতা খাতুন, রুমানা সুলতানা, ফাহিমা রহমান, নাসরীন ও বনিয়া খাতুন।

❐ **হড়গ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** ত্বাহেরা খানম, বেবী নাজনীন, স্বাধীনা, বিজলী, তানিয়া, শারমীন, কামরুন নেসা, শামীমা আখতার, সাবিনা খাতুন, শেফালী খাতুন, তাসলীমা শিরীন ও জাহিমা খাতুন।

❐ **কানাইস্বর আমিনিয়া এবতেদায়ী মাদরাসা, হাট খুজিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** কারীমা খাতুন, শেফালী খাতুন, আছিয়া, লিপি খাতুন, রুবিনা, শাহানারা, রোযিনা, জেসমিন, রফীকুল ইসলাম, জামাল হোসায়েন, জাহাঙ্গীর আলম, খোরশেদ, শফীকুল আলম, ফেরদৌস আলী, জাহাঙ্গীর, আবুল কালাম, মিনারুল, আব্দুল মতীন ও মোরশেদ আলম।

❐ **বানাইপুর (রেজিঃ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফুল ইসলাম, কামরুল হাসান, আবু হাসিম, আখতার হোসায়েন, ইসরাফীল, মিলন উদ্দীন, শামসুয্যামান, আব্দুর রশীদ, মাহবূব, বুলবুল হোসায়েন, শামসুল আলম, এনামুল হক, সাহেব আলী, মাইদুল ইসলাম, মাসুদ রানা, সাইফুল ইসলাম, আতাউর রহমান, নিলুফার ইয়াসমীন, মাজেদা খাতুন, মরিয়ম, গুলনাহার, আ য়ারা ও রিনা খাতুন।

❐ **বহরমপুর, ব্যাংক কলোনী, রাজশাহী থেকেঃ** জান্নাতুন নাঈমা।

❐ **পোষ্টাল কমপ্লেক্স প্রাঃ বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** সাবিহা সুলতানা।

❐ **বাগাডাংগা, সাতক্ষীরা থেকেঃ** রাজিয়া খাতুন।

জুলাই'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. ৬ জন কুরায়শী এবং ৪ জন অন্যান্য গোত্রের ছিলেন।
২. ছাফিয়াহ্ বিনতে হুয়াই বিন আখত্বা।
৩. মা খাদীজা ও মা আয়েশা (রাঃ)।
৪. নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ (খাদীজা (রাঃ) এর বান্ধবী)।
৫. ২০ টি উট।

জুলাই'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষার উত্তরঃ

১. ঘোড়া এবং মাছ।
২. অসুস্থ হলে ঔষধ হিসাবে ঘাস খায়।
৩. জিরাফ ও শামুক।
৪. সাপ।
৫. উট এবং অক্টোপাস কে।

এই সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতজন ছেলে ছিল এবং তাদের নাম কি?

২. রাসূল (ছাঃ)-এর ছেলেদের মধ্যে দু'জনের নামের সঙ্গে দু'টি লকব ছিল। লকব দু'টি কি কি ছিল?

৩. মহানবী (ছাঃ)-এর তালাক প্রাপ্তা বাদী মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার গর্ভের একটি সন্তান ছিল-তার নাম কি?

৪. আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর কতজন কন্যা ছিল এবং তাদের নাম কি?

৫. মা খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভজাত ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা কতজন ছিল?

http://islaminonesite.wordpress.com

এই সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১. চার অক্ষর বিশিষ্ট এমন তিনটি ইংরেজী অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর যার প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ Consonant এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ Vowel.

২. "Ask" শব্দের উৎপত্তি বল?

৩. "Attendanec" শব্দ দ্বারা তিনটি অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর (অক্ষরের ক্রমানুসারে) এবং শব্দ তিনটির অর্থ বল?

৪. যদি C = ৩ এবং I = ৯ হয়, তবে Y = কত হবে?

৫. ইংরেজী অক্ষর A হচ্ছে B -এর পিতা। B অক্ষর কিন্তু A অক্ষরের ছেলে না, তবে কি হবে?

সোনামণির ডাক

-মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার
সাং- মুজগুন্নী
মনিরামপুর, যশোর।

চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
সঠিক পথে চল।
দাওয়াত ও জিহাদের পথে
সবাই মিলে চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
বুকে ঈমান নিয়ে
মুখে কালেমা লয়ে
বীরের মত চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
নির্ভেজাল পথে চলব মোরা
মোদের হবে জয়
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
অন্ধের পথে চলব না
সঠিক পথে চলব
বাতিল পথ ছেড়ে দিয়ে
সত্যের পথ ধরব।
আমরা নবীন কিশোরের দল।

***

সোনামণি

-শামীমা সুলতান
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

বলতো দেখি সোনামণি
'আত-তাহরীক' কি পড়েছ তুমি?
ছড়া পাবে, হাদীছ পাবে
মজার মজার গল্প পাবে।
সোনামণির পাতা যদি পড় তুমি
দেখবে একটু খানি
ধাঁধাঁ, মেধা, সাধারণ জ্ঞানে আনন্দ পাবে জানি।
দেখবে তোমার নাম এসেছে সোনামণি
যদি দিতে পার তুমি ধাঁধাঁ ও মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর খানি।

***

আশা

-জুবায়ের আল-মাহমূদ
গ্রামঃ দোগাছী
বড়াই গ্রাম, নাটোর।

কুরআন-হাদীছ মানব
সত্য পথে চল্‌ব
শিরক-বিদ'আত ছাড়ব
অহি-র বিধান কায়েম করব
আত-তাহরীক পড়ব
ছহীহ হাদীছ মানব।
অন্ধ আমি থাকব না আর
মিথ্যা আর বিদ'আত কে করব আমি পার
আমার আশা আল্লাহ যেন
কবুল করেন শত বার।

***

ইচ্ছা

-মাহফূযা ফেরদৌসী
শেখ পাড়া, রাজশাহী।

আমার বড় ইচ্ছে করে
আল্লাহ্‌কে ভাল বাসতে।
আমার বড় ভালো লাগে
রাসূলের পথ ধরতে।
আমার বড় ইচ্ছে করে
মানুষের মঙ্গল করতে।
আমার বড় ভালো লাগে
সত্য পথে ডাকতে।
আমার বড় ইচ্ছে করে
সোনামণি হতে।
আমার বড় ভালো লাগে
কুরআন-হাদীছ শিখতে।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আমার বড় ভালো লাগে
'আত-তাহরীক' পড়তে।

***

জিহাদ

-মুহাম্মাদ নাজমুছ ছাক্বিব
শিমুল বাড়ী মাদরাসা, গাইবান্ধা।

হে মুসলিম তরুণ তরুণী
তোমরা চির মুজাহিদ।
তোমরাই পার কায়েম করতে
অভ্রান্ত অহি-র বিধান।
তাই আর ঘরে বসে থেকোনা,
জলদি বেরিয়ে এসো।
হাতে নিয়ে নাঙ্গা তরবারী,
প্রয়োজনে শহীদ হবে
মা'আজ ও মু'আজের মত।
তোমরা সবাই একত্রে বল
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ এর
হাতিয়ার নিয়ে সামনে চল।

***

সংগ্রাম

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (৭ম শ্রেণী),
মোমিনডাঙ্গা জামিয়া সালাফিয়া মাদরাসা খুলনা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন চলবে
সত্য ও ন্যায়ের হিম্মৎ এ লড়বে।
মুসলিম ওরা মাযহাবীর জাত
কুরআন-হাদীছ নিয়ে উৎপাত।
বিশ্বের মুসলিম আজ এক হও
আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে নাও।
আহলেহাদীছ আন্দোলন গড়তে হবে
রাসূলের আদর্শমতে চলতে হবে।
মাযহাবী মুসলিম আজ এক হও
যঈফ হাদীছ বাদ দিয়ে
ছহীহ হাদীছ মেনে নাও।

***

পণ

-মুহাম্মাদ নাছীরুল ইসলাম
(৬ষ্ঠ শ্রেণী) রসূলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাতক্ষীরা।

মানুষ হয়ে মরবো
ছিরাতে মুস্তাকীমে চলবো
কলহ পরিহার করবো
আল্লাহ্র আইন মানবো
তক্দীরকে বিশ্বাস করবো
তাহরীক পত্রিকা পড়বো
হকের পথে ডাকবো
রীতিমত ছালাত করবো
কণ্ঠে জিহাদ করবো।

***

সোনামণি সংবাদ আগষ্ট'৯৮

সোনামণি শাখা গঠনঃ

২০। মির্জাপুর শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ওবায়দুল হক হেলালী।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার মোল্লা।,

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ রায়হান আলী, রাশেদ আলী, রাসেল ও সাইফুল ইসলাম।

২১। মির্জাপুর বালিকা শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ তসলীম উদ্দীন।

পরিচালিকাঃ উম্মে সালমা।

৪ জন কর্ম পরিষদ সদস্যাঃ ফাহ্মীদা নাজনীন, বুছরা খাতুন, মাহ্ফূযা খাতুন ও সাকেয়া ছিদ্দীকা।

সোনামণির অন্যান্য সংবাদঃ

(১) গত জুন'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উত্তর রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রায় ১০০ জন সোনামণি পাঠিয়েছিল, যা অনিবার্য কারণে জুলাই'৯৮ সংখ্যায় ছাপানো হয়নি। তাই আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরবর্তীতে সকল সোনামণিকে উত্তর পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে আহবান করা যাচ্ছে।

(২) সুপ্রীয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ যে, শীঘ্রই তোমাদের নিয়ে ৭নং ক্যাসেট বের হচ্ছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা ইসলামী সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করতে পার, তারা স্বস্ব এলাকার আন্দোলন বা যুবসংঘের সভাপতির মাধ্যমে আগামী মাসের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করবে।

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক
সোনামণি
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ

স্বদেশ

'চাকরি দে-নইলে ঘুষের টাকা ফেরত দে-'

গত ৫ জুলাই (রবিবার) সকালে একদল যুবক যশোর সিভিল সার্জন অফিসে বোমা হামলা চালায় ও ব্যাপক ভাঙচুর করে। যুবকরা শ্লোগান দেয় 'চাকুরী দে, নইলে ঘুষের টাকা ফেরত দে'। তারা অফিসের প্রতিটি রুমে ঢুকে জানালা, দরজা, টেলিফোন সেট আসবাবপত্র, গ্লাস ও অফিসের সামনে রাখা জাপানের একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক পাজেরো জীপ ভাঙচুর করে। খুঁজতে থাকে সিভিল সার্জনকে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অফিসে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে তারা তান্ডব চালায় প্রায় আধাঘন্টা ধরে।

উল্লেখ্য, যশোর ২৫০ বেড হাসপাতালে লোক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের জের ধরেই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও সিভিল সার্জন দফতরের লোকজন সূত্রে জানা গেছে।

ক্লিনিক ও প্যাথলজি ল্যাবরেটরীতে কি হচ্ছে

রাজধানী সহ সারা দেশে নানান ব্যবসার পাশাপাশি প্রাইভেট ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলো আজকাল বেশ মোটা লাভের সাথেই অবাধে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রোগীদের বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট ও সেবা দানে সমর্থ হচ্ছে না। ঢাকার বেশীরভাগ প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতাল এবং বর্তমানে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলো চিকিৎসা ও পরীক্ষার নামে গলাকাটা ফি আদায় করছে। জেনে-শুনে সকলের সামনে সরকারী আইন লংঘন করে এই অর্থ হাতিয়ে নিলেও সবাই কেমন যেন নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করছে। এর পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে রোগীরা যখন রোগ যন্ত্রণায় কাতর, তখন দ্রুত সেরে ওঠাই তাদের কাছে মুখ্য ব্যাপার হয়। যখন তারা কোন ক্লিনিক, হাসপাতাল বা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে যায়, তখন দরকষাকষির মত মনোভাব থাকে না। এর ফলে যার যেমন ইচ্ছে, সেই পরিমাণ টাকাই তারা আদায় করছে রোগীদের অসহায়ত্বকে জিম্মি করে। রোগীরা বিপদে পড়ে এই অর্থ দিতে বাধ্য হলেও সরকার বা এসবের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এজন্য অনেককে বলতে শোনা গেছে 'বখরা' খেয়েই এরা মুখে তালা লাগিয়েছে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলো চলছে, তা সরকার ঘোষিত শর্তাবলীর পরিপন্থী। ১৯৮২ সালে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে প্রতি ১০ শয্যার জন্য ১ জন ডাক্তার, ৩ জন নার্স এবং শয্যাপ্রতি ৮০ বর্গফুট স্থান বরাদ্দ রাখার কথা বলা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। উক্ত অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত ধারা মোতাবেক সব রকমের ডাক্তারী ফি, পরীক্ষার চার্জ, শয্যা ভাড়াসহ যাবতীয় সেবাদানের ফী সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকলেও কেউই তা মানছে না। প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতালগুলো যে শুধু বেশী পরিমাণ টাকা নিচ্ছে, তাই নয়? অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও দারুণ সমস্যা রয়েছে। যার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে রোগীদের। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যথাযোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান নেই। অথচ যে কোন পরীক্ষা করাতে গেলেই মোটা অংকের চার্জ ঠিকই আদায় করা হয়। তার ওপর অধিকাংশ সময়েই ভুল রিপোর্ট প্রদান এখন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করলে এক এক ধরনের রিপোর্ট প্রদান করা হয়। শুধু কি তাই, এমন এমন রোগের উল্লেখ রিপোর্টে অনেক সময় করা হয়ে থাকে, যাতে শুধু ভয়ই পাইয়ে দেয় না, মনে হয় সুস্থ-সতেজ মানুষটি বুঝি জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে আছে।

আজকাল কিছু অর্থলোভী ডাক্তারও এই প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলো নিয়ে অযথা মেতে উঠেছে। সামান্য কোন রোগ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার অযথাই বেশকিছু টেষ্টের নাম লিখে পাঠিয়ে দেয় নির্দিষ্ট প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলোতে। এ জন্য অবশ্য তারা ল্যাবরেটরী থেকে মোটা অংকের কমিশনও পেয়ে থাকেন। এমন অনেক ডাক্তার আছেন, যারা রোগীকে তার নিজের পসন্দের ক্লিনিক বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঠাবেন, ও তার জন্য তারা নির্দিষ্ট হারে কমিশনও পাবে। এই প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল বা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলোর জন্য সরকারী হাসপাতালে দালাল দলও সক্রিয় রয়েছে।

এভাবে চলতে থাকায় দেশের সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই চরম দুর্ভোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীগুলো যে উন্নত সেবার নামে লোক ঠকানোর ব্যবসা আরম্ভ করেছে তা

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৎপর নয়। এর জন্য যে অর্ডিন্যান্স জারি করা আছে, তা যথাযথ বাস্তবায়নে তাদের কোন উদ্যোগ নেই। যেভাবে আইন অমান্য হচ্ছে, এতে মনে হয়, যে অর্ডিন্যান্স ইতোপূর্বে জারি করা হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে জনস্বার্থে তার পরিবর্ধন, পরিমার্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে দেখা গেছে, অধিকাংশ ডাক্তারই বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালগুলোতে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাদের কাজের মাঝে প্রাইভেট প্রাকটিস চালিয়ে থাকেন। অনেক সময় অভিযোগ পাওয়া যায়, কোন সরকারী হাসপাতালে গেলে ডাক্তার রোগীকে ভাল চিকিৎসার লোভ দেখিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে দেখা করতে বলেন বা প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি হ'তে বলেন। এই সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর আইন প্রণয়ন যরূরী। যত দিন সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্রাকটিস রোধ করা সম্ভব না হবে, ততদিন এই অনিয়ম, দুর্নীতি, লোক ঠকানোর ফন্দি, টাকা হাতিয়ে নেয়ার ব্যবসা রোধ করা সম্ভব হবে না।

ভারত থেকে পাগলা গরু আসছেঃ গোশত খেয়ে রোগের আতংক!!

ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে পাচারকৃত শত শত রোগাক্রান্ত ও পাগলা গরুর গোশত খেয়ে বাংলাদেশের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হবার আশংকার খবরে 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনে'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি কাজী আবদুর রাজ্জাক এবং মহাসচিব মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দিলদার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে এ সকল রোগাক্রান্ত ও পাগলা ভারতীয় গরুর শত শত চালান প্রতিদিন বাংলাদেশে অবৈধভাবে আসছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের কুষ্টিয়া জেলা শাখার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তথ্যে জানা যায়, রোগাক্রান্ত ও পাগলা গরুর গোশত খাওয়ার পর শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যাওয়া ছাড়াও বুকের ও মাথাব্যথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচড়া ও ঘা সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা যায়, পাগলা ও রোগাক্রান্ত ভারতীয় গরুগুলোর বেশীর ভাগই নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের পালিত ষাঁড় জাতীয় গরু। এসব গরু তারা কৃষি কাজে ও মালামাল পরিবহন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। ভারী জিনিসপত্র যাতে টানতে পারে, সেজন্য বিষাক্ত মদ গরুগুলোকে নিয়মিত সেবন করানো হত। মদ সেবনকারী বেশীর ভাগ পাচারকৃত গরুই রোগাক্রান্ত ও পাগল।

'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন' রোগাক্রান্ত ও পাগল ভারতীয় গরুর গোশত খেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিষয়টি যরূরী তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমলাপুরে শিশু পুত্রকে জবাই করে মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

গত ২ জুলাই রাজধানীর উত্তর কমলাপুরে শিশু পুত্র নাঈমকে জবাই করে হত্যা করার পর মা নার্গিস আক্তার নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এদিকে গত ৩ জুলাই (শুক্রবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত নার্গিসের জ্ঞান ফিরেনি। ডাক্তাররা বলছেন, এখনো অবস্থা আশংকামুক্ত নয়।

গত ২ জুলাই রাতে মতিঝিল থানায় বসে ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিশু পুত্র নাঈমকে হত্যা করার অভিযোগে স্ত্রী নার্গিসকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহার লেখার সময় ভদ্রলোক কান্না চেপে রাখতে পারেননি। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, সন্তান হত্যার জন্য স্ত্রীকে আসামী করে বিচার চাইতে হচ্ছে। আবার স্ত্রী হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। একজন স্বামী এবং সন্তানের পিতা হিসাবে এ যে কত বড় হৃদয়বিদারক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশ থাকে যে, সদা মৃত্যুভয়ে ভীত ক্যান্সার রোগী মা মরে গেলে একমাত্র সন্তান নাঈম কাকে মা বলে ডাকবে? অতএব তাকেও মেরে ফেলব- একথা প্রায়ই বলত বলে খবরে প্রকাশ। (দ্বীনের চিন্তাহীন নারী-পুরুষের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। -সম্পাদক॥

মুন্সীগঞ্জ পর্যটন কেন্দ্র আজও গড়ে উঠেনি

সাতক্ষীরা থেকে মুহাম্মাদ মতীউর রহমানঃ সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাব ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মুন্সীগঞ্জে সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠছে না। সবুজ শ্যামল প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্যের লীলাভূমি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর মায়াবী হরিণের চারণ ভূমি সুন্দরবন দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সুন্দরবনের নয়নাভিরাম অপরূপ সৌন্দর্য দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতি বছর সুন্দরবন ভ্রমণ করার জন্য আগমন ঘটে বহু দেশী-বিদেশী পর্যটকের। তারা সুন্দরবনের মনলোভা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। সঞ্চয় করেন বহু অভিজ্ঞতা।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার একেবারে শেষ সীমান্তে অবস্থিত সুন্দরবন। এ এলাকার নাম মুন্সীগঞ্জ। মুন্সীগঞ্জের একটা ছোট নদীর ওপারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই বিখ্যাত

http://islaminonesite.wordpress.com

বনভূমির অবস্থান। বিশ্বের আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ হিসেবে খ্যাত সুন্দরবন দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার অভাবে এত দিন ওখানে কোন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। পাকিস্তান আমল থেকে এলাকাবাসীর প্রাণের দাবী ছিল মুন্সীগঞ্জে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ মুন্সীগঞ্জের অনেক স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন। মুন্সীগঞ্জের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে মধ্যযুগের অনেক ধ্বংসাবশেষ। এখানে পাওয়া গেছে অনেক পোড়া মাটির ফলক চিত্র ও পুরানো লোক শিল্পের অনেক নিদর্শন। এর সন্নিকটে ঈশ্বরীপুর ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। তার আমলে নির্মিত শাহী মসজিদ, কালি মন্দির, জাহায ঘাটী, হাবসীখানা, বৈঠকখানা, জমিদার বাড়ী ও প্রধান সেনাপতি খাজা কামালের ২৬ হাত লম্বা ও ১০ হাত চওড়া শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো কবর স্থান, তাছাড়াও মুন্সীগঞ্জের বংশীপুর এলাকায় বংশীপুর জামে মসজিদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেখানে রয়েছে মসজিদ সংলগ্ন তিনটি কবর, যা প্রায় ১১ হাত লম্বা ও ৪ হাত করে চওড়া। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আলেম-ওলামা এতদঞ্চলে এসেছিলেন। তবে মসজিদটি কে, বা কারা নির্মাণ করেছে কেউ বলতে পারে না। মসজিদটির দেয়াল ৩ থেকে সাড়ে তিন হাত চওড়া। আযান দেয়ার মিনারটি ৫তলা বিল্ডিং এর মত উঁচু। গুম্বজ বিশিষ্ট মসজিদটি অপূর্ব সুন্দর।

তাছাড়া ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতদঞ্চলে সকাল সাঁঝে বিশাল বনরাজির অপরূপ সৌন্দর্য, ভোর রাতে বন মোরগের ডাক, শীতের সকালে চড়ার উপর কুমীরের অলস ভঙ্গিতে রোদ পোহান, হরিণের পানি পান, সাগরের মোহনীর দৃশ্য প্রভৃতি ভ্রমনকারীদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। মুন্সীগঞ্জ সাতক্ষীরা জেলার শেষ সীমানায় শ্যামনগর থানার অন্তর্গত সুন্দর বন সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বেষ্টিত। ১৮টি গ্রাম নিয়ে মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন গঠিত। এখানে একটি বাস টার্মিনাল আছে। সেখান থেকে সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, ঢাকা সহ বাংলাদেশের সকল স্থানে যাতায়াত করা যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন ফরেষ্ট অফিস ও বি, ডি, আর ক্যাম্প আছে। রয়েছে একটি ব্যবসাকেন্দ্র। পাশ দিয়ে খোলপেটুয়া নদী প্রবহমান। যার ফলে মুন্সীগঞ্জের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোংলা বন্দর থেকে সুন্দরবন যেতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। তার চেয়ে অনেক কম পথ ও কম সময় লাগে বাসযোগে মুন্সীগঞ্জ যেতে। সাতক্ষীরা থেকে মুন্সিগঞ্জের দুরত্ব প্রায় ৬০ কিঃ মিঃ। পথিমধ্যে দেবহাটা থানার ইছামতি নদী বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ভারতের বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান শংকর রায় চৌধুরী, ব্যারিষ্টার শরৎ বোস সহ বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের জন্মভূমি। তাছাড়া কালিগঞ্জ থানার নলতায় খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর মাযার, আহসানিয়া মিশন ও অতিথি শালা রয়েছে। খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

সাতক্ষীরা দেশের অন্যতম প্রাচীনতম শহর। জমিদার প্রাণনাথ বাবুর জন্ম স্থান। তিনি সাতক্ষীরা থেকে কলারোয়া পর্যন্ত নিজ খরচে খাল খনন করে ছিলেন। সাতক্ষীরা শহরের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ পি, এন, হাইস্কুল তিনি ১৮৮২ সালে গড়ে তুলে ছিলেন। সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার মানিকহার গ্রামে টিওর রাজার দীঘি রয়েছে। একই থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি স্পীকার কংগ্রেস নেতা জালালুদ্দীন হাশেমীর জন্ম স্থান। আরো জন্মগ্রহণ করেন প্রগতিশীল কবি ও 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দর আবু জাফর। সাতক্ষীরা ও সুন্দরবনের এই মনোরম এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট ও চিড়িয়াখানা স্থাপিত হলে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটবে। দেশের রাজস্ব আয় বাড়বে ও এলাকার জনজীবন উন্নত হবে। এ বিষয়ে সরকারের আশু দৃষ্টি আবশ্যক।

গ্যাসের দাম বাড়ছে?

আগামী মাস থেকে গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হবে আবাসিক গ্রাহকদের। সার্বিক গড় হিসাবে দু'ধাপে ৩২ ভাগ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলেও আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পাবে ৪৫ ভাগ। ১ আগষ্ট থেকে পরবর্তী ৫ মাসের মধ্যে দু'ধাপে এই মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১ আগষ্ট থেকে প্রতি হাযার ঘনফুট গ্যাসের মূল্য গড়ে ২৬ ভাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারী থেকে আরো ৬ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। এ দু'পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে আবাসিক গ্রাহকদের সিঙ্গল বার্নার চুলায় ব্যবহৃত গ্যাসের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে সর্বমোট শতকরা ৬৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি করে প্রথম পর্যায়ে ১ আগষ্ট থেকে মূল্য বর্তমানের ১৬০ টাকার স্থলে ২৫০ টাকা এবং আগামী ১ জানুয়ারী থেকে ২৭৫ টাকা পুণঃ নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ডাবল বার্নার চুলার ক্ষেত্রে দাম বর্তমানের ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রথম ধাপে ৩'শ টাকা এবং পরবর্তী ধাপে ৩২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মিটারযুক্ত আবাসিক লাইনে প্রতি হাযার ঘনফুট গ্যাসের

http://islaminonesite.wordpress.com

দাম বর্তমানের ৮২.১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রথম ধাপে ১৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ১০২১ টাকা করা হবে। সার ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতি হাযার ঘনফুট গ্যাসের দাম যথাক্রমে বর্তমানের ৪১.৩৪ টাকা ও ৪৭.৫৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রথম পর্যায়ে উভয় খাতেই মূল্য ৫৫.৬৯ টাকা পুণঃ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ দু'টি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ১ জানুয়ারী থেকে আরো শতকরা ৫ ভাগ করে মূল্য বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে।

বন্যাদুর্গত লাখ লাখ মানুষের হাহাকার!!

দেশের বন্যাকবলিত ৩৭টি জেলার লাখ লাখ পানিবন্দী মানুষের হাহাকার বাড়ছে। প্রায় সকল দুর্গত এলাকা থেকে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ঔষধপত্রের সংকটের খবর আসছে। সেই সাথে গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। বন্যায় অগণিত মানুষের যেমন দুর্গতির সীমা নেই- সেই সাথে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী এবং মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির কোন ইয়ত্তা নেই। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপদ্রুত এলাকাসমূহের কৃষককুল। মাঠে বীজতলা ও ফসল হারিয়ে তাদের এখন মাথায় হাত। শেরপুর জেলার মোট ২৩টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে ভাসছে। সিরাজগঞ্জে যমুনার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের ১৩ কিলোমিটার জুড়ে ভাঙ্গন চলছে। কুমিল্লায় গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকার ঘর-বাড়ী, গাছপালা ও ফসল তছনছ হয়ে গেছে। জনগণ ভাঙ্গন এলাকার পানির তোড়ের বিকট শব্দে হতভম্ব হয়ে কিয়ামতের আলামত মনে করে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। বন্যাকবলিত বিভিন্ন নদীতে শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙ্গনের খেলা। বিভিন্নস্থানে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপক হারে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকাতে নতুন করে বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। সর্বত্র মানুষের হাহাকার শুনা যাচ্ছে।

মরা পদ্মা ফুঁসে উঠছেঃ রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধে ভাঙ্গন শুরু

মরা পদ্মা ফুঁসে উঠছে। শুষ্ক মৌসুমে পানি না থাকলেও পদ্মার বুকে এখন অনেক পানি। বিপুল পরিমাণ পানি আসছে সীমান্তের ওপার হ'তে। প্রতি বছর বর্ষার সময় ফারাক্কার ওপারের পানির চাপ কমাতে খুলে দেয়া হয় ফারাক্কার সব গেট। এপারে ফুঁসে উঠে মজে যাওয়া মরা পদ্মা। প্রবল বর্ষণের সাথে ওপার থেকে আসা পানি নদী ধারণ করতে না পারায় তীরে চাপ বাড়ে। ভাঙ্গন দেখা দেয় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। এবারো চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধ পড়েছে মারাত্মক হুমকির মুখে। নগরীর পূর্বাঞ্চলে চরকাজলা ও জাহাযঘাট, পশ্চিমে হরিপুর, শ্রীরামপুর এলাকায় ভাঙ্গন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে ১০/১৫ ফুট পাড় নদীগর্ভে চলে গেছে। শহর রক্ষায় অন্যতম গ্রোয়েন 'টি বাঁধে' ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। আশংকিত হয়ে আছে বাঁধ সংলগ্নসহ শহরের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা। প্রচণ্ড পানির চাপে যেকোন মুহূর্তে শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে।

বিদেশে গৃহপরিচারিকা ও নার্স পদে মহিলাদের প্রেরণ নিষিদ্ধ

কর্তৃপক্ষ বিদেশে চাকুরীর জন্য গৃহপরিচারিকা এবং মহিলা নার্স প্রেরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির একটি বৈঠকে গৃহপরিচারিকা ও নার্সের পদে মহিলাদের প্রেরণের অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ২১ জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে বিদেশে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিদেশে আরো কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়।

গৃহপরিচারিকা প্রেরণের উপর নিষেধাজ্ঞা ইতিপূর্বে বলবৎ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছিল। নার্স হিসেবে মহিলাদের প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে নেয়া হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে পেশাজীবী বাংলাদেশী দম্পতি কর্মরত আছে এবং তাদের প্রয়োজন হ'লে আগাগোড়া পরীক্ষার পর গৃহপরিচারিকা প্রেরণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব আহসান আলী সরকার বলেন, বর্তমানে ১২ হাযার মহিলা বিদেশে বৈধভাবে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। বৈঠকে দুবাই, সিউল ও সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসে শ্রম শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে অবহিত করা হয় যে, ২৩ লাখেরও বেশী বাংলাদেশী বর্তমানে বিদেশে কর্মরত রয়েছে। এদের অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে।

সরকার চলতি অর্থ বছরে জনশক্তি রফতানীর লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ২ হাযারে নির্ধারণ করেছে।

সরকারী সংস্থার অনাদায়ী ঋণ

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো বিপুল অংকের ঋণের দায় এবং লোকসানের ভার নিয়ে এখন সরকারের কাঁধে অবহনযোগ্য বোঝা হয়ে চেপে বসেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন সংস্থার কাছে দেশের ব্যাংকগুলোর পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৫শ' ৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা অর্থাৎ? শতকরা ৩৫ ভাগ। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ব্যাংক ঋণের তুলনা প্রসঙ্গে উক্ত খবরে এও বলা হয়েছে যে, হাজার হাজার বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে যে কঠোর ও আইনগত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেলায় তেমন কিছু করা হচ্ছে না। এর ফলে বেসরকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে পরিমাণে বকেয়া ঋণ আদায় হচ্ছে, সরকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে তা হচ্ছে না। এতে করে ঋণপ্রদানকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংকটে পড়ছে ও দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিপন্ন হ'তে চলেছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর কোনো উন্নতি ঘটছে না। দিনে দিনে তাদের লোকসানের অংক স্ফীত হচ্ছে। সরকারী সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে লভ্যাংশ প্রদান করে বছরে তার পরিমাণ ২শ' কোটি টাকারও নীচে। কাজেই, এই প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা বকেয়া ও খেলাপী ঋণ সরকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে দেশের ব্যাংকগুলো আদায় করতে পারবে- এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

সাংগঠনিক সম্পাদকের স্ট্যাণ্ড রিলিজ;
আমীরে জামা'আতের সমাবেশে ১৫৪ ধারা

জুলাই মাসের ১ম সপ্তাহে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বগুড়া আযীযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক জনাব অধ্যাপক রেযাউল করীমের উপরে হঠাৎ করে বদলীর আদেশ সম্বলিত 'স্ট্যাণ্ড রিলিজ' -এর অশনিসম্পাত হ'লে হিতাকাংখী শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্র ও সুধী মহল হতবাক হয়ে যান। ইতিপূর্বে তাঁকে একবার পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বহুদূরের এক কলেজে ট্রান্সফারের আদেশ জারি করা হয়েছিল। অবশ্য বিরোধীদের চক্রান্ত কোনস্থানেই কার্যকর হয়নি। অধ্যাপক রেযাউল করীম যথাস্থানেই বহাল রয়েছেন ও পূর্বোক্ত আদেশ বাতিল হয়েছে।

একই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পাবনা সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত সুধী সমাবেশ -এর পূর্বরাত সাড়ে ১১ টায় হঠাৎ করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫৪ ধারা জারি করা হয়। যার অর্থ কেবল ঐ স্থানেই নয় বরং ঐ থানার কোথাও কোন সমাবেশ করা যাবে না।

[আমরা মনে করি সবকিছুর ফায়ছালা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়। সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর উপরে ভরসা করব এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তাঁর খালেছ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখব। -সম্পাদক।]

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী খাতের ব্যয়

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীতে ৫ দশমিক ৮ ট্রিলিয়নের অধিক ডলার ব্যয় করেছে। তারা এখনো প্রতিবছর এ খাতে সাড়ে ৩ হাযার কোটি ডলার ব্যয় করছে। ব্রুকিং ইনষ্টিটিউশনের এক জরিপে এ কথা বলা হয়।

ইনস্টিটিউশনের পণ্ডিত স্টেফেন সোয়ার্জ বলেন, চার বছর ধরে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, আমাদের পারমাণবিক ইতিহাসে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অসম্পূর্ণ থাকলে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয় বা এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা যাবে না।

তিনি বলেন, আমরা পরমাণু কর্মসূচী চালিত শক্তিগুলোকে পুরোপরি উপলব্ধি না করতে পারলে অপর দেশগুলোকে পরমাণু অস্ত্র সংগ্রহ থেকে বিরত রাখার আশা করতে পারি না।

ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস এবং পরমাণু বর্জ্য অপসারণে ৫ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

১৯৪০ সাল থেকে মার্কিন প্রতিরক্ষায় ১৩ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে।

জরিপে বলা হয়, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সামাজিক সেবা, কৃষি, জাতীয় সম্পদ, পরিবেশ, মহাকাশ গবেষণা, উন্নয়ন, আইন-শৃংখলা ও জ্বালানি খাতে যে ব্যয় হয়েছে পারমাণবিক খাতের ব্যয় তা ছাড়িয়ে গেছে। এতে আরো বলা হয়, প্রতিরক্ষা বাজেটের ১৪ শতাংশ পারমাণবিক খাতে বরাদ্দ।

৪ কোটি শিশু তাদের পিতা বা মাতাকে হারাবে

আগামী ২০১০ সালের মধ্যে এইড্‌স-এর কারণে বাবা-মা বা তাদের একজনকে হারাবে এমন শিশুর মোট সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশী হবে। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের নির্বাহী পরিচালক ক্যারল বেলামি গত ৩ জুলাই দ্বাদশ বিশ্ব এইডস সম্মেলনে ভাষণ দানকালে একথা বলেন। বেলামি ঘাতক ব্যাধির বিপদ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, শিল্পোন্নত দেশে এইচআইভি এইডস মোকাবিলার জ্ঞান রয়েছে। একই জ্ঞান রাস্তা ও গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে- যারা এখনো জানে না তাদের দেহেও সংক্রমণ ঘটে গেছে।

ভারতে জয়ললিতার হুমকিতে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন

ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু কোয়ালিশন সরকারকে নতুন নির্বাচনের ঝুঁকি সত্ত্বেও তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীক দলকে বহিষ্কার করা উচিত। ২৯ জুন কয়েকটি সংবাদপত্রে এই মন্তব্য ছাপা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তার তিন মাসের কোয়ালিশন সরকারকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সংগ্রাম করছেন। তার এ ব্যাপারে একটি নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করা উচিত। পত্রিকাগুলো একথা বলেছে। পাইওনিয়ার পত্রিকা বলেছে, দেশ বাজপেয়ীর ১৪-দলীয় কোয়ালিশনের নাটকীয় কলহ-বিবাদে অতিষ্ঠ। পাইওনিয়ারের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, নীতির প্রশ্নে ক্ষমতা ত্যাগ করা শ্রেয় এবং সে ক্ষেত্রে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ভোটাররা এ রকম পদক্ষেপের প্রশংসা করবে। 'মরা ঘোড়াকে টেনে নিয়ে বেড়ানো অর্থহীন'।

ভারতে গত ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের নির্বাচনের পর ঝুলন্ত পার্লামেন্টের সৃষ্টি হয়। দেশে দু'বছরে পাঁচটি সরকার গঠিত হয়েছে। পত্রিকায় বলা হয়, দাবী পূরণ না হলে জয়ললিতার সরকার ত্যাগের হুমকির ফলে নতুন প্রশাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাজপেয়ী এখন জিম্মি হয়ে পড়েছেন। তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে'র বিতর্কিত নেত্রী জয়ললিতা চান বাজপেয়ী তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করুক। কারণ তারা দুর্নীতিবাজ। এর পর জয়ললিতাকে সেখানে সরকার গঠনে নয়াদিল্লী সাহায্য করুক। কোয়ালিশনের ২৬৪ আসনের মধ্যে এআইএডিএমকে যদি তার ২৭ আসন নিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে বাজপেয়ী সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে মার্কসবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নেতা জ্যোতি বসু কলিকাতায় বলেছেন, তার দল কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন দেবে। তবে ঐ সরকারে তারা যোগ দেবে না।

চীন-মার্কিন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তান

পাকিস্তান একটি শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার চীন-মার্কিন অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসলামাবাদ গতমাসের পারমাণবিক পরীক্ষার পর কাশ্মীর সমস্যাকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ওয়াশিংটন এবং বেইজিং-এর প্রশংসা করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তান ২৭ জুন বেইজিং ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। ঘোষণায় চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য যৌথভাবে এবং এককভাবে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

নয়াদিল্লী চীন-মার্কিন যৌথ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা কাশ্মীর বিষয়ে কোন দেশের মধ্যস্থতার বিরোধী।

এদিকে ভারতীয় বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য নতুন দিল্লী ইসলামাবাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপেই আগ্রহী এবং এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কোন সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই।

জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে

চীন বলেছে, জাতিসংঘ গৃহীত সিদ্ধান্তের অধীনেই ভারত ও পাকিস্তানকে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। মঙ্গলবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তাং গুওকিয়াং বলেন, আমরা আশা করি, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবসমূহ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তের আলোকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য চীনসহ ৫টি দেশকে নিয়ে এক বহুপক্ষীয় বৈঠকের পরামর্শ দিয়ে চীনের সরকারী দৈনিক 'চায়না ডেইলী'তে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কথা বলেন। মুখপাত্র বলেন, আমি মনে করি ভারত ও পাকিস্তানকেই মূলতঃ সংলাপের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবে অন্যান্য দেশ কার্যকর ও ইতিবাচক সমর্থন দিতে পারে।

সরকারী দৈনিকে প্রকাশিত ঐ নিবন্ধে বলা হয়েছে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়াকে নিয়ে একটি বহুপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করা উচিত। এদিকে ভারত গত ২৪ জুলাই কাশ্মীর সমস্যা

http://islaminonesite.wordpress.com

নিয়ে চায়না ডেইলীর বহুপক্ষীয় বৈঠকের এই পরামর্শ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে।

কৃষকদের আত্মহত্যার হিড়িক!

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্রে ঋণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে চলতি সালে ৮২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই-এ একজন মন্ত্রী গত ২০ জুলাই এ কথা বলেন। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী নারায়ণ সেন রাজ্য বিধান সভায় জানান, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ফসলের মার খেয়ে উল্লিখিত কৃষকগণ ভারতের সবচেয়ে বেশী শিল্পায়িত এই রাজ্যে আত্মাহুতি দিয়েছে। তার বিবৃতির পর রাজ্য বিধান সভায় হৈচৈ শুরু হ'লে মন্ত্রী বলেন, সভাকে তিনি আশ্বস্ত করতে চান এই বলে যে, বর্তমান সরকার কৃষকদের জন্য কাজ করে যাবে। ১৯৯৬ সাল থেকে ভারতের 'শষ্য ভাণ্ডার' বলে পরিচিত উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য পাঞ্জাবে এ পর্যন্ত ৪শ' কৃষকের আত্মহত্যার কথা কর্মকর্তারা প্রকাশ করার ১ মাসেরও কম সময়ে মন্ত্রী মহারাষ্ট্রের ঘটনা প্রকাশ করলেন। সাম্প্রতিককালের মাসগুলোতে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকায় তুলা চাষীরা শষ্যের মার খেয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে ৪শ' কৃষক আত্মহত্যা করেছে। বিরোধী দলগুলো দক্ষিণের তুলা চাষী এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষী পরিবারগুলোকে ৫শ' কোটি রুপী (১২৫ মিলিয়ন ডলার) সাহায্য দেবার দাবী জানিয়েছে।

ক্ষুধা ও তীব্র অভাবের তাড়নায় গত ২০ জুলাই রাতে ভারতের জলন্ধরে হরমদন সিং নামে এক ব্যক্তি তার পরিবারের ৫জন সদস্যকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার পর নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পুলিশ জানায়, ঐ ব্যক্তি নিজে ও তার পরিবারের সদস্যদের খাবার জোটাতে ব্যর্থ হয়ে তার স্ত্রী সীতা, ১৫ বছরের পুত্র সন্তান পারমিন্দর এবং ৩ জন নাবালিকা কন্যাকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে সে নিজে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করে। হরমদনের পিতার ঐ এলাকায় ঘড়ি মেরামতের একটি দোকান ছিল।

মুসলিম জাহান

নির্ভুল ছালাত শেখার নির্দেশ

যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগান জনসাধারণকে গত ২৭ জুন নির্ভুলভাবে ছালাত আদায় শেখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তালেবান ধর্মীয় পুলিশ টীম তাদের পরীক্ষা করে দেখবে। আফগানিস্তানের সরকারী বেতারে এ ঘোষণা দেয়া হয়। রেডিও শরীয়ত-এ তালেবান প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করা হয়, 'আমি আমার দেশবাসীকে ছালাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। এই ছালাত মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে দেয়।' ঘোষণায় বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি তদারক করবেন এবং পরীক্ষা টীম পরীক্ষা করার জন্য নিয়মিতভাবে মসজিদে গমন করবেন। বিশেষ ঘোষণায় বলা হয়, তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন বেতার স্টেশনগুলো নির্ভুলভাবে ছালাত শেখার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করবে।

কাশ্মীরের মর্যাদার পরিবর্তন হলে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে

-ফারুক আবদুল্লাহ

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের প্রধান জনাব ফারুক আবদুল্লাহ সংবিধানের ৩৭০ ধারা পরিবর্তন করা হ'লে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের বাজপেয়ী সরকার যদি জম্মু ও কাশ্মীরকে একটি রাজ্য হিসেবে সংবিধানে দেয়া বিশেষ মর্যাদার পরিবর্তন করে তাহ'লে তিনি বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

জনাব আবদুল্লাহ বলেছেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স ভারতের বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের সাথে এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি, যাতে করে তাকে বিজেপির ভাল-মন্দ সবকিছুর সমর্থন দিতে হবে এবং দলটি বিজেপি'র কোন গোলামও নয় যে, তাকে কেন্দ্রের কথায় চলতে হবে।

মুসলমানদের স্বার্থে সংশোধনী বিল

সম্প্রতি ইকবাল সাকরানি'র নেতৃত্বে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন-এর একটি প্রতিনিধিদল বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক

http://islaminonesite.wordpress.com

স্ট্রু-এর সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলটি এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, ক্রাইম এণ্ড ডিজঅর্ডার বিলের বর্ণগত অপরাধ সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক হবে না। জনাব ইকবাল এমসিবি-এর মহাসচিব। স্বরাষ্ট্র সচিব মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং এই বিলের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। তিনি এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের কথা বলেছেন। সিবিএম প্রতিনিধিদল জাতীয় আদমশুমারীতে ধর্মীয় পরিচয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমর্থন কামনা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেন, আদমশুমারী সংক্রান্ত প্রশ্নমালা এখনো সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় বৈষম্যের ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ সমস্যাটির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চলছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা শেষে মুসলমানদের মতামত নেয়ার জন্য তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে।

বৈঠকে মুসলমানদের প্রসঙ্গে 'মুসলিম মৌলবাদী' শব্দটির প্রয়োগ বন্ধের ব্যাপারেও আলোচনা হয়। বৈঠকে বিভিন্ন সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সরকারী প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন।

জাতিসংঘ সদস্যপদ ছেড়ে দেয়া উচিত

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আকরাম যাকী বলেছেন, ভারত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় বিশ্বাস না করলে তার জাতিসংঘ সদস্যপদ ছেড়ে দেয়া উচিত। গত ১৮ জুলাই কলম্বোতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যাকী বলেন, ভারত কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে করে তারা জাতিসংঘ সদস্যপদকেই অস্বীকার করছে। তারা যদি জাতিসংঘ মধ্যস্থতাকে না মানে, তাহ'লে তাদের উচিত এই বিশ্বসংস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। জনাব যাকী সপ্তাহব্যাপী সফরে এখন কলম্বোতে রয়েছেন।

তিনি বলেন, সংঘাত নিরসনে বিশ্বজুড়ে এখনো পর্যন্ত আলোচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ভারত এ ব্যাপারে প্রথমদিকে আগ্রহ দেখালেও এখন নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ভারত এর আগে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে রাযী হয়েছিল। কিন্তু পরে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে।

নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ ?

নাইজেরিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক ওলে সোয়েংকা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, সামরিক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা থেকে সরে না দাঁড়ালে নাইজেরিয়ায় সহিংস গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

মিঃ সোয়েংকা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। রাজনৈতিক কারণে নাইজেরিয়ার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নির্বাসনে রয়েছেন। ওলে সোয়েংকা বলেন, পশ্চিম আফ্রিকার তেলসমৃদ্ধ এই দেশটির সামরিক বাহিনীর জেনারেলগণ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর দাসত্ব করছেন এবং তাদের সম্পদ পাহারা দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা থেকে সরে না দাঁড়ালে সেখানে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। দেশের অবশিষ্ট অঞ্চল একটি অঞ্চলের গোষ্ঠীগত আধিপত্য মেনে নিতে রাযী নয়। তাঁর মতে, আসন্ন গৃহযুদ্ধ হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এতে প্রচুর রক্তপাত হবে। ৭ জুলাই দেশের গণতান্ত্রিক নেতা মাসুদ আবিওলা কারারুদ্ধ অবস্থায় আকস্মিকভাবে মারা যান। এ মৃত্যুকে জনগণ ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে করছেন। ৮ জুন কট্টরপন্থী সামরিক শাসক সানি আবাচার আকস্মিক মৃত্যুর পর জেনারেল আবু বকর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালের নির্বাচন সামরিক বাহিনী বাতিল করার পর জেনারেল সানি আবাচা নিজের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ওই নির্বাচনে মাসুদ আবিওলা জয়লাভ করেছিলেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়।

মেয়েরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে

কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-ছানী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ২৯ সদস্যের একটি পৌর পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রেখে গত মঙ্গলবার একটি ফরমান জারি করেছেন। এই পরিষদের নির্বাচনে মেয়েরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। নতুন পরিষদ পৌর বিষয়ক কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আইন ও প্রস্তাব বাস্তবায়ন তদারক করবে।

পরিষদের নির্বাচনের কোন তারিখ এখনো নির্ধারিত হয়নি। কাতারের আইনের শর্ত অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল, নগর ও গ্রামের প্রতিনিধিত্বকারী ২৯০ জন সদস্যের প্রত্যেককে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়সী এবং কাতারের নাগরিক অথবা কাতারের নাগরিকত্ব লাভ করেছে এমন লোক হ'তে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

নাগরিকত্ব লাভের শর্ত হিসেবে প্রার্থীর পিতাকেও কাতারে জন্মগ্রহণকারী হ'তে হবে। প্রার্থীদের কেউ সেনাবাহিনী বা পুলিশের সদস্য হ'তে পারবে না।

এই প্রথমবার উপসাগরীয় আরব দেশটিতে একটি পরিষদ গঠিত হ'তে যাচ্ছে যেখানে মহিলাদের যোগ দেয়ার সুযোগ থাকবে। ১৯৯২ সালে কাতারে প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের কোন আইনগত ক্ষমতা নেই। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র কুয়েতেই নির্বাচিত পার্লামেন্ট রয়েছে।

চেচেন প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা

চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদোভ গুপ্তঘাতকদের এক হত্যা প্রচেষ্টা থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন। গত ২৩ জুলাই (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে দশটায় গাড়ীতে করে কর্মনিবাসে যাওয়ার পথে ঘাতকরা তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। স্টারোপ্রোমাইস্লভসকোয় রোডের বেরিওজকি বাস স্টেশন এলাকা দিয়ে প্রেসিডেন্টের গাড়ীটি যাওয়ার সময় সেখানে একটি গাড়ীবোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমার আঘাতে প্রেসিডেন্টের এক দেহরক্ষী সঙ্গে সঙ্গে মারা যান এবং আরেকজনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট মাসখাদোভ বাহুতে সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

আলজেরিয়ায় মানবাধিকার লংঘনঃ জাতিসংঘের তদন্ত শুরু

আলজেরিয়া থেকে অনবরত অত্যাচার, উৎপীড়ন, মানবাধিকার লংঘন, বিনা বিচারে আটক ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ পাবার পর জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি সম্প্রতি সেখানে তদন্ত শুরু করেছে। আলজেরীয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন, মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি তারা মেনে চলছেন। জেনেভায় তদন্ত বৈঠকে উপস্থিত একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, আলজেরীয় সরকারের এই দাবীতে কেউ কান দিচ্ছে বলে মনে হয় না। সেনাবাহিনীর গণহত্যা রোধে ব্যর্থতা ও আনুমানিক ২ হাজার লোক নিখোঁজ হয়ে যাবার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত না হওয়ায় উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কলম আবিষ্কার হ'লে কি ভাবে ?

আদিম অবস্থায় মানুষ যখন গুহায় বাস করতো তখন তারা গুহার দেয়ালে কোন তীক্ষ্ণ জিনিস দিয়ে ছবি আঁকতো। অনেক সময় কোন পাতা বা শিকড়ের রসে বা জন্তুর রক্তে আঙুল ডুবিয়ে আঁকিবুকি কাটতো। তার অনেক পরে যখন সভ্যতার উন্মেষ ঘটলো, তখন কাদামাটির পাটায় বা নরমপাথরে লেখা আরম্ভ করল। চীন দেশে উটের লোম দিয়ে তৈরী তুলি লেখার কাজে ব্যবহার হ'ত।

মিশরীয়রা সম্ভবতঃ প্রথম একটি কাঠির ডগায় তামার নিবের মত কিছু একটি পরিয়ে লেখা আরম্ভ করে। প্রায় হাযার চারেক বছর আগে গ্রীস দেশে রীতিমত লেখা আরম্ভ হ'ল। এদের লেখনী হাতির দাঁত বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে হ'ত নাম ছিল স্টাইলাস। সেজন্য এখনও লেখার আঙ্গিককে বলা হয় স্টাইল। মধ্যযুগে কাগজের আবিষ্কারের পর পলক কলম প্রচলিত হ'ল। ইংল্যাণ্ডে ১৭৮০ সালে নিব পরানো কলম দেখা দিলেও প্রায় ৪০ বছর তা বিশেষ একটা ব্যবহার করা হয়নি। ১৮৮০ সালে ওয়াটারম্যান আবিষ্কার করেন ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলম। এর নিব তৈরি হয় ১০ ক্যারোট সোনা দিয়ে আর ডগা হয় ইরিডিয়াম দিয়ে। এর পর অন্যান্য দেশেও ফাউন্টেন পেন তৈরি হতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীতে তৈরি হল বলপয়েন্ট পেন। আজকাল তো নানা ধরনের কলমের ছড়াছড়ি।

আগামী শতাব্দীতে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ?

গ্রহাণু 'এক্স এফ ইলেভেন' এবং ধুমকেতু 'সুইফট টার্টল' নামক মহাপ্রলয়গুলো আমাদের পৃথিবীতে সত্যিই আঘাত হানবে কি? বিজ্ঞানীরা এমনকি পৃথিবী ধ্বংসের সন তারিখও ঠিক করে ফেলেছেন। তাবৎ পৃথিবীবাসী আজ শঙ্কিত। তবে বিজ্ঞানীরা সান্ত্বনার বাণীও শুনিয়েছেন।

মহাকাশ প্রযুক্তি মহাকাশ গবেষণা বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। আইনস্টাইনের পরে এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী চলৎ ও বাক শক্তি রহিত হুইল চেয়ারে আসীন 'মটর নিউরন' রোগে আক্রান্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ স্টিফেন হকিং এখন কাজ করছেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও রিলেটিভিটি নিয়ে। তাঁর আরও একটি সাড়া জাগানো তত্ত্ব হল 'ব্লাক হোল'। তিনি মহাবিশ্ব গঠনের প্রকৃত এবং মহাজাগতিক যাবতীয় মৌলিক উপাদান সম্পর্কে নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তথাপিও অনেক প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই থেকে যায়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন, আগামী শতকের মাঝামাঝি এ

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

পৃথিবী এক মহা বিপর্যয়ের কবলে পড়বে। যদিও এ শতাব্দী মহাশক্তিতে বলীয়ান এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত, তথাপিও গ্রহাণু 'এক্স এফ ইলেভেন' ও ধুমকেতু 'সুইফটটার্টল' এর পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা ব্যক্ত করেছেন। যদি এ দানবগুলো পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে তাহলে পৃথিবীর প্রাণীজগৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সম্প্রতি এ খবরে শুধু বিজ্ঞানীরা নন সমগ্র বিশ্ববাসীই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তবে এটি থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় বিজ্ঞানীগণ তা নিয়ে গবেষণা করছেন।

ঈমানের দ্বারা সুস্থতা বিজ্ঞানসম্মত

সর্বশক্তিমানের ওপর যাদের অগাধ বিশ্বাস বা ঈমান রয়েছে, তারা মানুষকে রোগব্যাধি এমনকি দুরারোগ্য ব্যাধি হতে নিরাময় করতে পারে। এটি বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান মনে করে যে, ঐ সময় মানুষের দেহ হ'তে এক ধরণের শুভ্র শোধন রশ্মি বা 'রে' বের হয় এই 'রে' দেহ তাপের সাথে সম্মিলিত হয়ে ব্যাধি নিরাময় করে। [যারা কুরআনী আয়াত দ্বারা ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে বিশ্বাস করেন না, তারা বিষয়টি অনুধাবণ করুন।-সম্পাদক]

বিড়াল থেকে ডিপথেরিয়া হয় না

বিড়াল থেকে ডিপথেরিয়া ছড়ায়- এমন একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে বিড়াল-ভীত মানুষের মধ্যে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডাক্তাররা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বিড়ালের নিজের তো নয়ই এমনকি বিড়ালের শরীর থেকে বা তার কোন লোম থেকে ও মানুষের দেহে উক্ত রোগ ছড়ায়, এ ধারণা ভিত্তিহীন। পরীক্ষায় দেখা গেছে ডিপথেরিয়া রোগের মূল কারণ দু'টি। এক, গরু ও মহিষের দুধ। দুই, ডিপথেরিয়া রোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। মজার কথা, ডিপথেরিয়া রোগীর সংস্পর্শেও বিড়াল এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। ফলে ডাক্তারগণ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিড়ালের শরীরে এমন এক প্রতিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে কোন অবস্থাতেই বিড়াল এতে আক্রান্ত হয় না। এ জন্যই বিড়ালের আরেক ইংরেজী নাম ডিপথেরিয়া ইমিউন স্পিসিস (জুলফিক্যাল নেস)। বিড়াল থেকে দু'টি রোগেরই সম্ভাবনা থাকে। প্রথমটি র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্ক। দ্বিতীয়টি ছত্রাকজনিত সংক্রমণ। বিড়াল নিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়েছেন কলিকাতার ডাক্তার ডাঃ দুর্গাশীষ পাঠক।

আকাশের রং নীল কেন ?

আলো সাতটি বর্ণালীর সমন্বয়ে গঠিত। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা আলোর মধ্যে রংগুলো আলাদাভাবে দেখতে পাই না। সূর্যের আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে তখন গাঢ় নীল রং অন্যান্য রং থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং বায়ুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এভাবে পৃথক হয়ে যাবার কারণে গাঢ় নীল রং আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এবং এ অবস্থায় আকাশের রং নীল দেখায়।

সংগঠন সংবাদ

ব্যতিক্রমধর্মী সুধী সমাবেশ

গত ১লা আগষ্ট'৯৮ শনিবার ঢাকার মোহাম্মাদপুরে এক ওলামা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইসলামের উপরে ব্যতিক্রমধর্মী ও গবেষণামূলক আলোচনা পেশ করেন জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি বহু দলীল প্রমাণের সাহায্যে তাকলীদের অসারতা প্রমাণ করে বলেন, ইসলামী শাসন কায়েমের পথে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল জাতীয় ও বিজাতীয় তাকলীদ। জাতীয় তাকলীদ তথা মাযহাবী তাকলীদের ফলে এক ও অখণ্ড মুসলিম জাতি আজ বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, মু'তাযিলী মাযহাবের অনুসারী আব্বাসীয় শাসক মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক্ব বিল্লাহ্‌র সময়ে আহলেসুন্নাতের ইমাম ও জনগণ নির্যাতিত হয়েছেন ও পরবর্তীতে হানাফী-শাফেঈ ও শী'আ দ্বন্দ্বে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। আজও সেই বিভক্তি ও পারস্পরিক ঘৃণা সমাজে বিরাজ করছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রগতি ও আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য হ'তে আমদানীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদ। তিনি বলেন, যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় কামনা করেন, তাদেরকে সর্বাগ্রে তাকলীদের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে ও সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর নামে রচিত হানাফী ফিক্‌হের সবকিছু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর মাযহাব নয়। তাঁর রচিত নিজস্ব কোন গ্রন্থ নেই। তাঁর নামে যে মাযহাব এদেশে চলছে, এগুলির অধিকাংশ কিংবা সবটুকুই পরবর্তী ফকীহদের রচিত। এ সব থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে সকলকে নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা মোশাররাফ হোসায়েন আকন্দ, মাওলানা নূরুল হক প্রমুখ।

পাঁজরভাঙ্গা সম্মেলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ জেলার পাঁজরভাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে গত ২৮ শে জুলাই মঙ্গল বার পাঁজরভাঙ্গা বাজারের নিকটবর্তী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

http://islaminonesite.wordpress.com

এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা), মাওলানা রুস্তম আলী (ঐ) প্রমুখ। বক্তাগণ উপস্থিত জনতার নিকটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর দাওয়াত পৌঁছে দেন ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার আহবান জানান। উল্লেখ্য যে, 'বাউলিয়া' নামক ছালাতকে অস্বীকারকারী স্থানীয় একটি মা'রেফতী দল কয়েকদিন পূর্বে রাতের অন্ধকারে আহলেহাদীছদের উপরে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করে। তারই প্রতিবাদে অত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও বিদ'আতী দলের মুখোশ উন্মোচন করে জনগণকে এদের অপপ্রচার হ'তে দূরে থাকার আহবান জানানো হয়।

তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) পরিচালিত নওদাপাড়া ও বাঁকাল মাদরাসার ছাত্রদের বৃত্তি লাভ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা'র ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্ররা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রদত্ত বৃত্তি'৯৮ লাভ করেছে। নওদাপাড়া মাদরাসার ৮ম শ্রেণী থেকে ১ জন ও ৫ম শ্রেণী থেকে ৬ জন এবং বাঁকাল মাদরাসার ৮ম শ্রেণী থেকে ১ জন ও ৫ম শ্রেণী থেকে ১জন সহ মোট ৯জন ছাত্র এ বছর বৃত্তি লাভ করে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছেঃ

নওদাপাড়া মাদরাসা

৮ম শ্রেণীঃ

* আব্দুল আলীম (যশোর)।

৫ম শ্রেণীঃ

* আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব (সাতক্ষীরা)।
* যিয়াউল ইসলাম (রাজশাহী)।
* জাহিদুল ইসলাম (পাবনা)।
* আব্দুল মুকীত (রাজশাহী)।
* নজরুল ইসলাম (রাজশাহী)।
* মুছলেহুদ্দীন (রাজশাহী)।

বাঁকাল মাদরাসা

৮ম শ্রেণীঃ

* নাজমুল আলম।

৫ম শ্রেণীঃ

* শরীফুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, বাঁকাল মাদরাসা থেকে এ বছর অন্য দু'জন ছাত্র 'যশোর আঞ্চলিক মাদরাসা বৃত্তি বোর্ড' প্রদত্ত ইবতেদায়ী বৃত্তিও লাভ করে। তারা হ'ল আব্দুর রহীম ও মহীদুয্যামান।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ'৯৮

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ'৯৮ -এর প্রথম গ্রুপের প্রশিক্ষণ গত ২৪-৩০ শে জুলাই আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ায় সম্পন্ন হয়। এতে মেহেরপুর, দিনাজপুর পশ্চিম, সাতক্ষীরা ও নরসিংদী জেলার কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর জেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারূক আহমাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আযীযুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির ময়মনসিংহ ও গাযীপুর সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ গত ১৩-১৭ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার দাপুনিয়া, ধানীখোলা ও সদর থানায় সাংগঠনিক সফর করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মাদ তারীকুল হাসানকে আহবায়ক ও মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। ময়মনসিংহ সফর শেষে ১৮-২২ জুলাই তিনি গাজীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তিনি নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডাবাহী এ দেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে প্রকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য তরুণ ছাত্র ও যুবকদের প্রতি আহবান জানান।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১১১)ঃ ইমাম যদি সূরা ফাতেহার শেষের দুই আয়াতে উল্লেখিত ض কে د -এর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়েন। যেমন "مغضوب" কে 'মাগদুব' ও "ضالين" কে 'দাল্লীন'। তাহ'লে কি ইমামের ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? এবং সাথে সাথে পিছনের মুছল্লীরও ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তাহের আলী
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী
সৈকত, জনেশ্বরীতলা, বগুড়া

উত্তরঃ আরবী ভাষার উচ্চারণ রীতি বা তাজবীদ বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, ض -এর উচ্চারণ কখনই د -এর মত নয়, বরং এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রীতি রয়েছে। সেটাকে যদি তার স্বীয় স্থান থেকে উচ্চারণ করা হয়, তবে তার আওয়াজ ظ -এর উচ্চারণের সাথে অধিকতর সামঞ্জশীল হবে। কিন্তু د -এর উচ্চারণের সাথে মোটেই নয়। বিস্তারিত দেখুন- মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রণীত 'মুকাম্মাল জামালুল কুরআন' (উর্দূ) ৮ নং মাখরাজ। এর পরেও যদি কেউ ভুলবশতঃ অথবা ইলমে তাজবীদ সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু ض -এর সঠিক উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হন এবং ছালাতে কিরা'আতের সময় ض কে د -এর মত উচ্চারণ করেন, তাতে ছালাত বাতিল হবেনা। কেননা এরূপ ভুল 'তাহরীফ' -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি কেউ ض -এর সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার ও সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম থাকার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ অনুসরণ কিংবা যিদের বশীভূত হয়ে ض কে د এর মত করে উচ্চারণ করেন, তবে এটি কুরআন তিলাওয়াতে 'তাহরীফ' করার শামিল হবে। যাতে ছালাত বাতিল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিষয়টি ইমাম পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কেননা এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণের ছালাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোন ইঙ্গিত নেই।

প্রশ্ন (২/১১২)ঃ অনেক আলেম বলেন যে, আল্লাহ নিরাকার। যদি আল্লাহ্র আকার থাকত, তাহলে তাঁর আহার নিদ্রা সবই থাকত। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মোতালেব মণ্ডল
বাখড়া (দক্ষিণ পাড়া)
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
জয়পুরহাট

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যে সকল আলেম আল্লাহ্র আকারকে অস্বীকার করেন, তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র স্পষ্ট বর্ণনাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছেন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করেন। মূলতঃ আল্লাহ্র আকার অস্বীকার করার পিছনে কতিপয় মনগড়া যুক্তি ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আকারের প্রমাণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. আল্লাহ বলেন, 'আর ইয়াহূদীরা বলে আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। ....বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত' (মায়েদা ৪৬)। ২. আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? (ছোয়াদ ৭৫)। ৩. 'তোমরা ভয় করনা আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও 'দেখি' (ত্বা-হা ৪৬)। ৪. 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন গোছা পর্যন্ত (আল্লাহ্র) পা খোলা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হবে.....' (ক্বলম ৪২)। ৫. (হে মূসা!) 'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার চক্ষুর (দৃষ্টির) সামনে প্রতিপালিত হও' (ত্বা-হা ৩৯)। ৬. 'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর হাতে' (যুমার ৬৭)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ সহ অন্যান্য বহু আয়াত থেকে আল্লাহ্র অঙ্গ-প্রতঙ্গ তথা আকৃতি প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর পা জাহান্নামের উপরে রাখবেন তখন জাহান্নাম 'ব্যস' 'ব্যস' (قط قط) বলবে। -বুখারী পৃঃ ৭১৯। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশ সমূহকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ অহংকারী ও যালেমগণেরা কোথায়? অনুরূপভাবে যমীন সমূহকে ভাঁজ করে বাম হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আজ যালিম ও অহংকারীগণ কোথায়?'। -মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৮২। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

তবে আল্লাহ্র আকৃতি তাঁর জন্য যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমনটিই রয়েছে। কোন সৃষ্টির মত নয় এবং তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ বলেন, ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 'তাঁর মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। এ বিষয়ে সকল সালাফে

http://islaminonesite.wordpress.com

ছালেহীন একমত যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্র আকৃতি ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত সেভাবেই তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- অলীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি আল্লাহ্র ছিফাত ও দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান, মালেক বিন আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও। যারা আল্লাহ্র নাম, ছিফাত, কালাম, আমল, ও কুদরত সমূহকে সরাসরি মেনে না নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদেরকে ইমাম মালেক বিদ'আতী বলেছেন। -শারহুস সুন্নাহ; আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ ৫৬-৫৭ পৃঃ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র সত্তার ব্যাপারে কারও কোনরূপ কথা বলা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ যেভাবে স্বীয় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবেই যেন বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে যেন নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যুক্তি পেশ করে কোন কিছু বলা না হয়। -শারহ আক্বীদা ত্বাহাবিইয়াহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৭। নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র সাদৃশ্য করল, সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল। আল্লাহ ও রাসূল যেভাবে তাঁর ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তার কোন সাদৃশ্য নেই। -আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৮। মোট কথা ছহীহ আক্বীদা হল এই যে, আল্লাহ্র অবশ্যই আকার আছে। তবে তা কারো সাদৃশ্য নয়। আর আকার থাকলেই যে আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হবে, এমনটিও ঠিক নয়। বহু সৃষ্টিই এমন রয়েছে, যাদের আকার আছে কিন্তু আহার-নিদ্রা নেই। যেমন- ফেরেশতাগণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন' (সূরা ইখলাছ)।

প্রশ্ন (৩/১১৩)ঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে কিনা? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানতে চাই।

-নূরুদ্দীন আহমাদ
মাঝডাঙ্গা, কোতওয়ালী
দিনাজপুর

উত্তরঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাত বিতরণের খাত গুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্যে, ঋণ পরিশোধের জন্যে, আল্লাহ্র পথে (জিহাদকারীদের জন্যে) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। -সূরা তাওবা ৬০ আয়াত। গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্ধারিত খাতের বাইরে উক্ত অর্থ প্রদান করার অধিকার মুমিনের নেই। যিয়াদ ইবনে হারেছ আছ-ছুদাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। যিয়াদ বলেন, এই সময় একটি লোক রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসল এবং বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কোন নবী বা অন্য কোন লোকের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট নন যে, যেকোন ব্যক্তি ফায়ছালা করবে। আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। আপনি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে আপনাকে প্রদান করব। -আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬২ পৃঃ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হ'তে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না। -মুগনী, ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ।

প্রশ্ন (৪/১১৪)ঃ আমরা মাসিক মদীনা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, রাসূল (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সময়টা সঠিক ভাবে জানালে আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত হবে।

-আবুল ফযল মোল্লা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ মাসিক মদীনায় যদি রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল রাত্রে উল্লেখ থাকে তাহ'লে ভুল হয়েছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ১১ হিজরী ১২ রবীউল আউয়াল সকালে রৌদ্র উত্তপ্ত হওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন। -মুখতাছার সীরাতুর রাসূল ৫৯৭ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানুবাদ), ২য় খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

প্রশ্ন (৫/১১৫)ঃ চিশতিয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরীকা পন্থীরা মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে সিজদা করে এবং ঢোল-তবলা বাজিয়ে গান-বাজনার মাধ্যমে যিকির করে থাকে। কাজেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা তাদের বাড়ীতে খানাপিনা করা যাবে কি? কুরআন হাদীছ মুতাবেক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম আযাদ
গ্রামঃ রুদ্রেশ্বর, পোঃ কাকিনা বাজার,
কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে মহল্লা সমূহে মসজিদ বানানোর এবং সেগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার ও খুশবু দিয়ে সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন। -আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়, আলবানী, মিশকাত হা/৭১৭। মসজিদে আলোও রাখা যায়। -বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সিজদার স্থানে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। বরং এটা আগুন পূজার শামিল হবে। অনুরূপভাবে ঢোল-তবলা বাজিয়ে যিকির করা জঘন্য অপরাধ। কারণ যিকির আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর গান-বাজনা শরীয়তে মহা পাপের কাজ। যার কঠোর শাস্তির কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য গান-বাজনা ক্রয় করে ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (লোকমান ৬)। কাজেই ঢোল-তবলার মাধ্যমে যিকির করা মারাত্মক অপরাধ। যিকিরের নাম দিয়ে এসব ইসলাম ধ্বংসের কৌশল মাত্র। এই সব তরীকা পন্থী লোকেরা ভ্রান্ত। এদের সাথে আত্মীয়তা ও তাদের বাড়ীতে খানাপিনা বর্জন করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৬/১১৬)ঃ আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক মুসলমানই ঈদের ছালাত ১২ তাকবীরে আদায় করে থাকেন, বাকী সবাই ৬ তকবীরে আদায় করেন। কোনটি ছহীহ হাদীছ সম্মত? জানালে বাধিত হব।

-মেহদী
মৈশালা দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হক ও বাতিলের নয় মানদণ্ড বরং সত্য ও সঠিক দলই সফলকামী যদিও তারা সংখ্যায় অল্প হয়। -মুসলিম, মিশকাত ২৩ পৃঃ। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন মুসলমান ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করলেও এ সম্পর্কে ছহীহ বা যঈফ এমন কোন হাদীছ নেই যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত। হানাফীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে আছে যে, ঐ ৬ তকবীর ইবনু মাসঊদের (রাঃ) উক্তি। রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নয়। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বহু হাদীছ রয়েছে। তিরমিযীতে ৪টি, আবুদাঊদে ৪টি, ইবনু মাজাতে ৪টি, মুওয়'আত্ত্বা ইমাম মালিকে ২টি এবং বায়হাক্বী, দারাকুতনী, তাবারানী প্রভৃতি ১১টি হাদীছ গ্রন্থে মোট ২২টিরও অধিক হাদীছ সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ এবং শেষের রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর বলতেন। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ১১৯ পৃঃ। তাকবীরের সংখ্যায় যত হাদীছ আছে তন্মধ্যে ১২ তাকবীরের হাদীছ সব চেয়ে বিশুদ্ধ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ খণ্ড, ৫৫ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীছের চেয়ে সর্বাধিক সুন্দর হাদীছ এই মর্মে আর বর্ণিত হয়নি'। -তিরমিযী ১/৭০ পৃঃ। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' রেওয়ায়াত আর নেই এবং আমিও একথা বলি' (ليس فى هذا الباب شئى أصح من هذا و به أقول)

-বায়হাক্বী, ৩/২৮৬ পৃঃ।

প্রশ্ন (৭/১১৭)ঃ জনৈক মৃত ব্যক্তির সন্তানরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে কিছু ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে ইচ্ছুক। এর বৈধতা সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-খায়রুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির জন্য যেকোন সময় দান করতে পারেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন লোক রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমি মনে করি, তিনি কথা বলতে পারলে দান করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহ'লে তাঁর নেকী হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭২ পৃঃ। অনুরূপভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেকোন সময়ে ফক্বীর-মিসকীনকেও খাওয়াতে পারেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে প্রচলিত প্রথায় মৃত্যুর দিনে অথবা ৩য় দিনে অথবা ১০ম দিনে বা ৪০তম দিনে কিংবা প্রতি মৃত্যু বার্ষিকীতে খানাপিনার ব্যবস্থা করা বিদ'আত। এগুলি জাহেলী যুগের আমল। যা অবশ্যই বর্জনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী বলেন, আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হতাম এবং দাফনের পর খাদ্যের ব্যবস্থা করতাম। যা কান্না ও শোক পালনের অন্তর্ভুক্ত হ'ত। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ। কাজেই এই ধরণের জাহেলী আমল বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৮/১১৮)ঃ আমরা জানি আল্লাহ এক। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা থেকে একাধিক আল্লাহ বুঝায়। বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে বাধিত হব।

- মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
সহকারী শিক্ষক
উজান কলসী উচ্চ বিদ্যালয়
দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ শিক্ষিত মহলের নিকট এটা অজানা নয় যে, একটি ভাষার সাথে আরেকটি ভাষার ব্যবহারিক, পারিভাষিক তথা ব্যকরণ বিধির কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টিও তার একটি। বাংলা ভাষায় একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে তুই, তুমি ও আপনি -এর ব্যবহার বিধি রয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষা এর ব্যতিক্রম। সেখানে এক্ষেত্রে মাত্র একটি শব্দ 'আনতা' (أنت) এবং ইংরেজীতে "You" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবচন মধ্যম পুরুষ -এর শব্দ ব্যবহার করে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম আরবী ভাষায় রয়েছে, যা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নেই। যেমন 'আন্‌তা' -এর স্থলে 'আন্‌তুম'। এক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হ'লেও উদ্দেশ্য একবচনই থাকে।

অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় একবচন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে 'আনা' أَنَا অর্থাৎ (আমি) ব্যবহৃত হওয়ার বিধি থাকলেও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে 'নাহনু' (نحن) বা (আমরা)ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি' (হিজর ৯)। সুতরাং পবিত্র কুরআনে যেখানে আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে সেটা তাঁর উচ্চ মর্যাদা হিসাবে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একবচনই রয়েছে। অবশ্য তাওহীদের আয়াত সমূহে তিনি নিজের জন্য একবচনই ব্যবহার করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ; নেই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত। অতএব আমারই ইবাদত কর' (ত্বা-হা ১৪)। অতএব বহুবচন শব্দ থেকে যে একবচনই উদ্দেশ্য রয়েছে এবং শুধু মর্যাদার দিক থেকেই নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন (৯/১১৯)ঃ আব্দুল ওহাব নাজদী কেমন ব্যক্তি? তাকে শয়তান বলা হয় কেন? 'ওহাবী' কথাটি কি? এর উৎপত্তি কখন থেকে কিভাবে? এটি কি কোন ইসলাম বিরোধী কিংবা কুফরী নাম?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ/১৭০৩-৯০ খৃঃ) হেজাযের নাজদ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর নামে তাঁর নাম বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাঁর নাম বাদ দিয়ে পিতা আব্দুল ওয়াহ্হাবের নামে তাঁর ভক্তদেরকে 'ওয়াহ্হাবী' বলা হয়। অথচ তিনি কিংবা তাঁর পিতা কোন নতুন মাযহাব সৃষ্টি করে যাননি। বরং ইসলামের প্রথম যুগের আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। দেখুন; গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০। সুতরাং তাঁর আন্দোলনকে কিংবা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তাক্বলীদ মুক্ত কোন আন্দোলনকে মাযহাবী রূপ দিয়ে 'ওয়াহ্হাবী' বলা নিঃসন্দেহে একটি অপবাদ ও যুলুম।

উল্লেখ্য যে, হিজরী দ্বাদশ শতকে আরব জাহান যখন পুনরায় বৃক্ষ, পাথর, মাযার ও আউলিয়া -এর ইবাদতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিছু ভণ্ড লোক ছূফী সেজে সরল মানুষের ঈমান লুটে খাচ্ছিল। মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক কা'বা ঘর যখন চার মুছাল্লায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করার কেউ সাহস পাচ্ছিল না, ঠিক তখনই নাজদের এই কৃতি সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কিতাব ও সুন্নাহ্র খাঁটি অনুসারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আপোষহীনভাবে শিরক ও বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার উচ্ছেদ এবং আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র খাঁটি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্তমান সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয তাঁর অনুসারী হন এবং কা'বাগৃহের চার পাশের চার মছাল্লা ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সঠিক রীতি পুনরুজ্জীবিত করেন।

যেহেতু তাঁর আন্দোলন শিরক-বিদ'আত ও কবর পূজার বিরুদ্ধে ছিল, কবর বাঁধানো, কবরে গুম্বজ নির্মাণ, মৃত বুযর্গদের নিকটে চাওয়া, মানত করা ও দ্বীনের ভণ্ড ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ছিল, তাই সেই শ্রেণীর লোকেরা তাদের রুটি-রোজগারের মূল উৎস বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি নানা রকম মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে নিজেদের ভণ্ডামি আড়াল করতে ও রুযীর উৎস বহাল রাখতে চেয়েছিল, যা আজও অব্যাহত আছে। সুতরাং তাঁকে শয়তান ও কাফির বলাটা নতুন কিছু নয়। এটা নবী ও রাসূলগণের প্রতি হয়েছে, তাঁর প্রতিও হচ্ছে এবং যে কেউ সত্য ও ন্যায়ের আন্দোলন নিয়ে অগ্রগামী হন, তাঁর প্রতিও নানা অপবাদ চাপানো হচ্ছে বা হবে। (১) জাষ্টিস আব্দুল মওদুদ বলেন, আরব দেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরীকার অস্তিত্ব নেই।.... বিদেশী দুশমন বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত।.... প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওয়াহ্হাব কোন মাযহাব সৃষ্টি করেননি (ওহাবী আন্দোলন পৃঃ ১১৬)। (২) 'ওহাবী' কথাটির দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ মোর্তজা লিখেছেন, 'ইংরেজরা মুসলমান (আহলেহাদীছ) বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে, তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকার বিনিময়ে হাত করে নিল। যারা বলতে লাগল যে, তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ, তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে 'ওহাবী'। ওরা নবী, ছাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙ্গার দল'। ইংরেজরা তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান এবং গিয়েই তিনি 'ওহাবী' মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা।..... তাঁর হজ্জে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সঙ্গে আরবের ওহাবী আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিল না' (চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা সম্পুষ্ট যে, 'ওহাবী' কথাটি তুর্কী, ইউরোপিয় ও ভারতীয় ইংরেজদের দ্বারা ও তাদের সহযোগী বিদ'আতী আলেমদের দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা অপবাদ মাত্র।

প্রশ্ন (১০/১২০)ঃ বাংলাদেশের হাজীগণ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তাদেরকে তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় কাটাতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। ঐ হাজীকে বাজারে যাওয়া চলবে না। যদি যায় তাহলে এক দরে জিনিস কিনতে হবে। এমন কোন নির্দেশ কুরআন ও হাদীছে আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন
কাজীপাড়া, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর

উত্তরঃ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় থাকতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে এমন কথা ইসলামে নেই। তবে হজ্জ অথবা কোন সফর থেকে সুস্থভাবে বাড়ী ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে বাড়ীতে প্রবেশ করা সুন্নাত। কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন সফর থেকে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকেদের সাথে বসতেন। -বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৪ পৃঃ। হজ্জ অথবা সফর থেকে ফিরে আসলে রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতেন।-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَئْىٍ قَدِيْرٌ، اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা এক মাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুকে পরাভূত করেছেন'। -বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ। উপরোক্ত সুন্নাত ব্যতীত প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি শরীয়ত পরিপন্থী। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়।

১ম বর্ষের বিগত সংখ্যা সমূহের প্রশ্নোত্তরের সংশোধনী

১. ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ (৮/৫১ নং) প্রশ্নের শেষ অংশে বলা হয়েছে, বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে'। সঠিক জবাব হ'ল এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি নগদ বা বাকী মূল্য খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে। যেমন- বিক্রেতা বলল, আমি কাপড় নগদ ১০ টাকা আর বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে বিক্রি করব। ক্রেতা বলল, আমি উহা নগদ ১০টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম, অথবা বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম। -তোহফা, ৪র্থ খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ; নায়ল, ৫ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ।

২. ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯৮ (৮/৬১) প্রশ্নের উত্তরে তিনটি হাদীছ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ এবং তৃতীয় আমর ইবনে হযম বর্ণিত হাদীছ দু'টি যঈফ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। তবে ঈদের মাঠে বের হওয়ার জন্য পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ই সুন্নাত। কারণ দ্বিতীয় হাদীছটি বিশুদ্ধ। -নায়ল, ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ।

৩. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৪/৬৯) প্রশ্নের উত্তরে নিম্ন মোহরের প্রমাণে এক অঞ্জলী ভরে আটা বা খেজুর দেয়ার হাদীছটি যঈফ। -আলবানী, মিশকাত হাদীছ নং ৩২০৫। উল্লেখ্য যে, পত্রিকায় বর্ণিত হাদীছ নং ভুল (৩২০) রয়েছে।

৪. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৬/৭১) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কুরআনের অক্ষর থাকবে আমল থাকবেনা (আলবানী, মিশকাত ৩৮ পৃঃ)। হাদীছটি যঈফ। আলবানী, মিশকাত, হাদীছ নং ২৭৬।

৫. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সূরা ক্বিয়ামাহ -এর শেষে "বালা" -এর স্থলে 'সুবহানাকা ফা বালা' (سُبْحَانَكَ فَبَلَى) হবে।

৬. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সুরা গাশিয়ার শেষে দো'আ পড়ার প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করা হয়েছে, তা উক্ত সূরার সাথে খাছ নয় বরং ছালাতের মধ্যে যেকোন দো'আর স্থানে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে "اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا" বলতে শুনেছি।-আহমাদ, সনদ জাইয়েদ; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহবী তা সমর্থন করেছেন; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, হা/৫৫৬২। তবে খাছ করে গাশিয়ার শেষে এই দো'আটি পড়ার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

৭. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (১১/৭৬) প্রশ্নের উত্তরে মেহেন্দী ব্যবহারের প্রমাণে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রথম হাদীছটি যঈফ। -আবূদাঊদ হাঃ নং ৮৯৩। তবে ফৎওয়া সঠিক। কারণ পরের হাদীছটি ছহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৮. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে ১৯৯৮ (৪/৮৪) প্রশ্নের উত্তরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে মাওলানা রেযাউল্লাহ (সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী) ও মাওলানা মিছবাহুদ্দীন (লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত) আপত্তি পেশ করেন এবং শেষের দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পড়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। জনাব মাওলানা রেযাউল্লাহ অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى النبى (ص) أنه قال من صلى أربع ركعة خلف العشاء الآخرة قرأ فى الركعتين الاولتين قل يايها الكافرون و قل هو الله أحد و فى الركعتين الآخر تين تنزيل السجده و تبارك الذى ...، (نيل الأوطار باب فضل الأربع قبل الظهر و بعدها و قبل العصر و بعد العشاء)-

জমহুর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছকে 'যঈফ' বলেছেন। - শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৩য় খণ্ড ২৭৫ পৃঃ; উল্লেখিত অধ্যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লামা ইবনু হযম -এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন- ان الفرض فى كل ركعة أن يقرأ بأم القران فقط فان زاد على ذلك قرانًا فحسن قلّ ام كثُراىّ صلاة كانت من فرض او غير فرض - (محلى ابن حزم، الجزء الثالث صـ١٢ مسئلة ٤٤٥)-

আল্লামা ইবনু হযমের উপরোক্ত মন্তব্যটি দলীল বিহীন।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাতে পরের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অপর দিকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দুরাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার প্রমাণ অতীব স্পষ্ট। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ। অনুরূপভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

তবে ছহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর যোহরের শেষের দু'রাক'আতে ১৫টি করে আয়াত পাঠ করার সম পরিমান সময় দাঁড়িয়ে থাকা অনুমান করা হয়েছে। এই অনুমান থেকে অনেক বিদ্বান সূরা ফাতিহা ব্যতীত শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন। কতিপয় ছাহাবীর আমল হ'তেও চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -মির'আত শরহ মিশকাত (লাহোরঃ ১৩৮০/১৯৬১) 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় ৩য় খণ্ড ১৩১ পৃঃ।

৯. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে'১৯৯৮ (৩/৮৩) প্রশ্নের উত্তরে হানাফীদের পিছনে ছালাত জায়েয বলা হয়েছে। তাতে মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ইমাম, আল-আমীন জামে মসজিদ, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা) আপত্তি পেশ করেন এবং তাদের পিছনে ছালাত হবে না বলে দলীল সহ লিখিত মন্তব্য প্রেরণ করেন। দলীল- إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، متفق عليه। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা ছাহেব দাবীর প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দাবীর অনুকূলে নয়। কারণ হাদীছের অর্থ হ'ল- 'নিশ্চয়ই ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য'। অনুসরণ অর্থ ইমামের প্রকাশ্য কর্মের অনুসরণ। যেমন- ক্বিয়াম, কুঊদ, রুকূ, সুজূদ ইত্যাদি। গোপন নিয়ত, দো'আ, ক্বিরা'আত তাসবীহ ইত্যাদির অনুসরণ নয়। উক্ত হাদীছেই ইমামের অনুসরণের বিষয়গুলির বিবরণ রয়েছে। যথা- তাকবীর, রুকূ, সিজদা, কিয়াম, সালাম ইত্যাদি। -দেখুন 'ফৎহুল বারী' 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়; নায়লুল আওত্বার উক্ত অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৫-২৭।

তাছাড়া ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত পৃথক হ'লেও মুক্তাদীর ছালাত বাতিল হবে না। মু'আয (রাঃ) রাসূলের পিছনে ফরয ছালাত আদায় করে অন্য মসজিদে গিয়ে একই ফরযের ইমামতি করতেন। তখন তাঁর নিয়ত নফল ও তাঁর মুক্তাদীদের নিয়ত ফরযের হ'ত। -সুবুলুস সালাম শরহ বুলুগুল মারাম, ৪র্থ সংস্করণ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭) 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়, হা/৩৭৪, ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

অতএব হানাফী ইমামের পিছনে আহলেহাদীছ মুক্তাদীর ছালাত সিদ্ধ হবে। কেননা মুক্তাদীর ছালাতের শুদ্ধতা ইমামের ছালাতের শুদ্ধতার উপরে নির্ভর করেনা (নায়ল ৪/২৬ পৃঃ)।

জনাব মাওলানা ছাহেব চিঠিতে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি হানাফীদের পিছনে আহলেহাদীছের নামায জায়েয হয়, তাহ'লে পৃথকভাবে আহলেহাদীছ মসজিদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের কি প্রয়োজন? তার জবাবে বলব যে, ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ছালাত আদায়ের জন্য 'আহলেহাদীছ মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সকল মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ার দাওয়াত দেওয়ার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর প্রয়োজন ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১০. ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা জুন ১৯৯৮ দরসে কুরআন -এর শাব্দিক ব্যাখ্যায় ابتغى শব্দটির বাব افعال বলা হয়েছে। ওটা افتعال হবে এবং مُبَدَّلٌ শব্দটি ইসমে مفعول বলা হয়েছে। ওটা ইসমে فاعل হবে।।

[আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। -পরিচালক।]

والله أعلم بالصدق والصواب واليه المرجع والمآب -

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর'৯৭ হ'তে ১/১২ সংখ্যা আগষ্ট'৯৮ পর্যন্ত এক বৎসরে প্রকাশিত লেখা সমূহঃ

❑ সম্পাদকীয়ঃ

১.	তাহরীক-এর লক্ষ্য	১/১	সেপ্টেম্বর'৯৭
২.	(ক) মাহে শা'বান (খ) বিজয় দিবস	১/৪	ডিসেম্বর'৯৭
৩.	খোশ আমদেদ মাহে রামাযান	১/৫	জানুয়ারী'৯৮
৪.	(ক) খোশ আমদেদ ঈদুল ফিৎর	১/৬	ফেব্রুয়ারী'৯৮
	(খ) ভাষার স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখুন!	,,	,,
৫.	তাবলীগী ইজতেমা'৯৮	১/৭	মার্চ'৯৮
৬.	খোশ আমদেদ ঈদুল আযহা	১/৮	এপ্রিল'৯৮
৭.	কল্যাণমুখী প্রশাসন	১/৯	মে'৯৮
৮.	ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা	১/১০	জুন'৯৮
৯.	দিবস পালন নয়, চাই আদর্শের অনুসরণ	১/১১	জুলাই'৯৮
১০.	(ক) বন্যায় বিপন্ন মানবতা	১/১২	আগষ্ট'৯৮
	(খ) বর্ষশেষের নিবেদন	,,	আগষ্ট'৯৮

❑ দরসে কুরআনঃ

১.	উম্মুল কুরআন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সেপ্টেম্বর'৯৭
২.	মহাকালের শিক্ষা	,,	অক্টোবর'৯৭
৩.	উঠে দাঁড়াও	,,	নভেম্বর'৯৭
৪.	জ্ঞান অর্জন কর	,,	ডিসেম্বর'৯৭
৫.	উন্নত মানুষ হও	,,	জানুয়ারী'৯৮
৬.	তাক্বওয়ার উচ্চ মর্যাদা	,,	ফেব্রুয়ারী'৯৮
৭.	আল্লাহ্র পথে দাওয়াত	,,	মার্চ'৯৮
৮.	চাই আল্লাহ ভীতি	,,	এপ্রিল'৯৮
৯.	ঐক্যের ভিত্তি	,,	মে'৯৮
১০.	অহি-র বিধানঃ চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত	,,	জুন'৯৮
১১.	উত্তম নমুনা	,,	জুলাই'৯৮
১২.	সমাজ বিপ্লব	,,	আগষ্ট'৯৮

❑ দরসে হাদীছঃ

১.	কল্যাণের চাবি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সেপ্টেম্বর'৯৭
২.	আসমানী প্রশিক্ষণ	,,	অক্টোবর'৯৭
৩.	দ্বীন হ'ল নছীহত	,,	নভেম্বর'৯৭
৪.	পঞ্চস্তম্ভ	,,	ডিসেম্বর'৯৭
৫.	নেকীর প্রতিযোগিতা কর	,,	জানুয়ারী'৯৮
৬.	নিরাপদ সমাজ গড়ে তোল	,,	ফেব্রুয়ারী'৯৮
৭.	সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও	,,	মার্চ'৯৮
৮.	বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার	,,	এপ্রিল'৯৮

http://islaminonesite.wordpress.com

৯. জামা'আত গঠন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ,, মে'৯৮
১০. আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ,, জুন'৯৮
১১. শামায়েলে মুহাম্মাদী বা মুহাম্মাদী চরিত ,, জুলাই'৯৮
১২. ইসলামী বিশ্বজয়ী ,, আগষ্ট'৯৮

❑ প্রবন্ধঃ

১. ঈমান মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সেপ্টেম্বর'৯৭
২. মুসলিম ঐক্যের পূর্বশর্ত অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা) সেপ্টেম্বর'৯৭
৩. আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর শেষ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী (পাবনা) সেপ্টেম্বর'৯৭
৪. তাওহীদ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব অক্টোবর'৯৭
৫. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ সালাফী অক্টোবর'৯৭
৬. ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট) অক্টোবর'৯৭
৭. কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান আখতারুল আমান (ঠাকুরগাঁও) অক্টোবর'৯৭
৮. মাহে রজবঃ হুরমত মাস শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা) নভেম্বর'৯৭
৯. সৃষ্টি জগত আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় আব্দুল আউয়াল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) নভেম্বর'৯৭
১০. সংস্কৃতিঃ অনুকরণ, অনুস্মরণ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (দিনাজপুর) নভেম্বর'৯৭
১১. ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (রাজশাহী) নভেম্বর'৯৭
১২. বিজ্ঞানময় কুরআন আব্দুল আউয়াল (রাজঃ বিশ্ববিদ্যালয়) ডিসেম্বর'৯৭
১৩. মাহে শা'বান আনোয়ারুল হক (লালমনিরহাট) ডিসেম্বর'৯৭
১৪. ছাদেকপুর পাটনা অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী (পাবনা) ১/৫,৬,৮,১১
১৫. আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ সালাফী ১/৫,৮,৯,১১,১২
১৬. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (রাজশাহী) জানুয়ারী'৯৮
১৭. ছিয়াম সাধনাঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে আব্দুল আউয়াল (রাজঃ বিশ্ববিদ্যালয়) জানুয়ারী'৯৮
১৮. স্বপ্নঃ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে ডাঃ এস,এম, আবু মূসা (সাতক্ষীরা) ফেব্রুয়ারী'৯৮
১৯. আত্মত্যাগের এর অনুপম দৃষ্টান্তঃ কুরবানী মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (রাজঃ বিশ্বঃ) এপ্রিল'৯৮
২০. চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছালাত আব্দুল আউয়াল (রাজঃ বিশঃ) এপ্রিল'৯৮
২১. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মে'৯৮
২২. অন্ধ অনুকরণ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী) মে'৯৮
২৩. ভারতের সিকিম দখল সাদেক খান (সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব) মে'৯৮
২৪. ঈদে মীলাদুন্নবীঃ কিছু কথা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (রাজঃ বিশঃ) জুন'৯৮
২৫. ইসলামী বিচার পদ্ধতির নমুনা গোলাম রহমান (নাটোর) জুন'৯৮
২৬. সত্যের জয় অনিবার্য মুহাম্মাদ আবু তাহের (কুমিল্লা) জুন'৯৮
২৭. একত্ববাদ ইসলামের মূল স্তম্ভ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (রাজশাহী) জুন'৯৮
২৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নাগরিক ভাবনা আব্দুল আউয়াল (রাজঃ বিশঃ) জুন'৯৮
২৯. খুৎবাতুল জুমুআ অনুবাদঃ এ, কে, এম, শামসুল আল (শিক্ষক, রাজঃ বিশঃ) জুন'৯৮
৩০. হারানো স্মৃতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব জুলাই'৯৮

http://islaminonesite.wordpress.com

৩১. বিদ'আত ও তার পরিণতি	আখতারুল আমান	(ঠাকুরগাঁও)	জুলাই'৯৮
৩২. মাক্বামা সাহিত্যে আল-হামাদানীর অবদান	মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক	(শিক্ষক, রাজঃ বিশ্বঃ)	জুলাই'৯৮
৩৩. যমুনা বহুমুখী সেতুঃ দীর্ঘ স্বপ্নের বাস্তবায়ন	মুহাম্মাদ আবূ আহসান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	জুলাই'৯৮
৩৪. আল-হেরাঃ শুধু পর্বতের নামই নয়	সাইমূম ইসলাম		আগষ্ট'৯৮
৩৫. অসীলা	মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান	(রাজশাহী)	আগষ্ট'৯৮
৩৬. ইসলামে নামের গুরুত্ব	গোলাম রহমান	(নাটোর)	আগষ্ট'৯৮
৩৭. বার্মায় আলেম নির্যাতন	ফারূক হোসেন (সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব)		আগষ্ট'৯৮

❑ ছাহাবা চরিতঃ

১. আবুবকর (রাঃ)	ইবনে আহমাদ	(সিলেট)	অক্টোবর'৯৭
২. ওমর ফারূক (রাঃ)	আখতারুল আমান	(ঠাকুরগাঁও)	নভেম্বর'৯৭
৩. ওছমান (রাঃ)	"	"	ডিসেম্বর'৯৭
৪. আলী (রাঃ)	"	"	জানুয়ারী'৯৮
৫. ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)	অনুবাদঃ কাবীরুল ইসলাম	(রাজঃ বিশ্বঃ)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
৬. যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ)	আখতারুল আমান	(ঠাকুরগাঁও)	মার্চ'৯৮
৭. আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)	মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	এপ্রিল'৯৮
৮. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)	"	"	মে'৯৮
৯. সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)	"	"	জুলাই'৯৮
১০. আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)	মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	(রাজঃ বিশ্বঃ)	আগষ্ট'৯৮

❑ মহিলাদের পাতাঃ

প্রবন্ধঃ

১. নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	তাহেরুন নেসা		সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর'৯৭
২. মুসলিম রমনী	অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী	(পাবনা)	নভেম্বর'৯৭- জানুয়ারী'৯৮
৩. পর্দা মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক	ফারযানা ইয়াসমীন	(খুলনা)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
৪. খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)	তাহেরুন নেসা		মার্চ'৯৮
৫. নবী জীবনের স্মরণীয় তারিখ সমূহ	"		জুলাই'৯৮
৬. ইসলামের দৃষ্টিতে ক্বিয়াম	নূরুন্নাহার বিনতে আব্দুল মতীন	(বগুড়া)	আগষ্ট'৯৮

কবিতাঃ

১. প্রার্থনা	রোকেয়া খাতুন	(বগুড়া)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
২. উপদেশ	সুফিয়া খাতুন	(রাজশাহী)	"
৩. মুসলিম	রুনা লায়লা	(ঐ)	"

❑ কবিতাঃ

১. আত-তাহরীক	গুমনাম রাহী	(পাবনা)	সেপ্টেম্বর'৯৭
২. জ্ঞান কাননে	আবূ লুবাবা	(সিলেট)	অক্টোবর'৯৭
৩. আত-তাহরীক	আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	নভেম্বর'৯৭
৪. বিপ্লবী বীর	মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান	(রংপুর)	"
৫. মসি	আব্দুল হাসীব	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৬. জ্বলে উঠি	মুহাম্মাদ আবূ আহসান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	ডিসেম্বর'৯৭
৭. হে যুবক	তাওহীদুয্ যামান	(ইসঃ বিশ্বঃ, কুষ্টিয়া)	"

http://islaminonesite.wordpress.com

৮.	লও শুভেচ্ছা	মোল্লা আব্দুল মাজেদ	(রাজবাড়ী)	"
৯.	যালেমের যুলুম	শিহাবুদ্দীন সুন্নী	(গাইবান্ধা)	জানুয়ারী'৯৮
১০.	তাহরীকের প্রতি	এস, এম, আমাজাদ হোসেন	(সাতক্ষীরা)	"
১১.	এখন রামাযান তবুও!	মুহাম্মাদ আবু আহসান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
১২.	আত-তাহরীক	মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী	(সাতক্ষীরা)	"
১৩.	বাঁকা চাঁদ	ইমামুদ্দীন	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
১৪.	তাহরীক তুমি	মুহাম্মাদ অপু সারোয়ার	(কুমিল্লা)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
১৫.	পণ	আব্দুল হান্নান	(রাজশাহী)	"
১৬.	জাগো মুসলিম	মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয	(বগুড়া)	"
১৭.	উপহার	শ্রী লিমন চক্রবর্তী*	(পঞ্চগড়)	"
১৮.	জাগো মুসলিম	মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান	(রাজশাহী)	মার্চ'৯৮
১৯.	সৃষ্টির খেলা	মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
২০.	আত-তাহরীক	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক	(দিনাজপুর)	"
২১.	অনির্বাণ আহুতি	মুহাম্মাদ আবূ আহসান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
২২.	নির্ভীক সেনা	শিহাবুদ্দীন সুন্নী	(গাইবান্ধা)	এপ্রিল'৯৮
২৩,	মোদের ইসলাম	মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
২৪.	জাগো মুসলিম মিল্লাত	মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
২৫.	কুরবানী	সহিষ্ণু	(মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ)	"
২৬.	সুন্নাতে ইবরাহীমীঃ কুরবানী	আতাউর রহমান মণ্ডল	(রাজশাহী)	"
২৭.	জিহাদের ডাক	এস, এম, আমজাদ হোসায়েন	(সাতক্ষিরা)	মে'৯৮
২৮.	দিশারী	মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম	(কুমিল্লা)	"
২৯.	বিপ্লবী ঝাণ্ডা	হোসনে আরা আফরোয	(বগুড়া)	"
৩০.	ডিমান বা যৌতুক	মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী	(লালমনিরহাট)	"
৩১.	মেয়াদী জীবন	আব্দুল হাকীম গোলদার	(চট্টগ্রাম)	"
৩২.	ফুল	এস, এম, আমজাদ হোসায়েন	(সাতক্ষীরা)	"
৩৩.	হাম্‌দ	ছিদ্দীকুর রহমান	(রাজশাহী)	"
৩৪.	অনুরোধ	মুহাম্মাদ আবূ আহসান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	জুন'৯৮
৩৫.	একটু আশ্রয়	মুহাম্মাদ শফীকুল আলম	(রাজবাড়ী)	"
৩৬.	হে আত-তাহরীক	মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর	(দিনাজপুর)	"
৩৭.	পণ করেছি মনে	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	(নওগাঁ)	"
৩৮.	তাহরীক	মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন	(রাজশাহী)	"
৩৯.	উপদেশ	মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান	(সাতক্ষীরা)	"
৪০.	অগ্রসর	মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন	(জয়পুরহাট)	"
৪১.	সঠিক আলোর পত্রিকা	আহসান হাবীব	(রাজশাহী)	"
৪২.	কবিতা ভালবাসি	মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন আকন্দ	(দিনাজপুর)	"
৪৩.	আইয়ামে জাহেলিয়াত	আব্দুল আউয়াল	(রাজঃ বিশ্বঃ)	জুলাই'৯৮
৪৪.	মহা বৈজ্ঞানিক	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
৪৫.	পরিত্রাণ	এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
৪৬.	জাগো মুজাহিদ	আব্দুল্লাহ আল-মামূন	(যশোর)	"
৪৭.	বেদনা	মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম	(রাজশাহী)	"
৪৮.	ইসলামী শিক্ষা সংগীত	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ	(কুমিল্লা)	"
৪৯.	সংস্কার	ডাঃ মুহাম্মাদ বনী আমীন বিশ্বাস	(মেহেরপুর)	"

* মুহতারাম সম্পাদকের আহবানে সাড়া দিয়ে ছেলেটি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার বর্তমান নাম হাবীবুর রহমান। -নির্বাহী সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫০. প্রার্থনা	আশরাফুল ইসলাম	(নাটোর)	জুলাই'৯৮
৫১. আলো	মুয্যাম্মিল হক	(রাজশাহী)	"
৫২. তব তারুণ্যে	মোল্লা আব্দুল মাজেদ	(রাজবাড়ী)	আগষ্ট'৯৮
৫৩. যৌবনেই জিহাদ	তোফায়েল আহমাদ	(জামালপুর)	"
৫৪. জাগো মুসলিম	শেখ আশরাফুল আউয়াল	(সাতক্ষীরা)	"
৫৫. বিপ্লবী সেনা	মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান	(রাজঃ বিশ্বঃ)	আগষ্ট'৯৮
৫৬. আত-তাহরীক	মুহাম্মাদ আমীর হোসায়েন	(রাজঃ বিশ্বঃ)	"
৫৭. দাওয়াত ও জিহাদ	হাফেয রহমতুল্লাহ	(ঠাকুরগাঁও)	"

❑ গল্পঃ

☆ তাহকীক	শামসুল আলম	(যশোর)	অক্টোবর'৯৭
☆ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান	আব্দুস সামাদ সালাফী	(রাজশাহী)	নভেম্বর'৯৭-মার্চ ও জুন'৯৮
☆ "	যিয়াউর রহমান বিন আব্দুল গণি	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	এপ্রিল'৯৮
☆ কাঁচির ফাঁদে মৃত্যু	মুহাম্মাদ মতীউর রহমান	(রাজশাহী)	জুলাই'৯৮
☆ হাদীছের গল্প	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম	(মেহেরপুর)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
			মে'৯৮-আগষ্ট'৯৮
☆ "	মুহাম্মাদ ছহীলুদ্দীন	(সাতক্ষীরা)	এপ্রিল'৯৮
☆ বিয়াই সাহেব বিড়াল ধরতে কত দেরী	মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ	(পাবনা)	আগষ্ট'৯৮

❑ নাটিকাঃ

☆ পথের দিশা	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ	(কুমিল্লা)	অক্টোবর'৯৭
☆ শিক্ষাঙ্গন	ইমামুদ্দীন	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	নভেম্বর'৯৭
☆ প্রচলিত ধারণাই যত সমস্যা	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ	(কুমিল্লা)	ডিসেম্বর'৯৭

❑ চিকিৎসা জগতঃ

☆ ক্যান্সার	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক	(দিনাজপুর)	মে'৯৮
☆ হাঁপানী রোগের কারণ ও প্রতিকার	সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব		জুন'৯৮
☆ হাঁস মুরগীর রোগ ও তার প্রতিরোধ	"		"
☆ ডায়াবেটিস	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক	(দিনাজপুর)	আগষ্ট'৯৮
☆ বাড়ীতে খাদ্য তৈরীর নিয়মনীতি	সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব		"

❑ সোনামণিদের পাতাঃ

১, সৃষ্টি	মাকসুদা জামান (৫ম শ্রেণী)	(রাজশাহী)	অক্টোবর'৯৭
২. সোনামণি	মুহাম্মাদ নাহিদ হাসান (৫ম শ্রেণী)	(ঐ)	নভেম্বর'৯৭
৩. ইচ্ছা করে	বাবুল আখতার (৩য় শ্রেণী)	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৪. সত্যের পথ	মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)	(ঐ)	"
৫. ছোট্ট মণি	এম, এ, মুমিন ইকবাল (৫ম শ্রেণী)	(ঐ)	"
৬. সোনামণি	তামান্না ইয়াসমীন ডেজী (৩য় শ্রেণী)	(ঐ)	ডিসেম্বর'৯৭
৭. জ্ঞানের খনি	রুছাফী (৩য় শ্রেণী)	(মেহেরপুর)	"
৮. ছোট্ট খুকী	মুত্তাহিরা (৪র্থ শ্রেণী)	(রাজশাহী)	"
৯. বিদ'আত	আব্দুল গাফ্ফার (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	(সাতক্ষীরা)	"
১০. শপথ	মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম	(বাগেরহাট)	"
১১. ছোট মণি	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহীম	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
১২. সোনামণি	যয়নব খাতুন (৫ম শ্রেণী)	(খুলনা)	জানুয়ারী'৯৮
১৩. শিরক	আহমাদ আল-ক্বাইয়ূম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	(সাতক্ষীরা)	"
১৪. সাধ	আব্দুল্লাহ (৩য় শ্রেণী)	(রাজশাহী)	জানুয়ারী'৯৮
১৫. ভালবাসি	তাসনীমা ইয়াসমীন	(রাজশাহী)	"
১৬. আমার বড় সাধ	জান্নাতুল ফেরদৌস	(রাজশাহী)	"

http://islaminonesite.wordpress.com

১৭. দুর্গন্ধ জীবন	মাসঊদ আহমাদ	(রাজশাহী)	ফেব্রুয়ারী'৯৮
১৮. তরুণ বীর	মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক	(নাটোর)	"
১৯. হকের বার্তা	রফীকুল ইসলাম (৪র্থ শ্রেণী)		"
২০. কে ডাকছে	আব্দুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী)	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
২১. অহি-র সমাজ	নূরুল ইসলাম (৯ম শ্রেণী)		"
২২. জিহাদী ডাক	শেখ আব্দুছ ছামাদ		"
২৩. আত-তাহরীক	জামীলা খানম	(রাজশাহী)	মার্চ'৯৮
২৪. সঞ্চয় করি	মুরতাযিনা	(ঐ)	"
২৫. ইচ্ছা	নাজনীন আরা (৭ম শ্রেণী)	(ঐ)	"
২৬. এক দুই তিন	শারমীনা রহমান (৫ম শ্রেণী)	(ঐ)	"
২৭. আশা	এম, এ, তাহের (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	(রংপুর)	"
২৮. সত্যের পথে	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)	(খুলনা)	এপ্রিল'৯৮
২৯. সোনামণি	শারমীন ফেরদৌস	(রাজশাহী)	"
৩০. সত্যের পণ	বাবুল আখতার	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৩১. নব দিগন্ত	নাসরীন সুলতানা (৪র্থ শ্রেণী)	(নাটোর)	"
৩২. নতুন পৃথিবী	মেরিনা খাতুন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	(রাজশাহী)	"
৩৩. আত-তাহরীক	শারমীন ফেরদৌস	(ঐ)	মে'৯৮
৩৪. জিহাদী পথ	মুহাম্মাদ ইমরুল কায়েস	(বাগেরহাট)	"
৩৫. ছোট সোনামণি	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৩৬. আহবান	আশরাফুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)	(নাটোর)	"
৩৭. সুন্দর জীবন	মুমতাহিনা	(রাজশাহী)	"
৩৮. সোনামণি	মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৩৯. চল	মুহাম্মাদ মেহেদী সারোয়ার	(যশোর)	জুন'৯৮
৪০. সোনামণি করি	নাজনীন আরা (৭ম শ্রেণী)	(রাজশাহী)	"
৪১. এই করেছি পণ	মারিয়া টুম্পা (৭ম শ্রেণী)	(ঐ)	"
৪২. আন্দোলন	মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান	(নওদাপাড়া মাদরাসা)	"
৪৩. ছোট্ট মণি	আব্দুল জলীল (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	(ঐ)	"
৪৪. সত্য কথা বলা	আহমাদুল্লাহ (৩য় শ্রেণী)	(ঐ)	জুলাই'৯৮
৪৫. দ্বীনের খাদেম	মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান (৩য় শ্রেণী)	(ঐ)	"
৪৬. বুঝিয়া পড়ো	মাহফূযুল ইসলাম	(ঝিনাইদহ)	"
৪৭. জাগো মুসলিম	আশরাফুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)	(নাটোর)	"
৪৮. তাহরীক	শারমীন আখতার (৭ম শ্রেণী)	(রাজশাহী)	"
৪৯. সোনামণির ডাক	মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার	(যশোর)	আগষ্ট'৯৮
৫০. সোনামণি	শামীমা সুলতানা	(রাজশাহী)	"
৫১. আশা	জুবায়ের আল-মাহমূদ	(নাটোর)	"
৫২. ইচ্ছা	মাহফূযা ফেরদৌসী	(রাজশাহী)	"
৫৩. জিহাদ	মুহাম্মাদ নাজমুছ ছাক্বিব	(গাইবান্ধা)	"
৫৪. সংগ্রাম	মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান	(খুলনা)	"
৫৫. পণ	মুহাম্মাদ নাছীরুল ইসলাম	(সাতক্ষীরা)	"

http://islaminonesite.wordpress.com